সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 22
19 - 25 JULY 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২২
০৫ শ্রাবণ ১৪৩১
১২ মহররম ১৪৪৬হি.

সরকারি চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন

ঝরল ৬ প্রাণ

- আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষ
- শহীদ আবু সাঈদের বাড়িতে শোকের মাতম
- শিক্ষার্থীরা আদালত থেকে ন্যায়বিচার পাবে- প্রধানমন্ত্রী

কোটা আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গায়েবানা জানাজা

পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার আগে এভাবেই বুক পেতে দিয়েছিলেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শহীদ আবু সাঈদ (২২)।

ঢাকা প্রতিনিধি, ১৯ জুলাই ২০২৪ : সরকারি চাকরিতে কোটাপ্রথা বাতিলের একদফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে রক্তাক্ত একটি দিন দেখলো দেশবাসী। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও পুলিশের সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে ওঠে সারা দেশ। এ সময় ৬ জন নিহত ও কয়েকশ আহত হয়েছেন। নিহত ৬ জনের মধ্যে রয়েছেন ঢাকায় ২ যুবক, চট্টগ্রামে দুই শিক্ষার্থী ও এক পথচারীসহ ৩ জন এবং রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। দফায় দফায় হামলা, ধাওয়া-পালটাধাওয়া, ইটপাটকেল নিক্ষেপ, ককটেল বিস্ফোরণ, পুলিশের গুলিবর্ষণ ও রাবার বুলেট নিক্ষেপে রাজধানীর ঢাকা কলেজ ও সায়েন্স ল্যাব এলাকা, চট্টগ্রাম নগরী, রংপুর, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। মোড়ে-মোড়ে ব্লকেডে রাজধানী অচল হয়ে পড়ে। গাজীপুর, চট্টগ্রাম, ফেনী, ময়মনসিংহ, রংপুরে রেলপথ অবরোধের খবর পাওয়া গেছে। এতে দূরপাল্লার যাত্রীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রাজশাহী ও রংপুরে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণার পর রাত ১২টার দিকে ঢাবির বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেসা ও সুফিয়া কামাল হলের শিক্ষার্থীরা মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন।

ঢাকায় নিহত দুই, লাঠি-রডের মহড়া :

কোটা বাতিলের একদফা দাবিতে ঢাকা কলেজের সামনে ও সায়েন্সল্যাব এলাকায় দিনভর সংঘর্ষে ২জন নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরের পর ঢাকার বেশ কয়েকটি এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে আরও কয়েকশ মানুষ আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ১২৯ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৮ জন ভর্তি রয়েছেন। এরা হলেন- রাজু, শুভ, ফেরদৌস, অনিক, বাবুল, রাজু (৩৫), পলাশ ও রুবেল। কোটাবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের মধ্যে এসব সংঘর্ষের ঘটনা

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

গুলিতে ট্রাম্পের ডান কান ফুটো ঘটনা কি ‘সাজানো নাটক’?

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪ : অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনালড ট্রাম্প। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হতো। কিন্তু তা তার ডান কানে বিদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে রক্ষা পান তিনি। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করেছিল ২০ বছর বয়সী ম্যাথিউ ক্রুকস। এফবিআই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ট্রাম্পের নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। তার মৃতদেহের কাছ থেকে স্পেশাল বাহিনী উদ্ধার করেছে একটি এআর-১৫ রাইফেল। ধারণা করা হচ্ছে, ---- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

‘আমার বাসার পিয়ন এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক’

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪ : পালিয়ে গেছেন জাহাঙ্গীর আলম। ৪০০ কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া আলোচিত সেই পানি

জাহাঙ্গীর এখন যুক্তরাষ্ট্রে। আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কের ওজোনপার্কে একটি বাসায় অবস্থান করছেন।

পানি জাহাঙ্গীরের বড় ভাই মো. মীর হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মো. মীর হোসেন নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়নের নাহারখিল গ্রামে

---- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

সানরাইজ-স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানের ৩০ বছর পূর্তি ও গুনীজন সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড

সানরাইজ-স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও অনুষ্ঠানের ৩০ বছর পূর্তি ও গুনীজন সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৬ জুলাই মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের মে ফেয়ার ভেনুর হল রুমে মিছবাহ জামাল ও তাঁর রেডিও মিডিয়া জীবনের ৩০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় গুণীজনদের সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিলের স্পীকার চৌধুরী, মাহি ফেরদৌস জলিল, মুকিম আহমেদ, বিবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট শাহাগীর বখত ফারুক, গ্রেটার সিলেট ডেভলাপমেন্ট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারপার্সন কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বিবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট সাঈদুর রহমান রেনু, বিসিএ'র সাবেক প্রেসিডেন্ট কামাল ইয়াকুব, বৃটিশ বাংলাদেশ কাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও বাংলাদেশ সেন্টারের ভাইস চেয়ারম্যান তোফাজ্জল আহমেদ, কাউন্সিলার মুজিবুর রহমান, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান ফারুক, কাউন্সিলার সৈয়দ বাশার,সাবেক মেয়র কাউন্সিলার জোস্না ইসলাম, শাহিন আহমেদ উজ্জল, সাব্বির হোসেন, রুমা আহাদ, আব্দুল মুকিত চৌধুরী, আব্দুল বাসিত চৌধুরী, মেহেরুন খান, দিলোয়ার, টিভি সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি, গ্রেটার সিলেট ডেভোলাপমেন্ট ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকের চেয়ারপার্সন বারিষ্টার আতাউর রহমান, অনুপম ২৪ নিউজ সম্পাদক, রহমান খান শাহিন।

অনুষ্ঠানে উপস্হিত ছিলেন এলবি২৪ ফাউন্ডার শাহ ইউসুফ, আইঅন টিভির সাবেক ডাইরেক্টর মাসুদুর রহমান, আব্দুশ শহীদ খান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের মিডিয়া সেক্রেটারী আব্দুল হান্নান, এলবি২৪ এর হৃদয়, এটিএন বাংলা ইউকের সিনিয়র রিপোর্টার আসাদুজ্জামান মুকুল অনেক সাংবাদিক, শিল্পী সাংস্কৃতিক,

ব্যক্তিত্ব ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের স্পনসর ছিলো ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড, মে ফেয়ার ভেনু, প্রাইড অব এশিয়া, বিবিসিএ, কার প্লানেট, তাজ একাউন্টেন্ট, অনুপম নিউজ২৪ ও সোনারগাঁও রেস্টুরেন্ট।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বারিষ্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং ডেগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার মঈন কাদরী, বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিষ্টার আশিকুন্নবী চৌধুরী, নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার কাউন্সিলার রহিমা রহমান ও ক্যামডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার সমতা খাতুন। অনুষ্ঠানে রেডিওর অনুষ্ঠান ও মিছবাহ জামাল তাঁর মিডিয়া জীবনের ভূমিকা ও কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত থেকে অবদান রাখায় তার ভুঁয়সী প্রশংসা করা হয়। বৃটেনের বাঙালী কমিউনিটির বিভিন্ন সংগঠনের সাথে রেডিওর অনুষ্ঠানের দ্বারা সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

অনুষ্ঠানে তাজ একাউন্টেন্ট-এর কর্ণধার একাউন্টেন্ট আবুল হায়াত নুরুজ্জামান ও জনপ্রিয় প্রেজেন্টার মেঘনা মিনারা উদ্দিনের সঞ্চালনায় ও মিছবাহ জামাল ও বিশিষ্ট রেডিও টিভি উপস্থাপক তোফায়েল আহমেদ, শাহাব আহমেদ বাচ্চু, রওশন আরা মনি, সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিওর ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক কাউন্সলার শামসুল ইসলাম সেলিম-এর সার্বিক পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ নাহমাদ মিছবাহ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় গুনীজন সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন-লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট মহিব মিয়া, বিসিসিসিআই ইউকের সাবেক প্রেসিডেন্ট নাজমুল ইসলাম নুরু, বিবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট ও বাংলা টাউন গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিক হায়দার, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিল মেয়রের স্ট্রাটেজিক অ্যাডভাইজার এক্সিকিউটিভ মোহাম্মদ জুবায়ের, বিসিএ'র প্রেসিডেন্ট ওলি খান এমবিই, ওয়ার্ক পারমিট

ক্লাউডের ফাউন্ডার ও সিইও ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট ও কলামিস্ট উদয় শঙ্কর দাশ, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার ডা. জাকি রেজওয়ানা আনোয়ার, স্পটিং ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. জাকির খান, সিলেট নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ডাক্তার আলাউদ্দিন আহমেদ ও মিসেস মাহবুবা আহমেদ, বাংলাদেশ সেন্টারের জেনারেল সেক্রেটারি দেলোয়ার হোসেন, প্রমিনেন্ট রেডিও মিডিয়া ও ড্রামা আর্টিস্ট আনোয়ারুল হক, ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এডভাইজর এম শামসুদ্দিন চীফ,সাফক বাংলাদেশী সোসাইটির ফাউন্ডার ও চেয়ারপার্সন মানিক মিয়া, সিলেট নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের ভাইস চেয়ারম্যান মনসুর আহমদ খান, জেনারেল সেক্রেটারি জামাল মিয়া, ভাইস চেয়ারম্যান আবদাল মিয়া, ট্রেজারার গোলাম রব্বানী আহাদ রুহি আহাদ, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাস্টের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ অহিদ উদ্দিন, সাংবাদিক ও অর্গেনাইজার আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, কানেকটিং বিজনেস কমিউনিটি এন্ড কনভেনার ইউকে বিজনেস ক্লাবের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত চৌধুরী, এনায়েত খান মহিলা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এনায়েত খান, বাংলাদেশ সেন্টার লন্ডনের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, ও আবুল হায়াত নুরুজ্জামান, বীর মুক্তিযোদ্ধা দেওয়ান কামাল, বিশিষ্ট টিভি প্রেজেন্টার ও প্রডিউসার উর্মি মাজহার, প্রমিনেন্ট মিডিয়া পার্সোনালিটি, ওয়াজিদ হাসান সেলিম বিইএম, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক বাক্তিত্ব ইফতি আহমেদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বারিস্টার তারেক চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, প্রেস ক্লাব সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট দর্পন সম্পাদক রহমত আলী, বিসিএর জেনারেল সেক্রেটারি মিঠু চৌধুরী, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার পারভেজ ফ্রেন্ডস অব নাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট এর প্রেস পাবলিসিটি সেক্রেটারি মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, জিএসসি সাউথ ইষ্ট রিজিওনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, সাউথ ইষ্ট রিজিওনের মোহাম্মদ আবুল মিয়া, সুফি সোহেল আহমেদ, কামরুল হাসান চৌধুরী, বিশিষ্ট বাবসায়ী জুবেদুর রহমান, ফখর আহমেদ, বিশিষ্ট রেডিও ব্যক্তিত্ব মোস্তফা কামাল মিলন, বিশিষ্ট সাংবাদিক লেখক সাঈদ চৌধুরী, কবি মোহাম্মদ ইকবাল, জনপ্রিয় উপস্থাপক নজরুল ইসলাম অকিব, টাওয়ার হামলেটসের সাবেক স্পীকার ও কাউন্সিলার রাজিব আহমেদ, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের ট্রেজারার রফিকুল হায়দার, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট সেক্রেটারি শাহিন চৌধুরী, গোলাম মোহাম্মদ রফিক, জয়নাল চৌধুরী, শাহিন আহমেদ, সুফিয়া অহিদ উদ্দিন, আবু সোহেল, রেডব্রীজ লিবডেম চেয়ার সাবেক কাউন্সিলার মার্টিন রজনার, এলান টমাস, কবি হাফসা ইসলাম, শওকাত ফরাজি রাবেয়া বেগম, কমিউনিটি সংগঠক ফেরদৌস আলম, মাওলানা শহির উদ্দিন, হাসান আহমেদ, মোহাম্মদ সোহেল রশীদ,আলি হোসেন, জাফর ইকবাল, নুরুল আমিন, রুমান চৌধুরী, সামুন, আরুচা চৌধুরী, শওকাত ইসলাম ফরাজি।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী আতিক হাসান, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রওশন আরা মনি ও ডাঃ শম্পা দেওয়ান। সাউন্ড ও অক্টোপেডে ছিলেন পাপ্পু দাশ, কির্বোড সাঈদ, তবলায় পিয়াস বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা ও প্রেজেকশন লাইটিং করেন গোলাম আকবর মুক্তা, ফটো এখলাছুর রহমান পাক্কু ও সহযোগিতায় জাহেদুর রহমান। আরো বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন সাংবাদিক আলাউর

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

স্টেপনিতে নির্মিত হবে ৪০৭টি নতুন ফ্ল্যাট

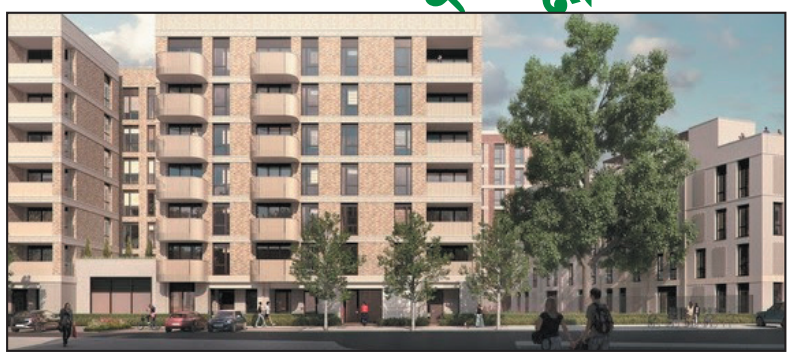

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪: কাউন্সিলের বৃহত্তম হাউজিং ডেভেলপমেন্ট স্কিম অর্থাৎ নতুন বাড়ি নির্মানের বিশাল এক পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় স্টেপনি এলাকায় ৪০৭টি নতুন ঘর এবং কমিউনিটি সেন্টার সহ অনেক ধরনের অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

এই স্কিমের আওতায় স্টেপনির হ্যারিয়ট এ্যাপসলি এবং প্যাটিসন হাউজ এবং রেডকোট কমিউনিটি সেন্টার ভেঙ্গে ফেলে এই স্থানে ৪ থেকে ৮ তলা বিশিষ্ট অনেকগুলো ভবন নির্মাণ করা হবে। এছাড়া থাকবে সর্বসাধারণের জন্য গার্ডেনস, কার পার্কিং ও নিরাপদে সাইকেল রাখার সুবিধা এবং আবর্জনা স্টোরেজ সুবিধা। ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্যরা জুন মাসে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় প্ল্যানিং এপ্লিকেশনটি গ্রহণ করেন।

সংশোধিত অ্যাপ্লিকেশনটিতে ২০২৩ সালে ঘোষিত সর্বশেষ বিলডিং, সুরক্ষা মানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে জরুরী সময়ে ফ্ল্যাট থেকে দ্রুত বের হয়ে আসার উপায় এবং অগ্নি নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা রয়েছে তা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কমিউনিটি সেন্টারটিও স্থানান্তর

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

টাওয়ার হ্যামলেটসে ফ্রি সুইমিং প্রজেক্ট উদ্বোধন

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪: সারাদেশে পাবলিক সুইমিংপুল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ৪৫০টি কাউন্সিল মালিকানাধীন পুল সহ গত ১৪ বছরে ১,০০০ টিরও বেশি বন্ধ হয়ে গেছে। তবে টাওয়ার হ্যামলেটসে কমিউনিটিগুলোর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য কাউন্সিল তার লেজার সার্ভিসে বিনিয়োগ করছে। সাতটি লেজার সেন্টার পাবলিক মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় ফিরিয়ে এনেছে।

এই খাতে বিপুল বিনিয়োগের অংশ হিসেবে, '১৫ জুলাই ২০২৪ থেকে টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী ১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলাদের জন্য এবং ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার কাটার কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছে।

কাউন্সিলের সম্পূর্ণ নতুন ব্র্যান্ডের

১৬ বছর বা তার বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলা এবং ৫৫ বছর বা তার বেশি বয়সী পুরুষদের জন্য বিনামূল্যে সাঁতার

লেজার সার্ভিসেস 'বি ওয়েল' স্বাস্থ্যকর জীবনধারায় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করবে।

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটসের জনগোষ্টির স্বাস্থ্যগত অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের

---- ২০ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY
Authorised

কুলাউড়ায় সরকারি টাকায় ইউপি সদস্যের বাড়ির রাস্তা

সিলেট, ১৫ জুলাই : মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায় সরকারি টাকায় নিজের বাড়ির রাস্তা পাকা করলেন ফয়জুন নেছা নামক এক নারী ইউপি সদস্য।গ্রামের চলাচলের একাধিক জনগুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পাকা না করে নারী ইউপি সদস্য তার নিজের বাড়ির রাস্তা পাকা করায় এলাকায় চলছে নানান সমালোচনা। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়নের কৌলা গ্রামে। জানা যায়, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রাউৎগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এডিবি) থেকে দেড় লাখ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করিয়ে নিজের বাড়িতে যাওয়ার কাঁচা রাস্তাটি ইটসলিং কাজ করেন ইউনিয়নের ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের সদস্য ফয়জুন নেছা। ওই রাস্তাটি চৌধুরীবাজার-কৌলা সড়কে অবস্থিত কারিতাস অফিস সংলগ্ন প্রধান সড়ক থেকে দক্ষিণমুখী এলাকায় পড়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দেড় লাখ টাকার প্রকল্পে মহিলা সদস্য ফয়জুন নেছার বাড়ির প্রবেশমুখে মাত্র ৬০ ফুট দৈর্ঘ্যের রাস্তা করা হয়। বাকি টাকা ইউপি সদস্যসহ সংশ্লিষ্টরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। কৌলা গ্রামের প্রবীণ মুরুব্বি ও রাজনীতিবিদ মোতাহের আলম চৌধুরী বলেন, সরকারি টাকা দিয়ে গ্রামের রাস্তার কাজ হবে এটাই নিয়ম। কিন্তু আমাদের এলাকায় সেই নিয়মকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নারী সদস্যের বাড়ির রাস্তার কাজ করা মোটেই ঠিক হয়নি। অভিযুক্ত সংরক্ষিত মহিলা সদস্য ও প্রকল্প সভাপতি ফয়জুন নেছার মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করলে তিনি সাংবাদিক পরিচয় পাওয়ার পর কোনো কথা না বলে ফোনটি কেটে দেন।

রাউৎগাঁও ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবু সুফিয়ান বলেন, ওয়ার্ডের ভেতর কোনো প্রকল্প নেয়ার আগে ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা করতে হয় কিন্তু এই প্রকল্প অনুমোদনে কোনো সভা হয়নি। গ্রামের মানুষের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় কাজ করা দরকার ছিল। রাউৎগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের সচিব তুষার কান্তি বলেন, প্রকল্পটি নেয়ার পূর্বে প্রথমে ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা করে প্রস্তাবনা দিলে পরিষদের সভায় সেটি অনুমোদন দেয়া হয়। তবে রাস্তাটি যে ইউপি সদস্যের ব্যক্তিগত রাস্তা সেটি আমার জানা ছিল না। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প অনুমোদনে সতর্ক থাকবো।

প্রশ্নফাঁসে জড়িত সোহেলের বোন শিক্ষা অফিসার

ঢাকা, ১৫ জুলাই : সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গ্রেপ্তার ১৭ জনের একজনের বাড়ি কুমিল্লায়। তবে তিনি ঢাকার মিরপুরের ব্যবসায়ী হিসেবেই তার গ্রামে পরিচিত। নাম আবু সোলেমান মো. সোহেল (৩৫)। বাড়ি কুমিল্লার আদর্শ সদর উপজেলার বানাশুয়া গ্রামে। তার গ্রেপ্তারের পর থেকেই বিস্মিত গ্রামবাসী। তারা জানতেন সোহেল ব্যবসায়ী। আর এখন শুনছেন তিনি প্রশ্নফাঁসকারী চক্রের সদস্য।

সোহেল বানাশুয়া গ্রামের আবদুল ওহাবের ছেলে। তার তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সোহেল ছোট। নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা ছাত্র বলে জানান দিতেন। সরজমিন সোহেলের বাড়ি কুমিল্লার সদর উপজেলার বানাশুয়া গ্রামে দেখা গেছে, একতলা ভবনের একটি বাড়ি খালি পড়ে আছে।

তারা ৩ ভাই ২ বোন। বড় দুই ভাই স্বর্ণ ব্যবসায়ী। আর সোহেল বর্তমানে কারাগারে। একবোন উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার। অপর বোন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। তার কাছেই থাকেন সোহেলের বাবা-মা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সোহেলের বোন হালিমা বেগম উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার। যিনি ২০১৪ সালের ২৯শে জানুয়ারি চাকরি পেয়েছেন। জীবনে তিনি ৩টি চাকরির পরীক্ষার আবেদন করেছিলেন। অংশ নিয়েছিলেন

দু'টিতে। একটি বিসিএস। সেই বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিতেও পাস করতে পারেননি। আর একবার ব্যাংকের নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করলেও পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। এরপর পরীক্ষা দেন পিএসসি'র সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে। জীবনের দ্বিতীয় পরীক্ষায় করেন বাজিমাত। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে চাকরি পেয়ে আর কোনো পরীক্ষায় অংশ নেননি। এরপর থেকে ১০ বছর ধরে এই পদেই চাকরি করছেন। বর্তমানে তিনি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় কর্মরত আছেন।

হালিমা বেগম বলেন, আমার ভাইয়ের প্রশ্নে আমি পরীক্ষা দেইনি। আমার পরীক্ষা পিএসসিই নিয়েছিল। কিন্তু আমি নিজ যোগ্যতায় পাস করেছি। যদিও বিসিএস প্রিলিতে আমি পাস করতে পারিনি। ভাইয়ের এসব বিষয়ে জড়িত থাকার বিষয়টি তিনি বিশ্বাস করেন না মর্মে জানান, আমরা আগে থেকে সম্ভ্রান্ত। আমাদের টাকা পয়সার অভাব ছিল না। শেষদিকে শুনেছি সোহেল ভালো ব্যবসা করেন। আমার অন্য ভাইদের কাছ থেকেও টাকা নিয়েছেন। সোহেল শেয়ার, বন্ড, বিটার্স, ল্যান্ড বিজনেসসহ বিভিন্ন ব্যবসা করতেন। সে অনেক আগে আমার কাছ থেকে ১০ লাখ টাকা ধার নিয়েছিল। তিন মাস আগে সেটা ফেরত দিয়েছিল।

প্রশ্নফাঁসে গ্রেপ্তার ২ ভাইয়ের ঢাকায় বিলাসী জীবন

ঢাকা, ১২ জুলাই : সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ১৭ জনের মধ্যে দু'জন আপন ভাই সাখাওয়াত হোসেন (৩৪) ও সাইম হোসেন (২০)। গতকাল খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রাথমিকের গণ্ডি পার হতে পারেননি সাখাওয়াত। মাদ্রাসায় কয়েক মাস লেখাপড়া করে ১২ বছর আগে নিজ গ্রামে পানির ফিলটারের ব্যবসা শুরু করেন। দুই বছরেও ব্যবসায় সফলতা আসেনি। সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। মানুষের কাছ থেকে ধারদেনা করে সংসার চালাতেন। এরপর ছোট ভাই সাইমকে নিয়ে ঢাকায় চলে যান। এলাকার লোকজনের ভাষ্য, সাখাওয়াত হোসেন ও সাইম হোসেনের বাবা সাহেদ আলী অন্তত ৪০ বছর ধরে ওয়েলডিং মিস্ত্রি হিসেবে কাজ করেন। ময়মনসিংহ নগরীর লাশকাটা ঘর এলাকায় ও পরে সেখান থেকে তিন বছর আগে দিঘারকান্দা বাইপাস এলাকার কাদুরবাড়ি মোড়ে ওয়েলডিংয়ের ব্যবসা করে আসছেন তিনি। আকুয়া বাইপাস এলাকায় ভাগনি কমলা খাতুনের বাসায় বসবাস করেন সাহেদ আলী। সাখাওয়াত ভাই-বোনদের মধ্যে বড়।

হাফেজিয়া মাদ্রাসায় তিনি লেখাপড়া করেছেন। ঢাকার মতিঝিলে পানির ফিলটারের ব্যবসা আছে। তবে তিনি এখন বিলাসী জীবনযাপন করেন। এশিয়া, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে জানান সাখাওয়াতের কাছের বন্ধুরা যা তাদের কাছে বিস্ময়কর।

সূত্র জানায়, ঢাকায় একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন তিনি। ময়মনসিংহ নগরীর বাইপাসেও রয়েছে তার জমি। দুই বছর আগে প্রাইভেটকার কিনেছেন, আছে ড্রাইভারও। ঢাকায় ফিলটারের ব্যবসা করে গাড়ি কিনে এলাকায় আলোচনায় আসেন সাখাওয়াত।

তার এক কাছের বন্ধু বলেন, এক সময় সাখাওয়াতের পরিবার কষ্ট করে জীবনযাপন করেছে। হঠাৎ আর্থিক অবস্থার এত পরিবর্তন কীভাবে হলো এ নিয়ে আমাদের সন্দেহ ছিল। তিনি ঘন ঘন বিদেশ যেতেন। এশিয়া মহাদেশের প্রতিটি দেশ তার ভ্রমণ করা শেষ। তিনি আমেরিকাসহ কানাডা

ভ্রমণ করেছেন। দুই বছর আগে প্রাইভেটকার কিনেছেন। ড্রাইভারও রেখেছেন। তবে বাড়িতে কোনো সম্পত্তি কেনেননি।

সাখাওয়াতের ফুপাতো বোন আছিয়া বেগম বলেন, সাখাওয়াত ও সাইমের মা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ১২ বছর আগে মারা যান। দুই ভাই ও দুই বোন তারা। তাদের এক বোন ঢাকায় একটি ব্যাংকে চাকরি করেন। আর ছোট বোন ময়মনসিংহের একটি বেসরকারি নার্সিং কলেজে পড়ছেন।

সাখাওয়াতের চাচি জমিলা খাতুন বলেন, সাখাওয়াত মতিঝিলে পানির ব্যবসা করে সংসার চালায়। বাড়িতে কোনো সম্পত্তি নেই। পানির ব্যবসা করেই ভাইবোনদের মানুষ করেছে। দুই বছর আগে প্রাইভেটকার কিনেছে। এবার ঈদে বাড়িতে আসে নাই।

বাবা সাহেদ আলী বলেন, আমি ৪০ বছর ধরে ওয়েলডিং মিস্ত্রির কাজ করি। ছেলেরা আমার ১৭ কাঠা জমি বিক্রির টাকায় ঢাকায় পানির ফিলটারের ব্যবসা করে আসছে। আনুমানিক দুই বছর আগে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্র্যাক ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ১১ লাখ টাকায় প্রাইভেটকার কিনেছে সাখাওয়াত। ব্যবসার ওপর ছেলেদের কোটি টাকার ব্যাংক ঋণ আছে। আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ১৫ বছর আগেও তার বাবা আমার বাড়িতে ওয়েলডিংয়ের কাজ করেছে। ১০ বছর আগে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমন ছিল না। হঠাৎ করে গাড়ি কেনা, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করা অস্বাভাবিক মনে হয়। তিনি আরও বলেন, বাড়িতে থাকার জন্য ৫-৬ কাঠা জমি হবে। কী পরিমাণ জমি বিক্রি করে তার ছেলেকে দিয়েছে তার সঠিক হিসাব আমি বলতে পারবো না। তবে ১৭ কাঠা জমি বিক্রি করেনি।

ফুলবাড়ীয়া সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন বাদল বলেন, ইছাইল গ্রামের সাহেদ আলী ও তার দুই ছেলে মোঃ সাখাওয়াত হোসেন ও সাইম হোসেনকে চিনতাম না। তবে ঢাকায় গ্রেপ্তার হওয়ার বিষয়টি আলোচনায় আসে।

রাসেলকে কোন আয়না ঘরে বন্দি রাখা হয়েছে প্রশ্ন রিজভীর

ঢাকা, ১২ জুলাই : ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক ও ঢাকা কলেজ শাখার সহ-সভাপতি আতিকুর রহমান রাসেলকে কোন আয়না ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে- এমন প্রশ্ন রেখেছেন বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গতকাল রাজধানীর নয়াপলটনে শ্রমিক দলের কার্যালয়ে ছাত্রদলের উদ্যোগে 'নিখোঁজ সংগঠনটির নেতা আতিকুর রহমান রাসেলের সন্ধানের দাবিতে' আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

রিজভী বলেন, আজকে আতিকুর রহমান রাসেল নেই, আমরা সবাই জানি, তাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাই ধরে নিয়ে গেছে। খবরের কাগজেও এসেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরাই তাকে ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু এখনো তাকে হাজির করছে না, না আদালতে, না তার পরিবারের কাছে। মা-হারা একটি ছেলে কোথায় খাচ্ছে, কোথায় ঘুমাচ্ছে- কোন জায়গায় শুয়ে আছে, কোন আয়না ঘরে তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে-আমরা জানি না।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি না পরিপত্র জারি করেছিলেন যে কোটা থাকবে না। আবার আদালত থেকে এটা হলো কেন? আমাদের কাছে তো মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আদালতের যেন একটা টেলিপ্যাথিক সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ শেখ হাসিনা যেটা ভাবেন আদালতের রায়ের মধ্যদিয়ে সেটা চলে আসে, এটাই তো আমরা দেখছি। সরকার যেটা চান সেটা আদালতের রায়ের মধ্যদিয়ে চলে আসে। এই টেলিপ্যাথিক সম্পর্কটা হয় কী করে? এই যে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস ছেড়ে প্রতিদিন রাজপথে নেমে আসছে, এটা কি অন্যায়? এটা কি অন্যায্য?

রিজভী বলেন, রাসেলের সন্ধানের দাবিতে তার পিতার যে আকুতি আমরা এখানে শুনলাম। এভাবেই বাংলাদেশের আকাশে প্রতিনিয়ত অসংখ্য উল্কাপাত ঘটিয়েছেন এই ডামি সরকারের প্রধানমন্ত্রী।

আমরা কোন দেশে বাস করি, এমন একটি দেশ যেখানে মনে হচ্ছে- চারিদিকে পাহাড়ের গুহা। সেই পাহাড়ের গুহা থেকে দস্যুদল এসে কোমলমতি ছাত্রদেরকে ধরে নিয়ে যাবে, তরুণদেরকে ধরে নিয়ে যাবে এবং নিরুদ্দেশ করে দিবে।

রিজভী আরও বলেন, আমরা এমন একটি মাফিয়া সিন্ডিকেটের অধীনে বসবাস করছি, যেখানে প্রতিবাদের ভাষা হয়, যারা প্রতিবাদ করে তাদের নিরুদ্দেশ করে দেয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদকারীদের রক্তাক্ত লাশ নদীর ধারে, খালের ধারে, নালার ধারে পড়ে থাকে। আমরা এমন একটি দেশে বাস করছি যে, দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তিনি এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করেছেন, মনে হয় তিনি ডামি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নন, একটি মাফিয়া সিন্ডিকেটের গডমাদার হিসেবে বাংলাদেশের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, আপনি কি তাহলে এই ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঢাকার জন্য আতিকুর রহমান রাসেলকে গুম করছেন? আপনি কি বেনজীরকাণ্ড, আপনি কি আজিজকাণ্ড, আপনি কি মতিউরকাণ্ড- এগুলোকে ঢাকার জন্য এসব করছেন? আমরা পৌরাণিক কাহিনী শুনেছি, আমরা যে গল্প শুনেছি- সেগুলোকেউ হার মানাচ্ছে এসব। বেনজীরের টাকা কতো? বেনজীর কতো জমি দখল করেছে? আমরা গণমাধ্যমে যা শুনতে পাচ্ছি, তার চাইতেও তো এদের সম্পদ বেশি হতে পারে যদি পিএসসি'র একজন ড্রাইভার চতুর্থ শ্রেণির চাকরিজীবী তার ৬০ থেকে ৭০ কোটি টাকার মতো সম্পদ পাওয়া যায়।

এ সময় আতিকুর রহমানের বাবা আবুল হোসেন সরদার বলেন, আমার নম্র, ভদ্র ছেলে। বকা দিলেও কান্না করতো। আমার সোনার ছেলে ১১ দিন ধরে কোথায় আছে, কি খায়। আমার ছেলেকে আমার বুকে ফেরত চাই। কথা বলার একপর্যায়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন আবুল হোসেন সরদার।

ছেলের নিখোঁজ হওয়ার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, আমার ছেলে ১লা জুলাই সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ। সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে। গত ২রা জুলাই লালবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছি। পুলিশের কাছে বার বার গিয়েছি। ফলাফল শূন্য। ওই এলাকার সিসিটিভি খুঁজে দেখলেই জানা যাবে কারা নিয়েছে।

সিলেটে ছাত্রলীগ কর্মীদের মহড়া, শাবিতে অবরোধ

সিলেট, ১৭ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলনে থাকা শিক্ষার্থীদের পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচিকে ঘিরে মঙ্গলবার দিনভর সিলেটে উত্তেজনা বিরাজ করে। বিকালে নগরের কোর্ট পয়েন্ট এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে থাকা বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কামরান চত্বর এলাকায় অবস্থান নিলে ছাত্রলীগ ধাওয়া করে। এ সময় ছাত্রলীগের কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে; ছাত্রলীগ কর্মীরা হাতে থাকা রামদা, লোহার রড ও বাঁশের লাঠি দিয়ে তাদেরকে পিটিয়েছে। পরে তারা কুদরতউল্লাহ মসজিদের ভেতর থেকে চলে যান। এ ঘটনার পর ছাত্রলীগ কর্মীরা নগরে সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। বিকাল ৩টার দিকে জেলা ও মহানগর ছাত্রলীগ কর্মীরা পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী নগরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে এসে অবস্থান নেন। জেলা ও নগর ছাত্রলীগের চার নেতার নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী শহীদ মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে থাকেন। এ সময় খবর আসে নগরের কোর্ট পয়েন্ট ও কামরান চত্বর এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনে থাকা শিক্ষার্থীরা অবস্থান নিয়েছেন।

এ খবরে শহীদ মিনার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সশস্ত্র অবস্থায় ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল নিয়ে কোর্ট পয়েন্টে যায়।

ওই সময় কোটা সংস্কার আন্দোলনে ৭০ থেকে ৮০ জন শিক্ষার্থী কামরান চত্বরে অবস্থান করছিলেন। ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ধাওয়া দেয়। এতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কয়েকজনকে এ সময় মারধর করা হয়। পরে ছাত্রলীগ কর্মীরা মিছিল নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় চলে আসেন। তবে ধাওয়ার সময় কোর্ট পয়েন্ট, কামরান চত্বর, সুরমা পয়েন্ট, বন্দরবাজার এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে দেন। ওই সব এলাকায় যানবাহন চলাচল কমে আসে। ছাত্রলীগ কর্মীরা সরে গেলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। শহীদ

মিনার এলাকায় ছাত্রলীগের অবস্থানের সময় নগর যুবলীগের সভাপতি আলম খান মুক্তি ও সাধারণ সম্পাদক মুশফিক জায়গীদারের নেতৃত্বে যুবলীগের নেতাকর্মীরা চৌহাট্টা থেকে আম্বরখানা পর্যন্ত মিছিল করেন। একপর্যায়ে তারা চৌহাট্টা এলাকায় ঘণ্টাখানেক অবস্থান করেন। বিকালে নগরের এই অবস্থায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের টহল বাড়ানো হয়।

এদিকে; বিকাল ৩টার দিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে জড়ো হয় ছাত্রলীগের কর্মীরা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ কর্মীরা গোলচত্বর এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। পরে সমাবেশ করে তারা শাহপরান হলের দিকে চলে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি ছিল বিকাল ৪টায়। ছাত্রলীগ কর্মীরা চলে যাওয়ার পর বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর এলাকায় অবস্থান করতে থাকেন।

মতিউর পরিবারের ২৩৬৭ শতাংশ জমি, ৪ ফ্ল্যাট ও ১৩ কোটি টাকা ক্রোকের আদেশ

ঢাকা, ১২ জুলাই : দ্বিতীয় দফায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক সদস্য মো. মতিউর রহমান তার পরিবারের ২৩৬৭.০৭ শতাংশ জমি ও ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া মতিউর, তার স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়স্বজনের নামে থাকা ১১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ১৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ফ্রিজের আদেশও দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ২৩টি বিও অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করারও আদেশ দেন আদালত। গতকাল দুদকের উপ-পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেয়া হয়। দুদকের আইনজীবী মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর মানবজমিনকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ক্রোক হওয়া সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে- সাভারে মতিউরের নামে ১২ দশমিক ৫৮ শতাংশ, তার স্ত্রী লায়লা কানিজের নামে ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ, ভালুকায় মতিউর পুত্র তৌফিকুর রহমান অর্নবের নামে ১০৪ দশমিক ৫ শতাংশ, ভালুকায় মতিউরের ভাই এএম কাইউম হাওলাদারের মালিকানাধীন গ্লোবাল সুজের ৯৫৮ শতাংশ, গাজীপুরে আপন ভুবন লিমিটেডের ৮৭৫ দশমিক ৯৫ শতাংশ জমি। নরসিংদীর শিবপুরে মতিউরের স্ত্রী লায়লার নামে ৩৮ শতাংশ জমি, ছেলে অর্নবের নামে ১২৬ শতাংশ, মেয়ে ইপ্সিতার নামে ৭২ শতাংশ জমি ক্রোকের আদেশ দেয়া হয়েছে। নাটোরের সিংড়ায় লায়লা কানিজের নামে ১৬৬ শতাংশ

জমি ক্রোকের আদেশ দেয়া হয়। এ ছাড়া লায়লার নামে মিরপুরের শেলটেক বিথীকা প্রকল্পে ১৮১২ স্কয়ার ফুটের ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

স্থাবর সম্পত্তি বাদে মতিউর, তার স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও আত্মীয়স্বজনের ১১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ১৩ কোটি ৪৪ লাখ ৩৬ হাজার ৪৭১ টাকা ফ্রিজের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া শেয়ারবাজারে ২৩টি বিও অ্যাকাউন্ট অবরুদ্ধ করার আদেশও দেয়া হয়।

দুদকের দায়ের করা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় সংস্থাটির উপ-পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট অনুসন্ধানী টিম এসব তথ্য পেয়েছে উল্লেখ করে দুদকের আবেদনে বলা হয়, মতিউর রহমান দুর্নীতির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে নামে ও বেনামে অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি হুন্ডি ও ওভারইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে অর্থপাচার করে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন।

অনুসন্ধানে দুদক জানতে পারে, মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যরা তাদের মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। এটি করলে অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় আদালতে মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল এবং বিচার শেষে অপরাধলব্ধ আয় হতে অর্জিত সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণসহ সব ধরনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। এজন্য দুদক মনে করছে অনুসন্ধান শেষে মামলা দায়ের ও তদন্ত সম্পন্ন করে চার্জশিট দাখিলের পর আদালত কর্তৃক বিচার শেষে সরকারের অনুকূলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের সুবিধার্থে সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে এসব স্থাবর সম্পত্তিসমূহ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

এর আগে গত ২রা জুলাই দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো পৃথক চিঠিতে মতিউর রহমানসহ তার দুই স্ত্রী ও দুই সন্তানের সম্পদের বিবরণ জমা দিতে নোটিশ দেয়া হয়। নোটিশে মতিউর ও তার ওপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির নামে-বেনামে অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও তা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী কমিশনে দাখিল করতে বলা হয়। ওই আদেশের ২১ কার্যদিবসের মধ্যে নির্ধারিত ছকে সম্পদের বিবরণী দাখিলে ব্যর্থ অথবা সম্পদের মিথ্যা বিবরণী দাখিল করলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৫(২) ধারা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে নোটিশে উল্লেখ করা হয়।

ছাদ থেকে ছাত্রলীগ কর্মীদের ফেলল ছাত্রদল শিবির

ঢাকা, ১৭ জুলাই : বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ছয় তলা ভবনের ছাদ থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ফেলে দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের ব্যাপক সংঘর্ষের একপর্যায়ে নগরীর মুরাদপুর এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, সংঘর্ষ নগরীর বহদ্দারহাট থেকে জিইসি মোড় পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার এলাকা রণক্ষেত্রে রূপ নেয়। গতকাল বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে এ সংঘর্ষ শুরু হয়। এ সময় নগরীর মুরাদপুর এলাকায় অবস্থান নেন কোটা

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীরা। উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের হাতে আসা কয়েকটি ভিডিও চিত্রে দেখা যায়, হামলা থেকে বাঁচতে মুরাদপুরের একটি ভবনে দেয়াল থেকে শুরু করে কার্নিশ ও জানালা ধরে ঝুলে আছেন কয়েকজন। আর ওই ভবনের ছাদ থেকে কয়েকজন ছেলে গ্রিলে ঝুলে থাকাদের ওপর ইট-পাথর ছুড়ছে। এ সময় পাঁচ তলার গ্রিলে ঝুলে থাকা তিনজন হাত ফঁসকে একদম নিজে পড়ে যায়। আরেকটি ভিডিও চিত্রে দেখা গেছে, ওই ভবনের নিচে মাটির ওপর তিনজন পড়ে আছেন। ধারণা করা হচ্ছে, তারা আহত হয়ে সেখানে পড়ে আছেন। আরেকটি ভিডিও চিত্র দেখা গেছে, বাড়িটির দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একজন ছেলেকে লাঠিসোঁটা হাতে কয়েকজন ছেলে হামলা করছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের একপর্যায়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা পিছু হটে মুরাদপুর মোড়ে গিয়ে বেলাল কমপ্লেক্সের একটি বাণিজ্যিক ভবনে আশ্রয় নেন।

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS
We are registered licence holder in public practice

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

FreeAgent ClearBooks

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

Barakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

গভীর রাতে অভিযান

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভ্যাট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মামলা

ঢাকা, ১১ জুলাই : ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে রাতে অভিযান, মোটা অংকের টাকা দাবি, টাকা না পেলে মামলার

হুমকি। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট অফিসের বিভাগীয় কর্মকর্তা আবু হানিফ মোহাম্মদ আবদুল আহাদের এই তৎপরতায় হয়রান হোটেল-রেস্তরাঁ ব্যবসায়ীরা। এরইমধ্যে চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে কুমিল্লা কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের কাছে অভিযোগ এবং জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। ওই কর্মকর্তার নানা হয়রানির প্রতিবাদে মানববন্ধনও করেছেন ব্যবসায়ীরা।

গত ২৫শে জুন ব্রাহ্মণবাড়িয়া চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে শহরের কাউতলীর হোটেল নোওমীর মালিক মো. রাশেদুল হক বাদী হয়ে মামলা করেন ভ্যাট কর্মকর্তা আবু হানিফ মোহাম্মদ আবদুল আহাদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ করা হয়, অন্যায়ভাবে ওই হোটেল মালিককে ৫ লাখ টাকা প্রদানের জন্য চাপ প্রয়োগ করে আসছিলেন আবদুল আহাদ। টাকার জন্যে গত ১২ই জুন তার অফিসের এক কর্মচারীর মাধ্যমে হোটেলের ম্যানেজার মো. নূরুল আমিনকে তার কার্যালয়ে ডেকে নেন। সে সময় ম্যানেজারকে বলেন- ৫ লাখ টাকা না দিলে ব্যবসা করতে দেয়া হবে না। বিভিন্ন মামলা- মোকদ্দমা দিয়ে ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হবে। এরপর ২৪শে জুন রাত সাড়ে ১১টায় ভ্যাট কর্মকর্তা আবদুল আহাদ অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ১০/১২ জনকে নিয়ে হোটেলে আসেন এবং হোটেল মালিকের কাছে ৫ লাখ টাকা দাবী করেন। টাকা দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে হোটেলটি বন্ধ করে দেন ভ্যাট কর্মকর্তা আহাদ। যা হোটেলের সিসি টিভি ক্যামেরায় ধারণ করা আছে বলে উল্লেখ করা হয়। আদালত মামলাটি পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে ১৩ই জুন কুমিল্লা কাস্টমস, এক্সসাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের কাছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেস্তরা মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফকরুল হাসান একটি লিখিত অভিযোগ করেন ভ্যাট কর্মকর্তা আবু হানিফ মোহাম্মদ আবদুল আহাদের বিরুদ্ধে। এতে জোরপূর্বক ভ্যাট আদায়ের অভিযোগ করা হয়। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকদের তার কার্যালয়ে ডেকে এনে বিক্রির অর্ধেক বা বিক্রির সমপরিমাণ ভ্যাট দেয়ার জন্যে অযৌক্তিক চাপ প্রয়োগ করা হয়। জেলা প্রশাসকের কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে ভ্যাট কর্মকর্তার আচরণের কারণে সদর উপজেলার সুহিলপুরের এক ব্যবসায়ী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। এ নিয়ে ২৬শে জুন ব্যবসায়ীরা মানববন্ধনও করেন। জেলা রেস্তরাঁ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ফকরুল হাসান জানান,গত ১লা জুলাই কুমিল্লায় তারা ভ্যাট কমিশনারের সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করেন। সে সময় ওই কর্মকর্তাকে দ্রুত প্রত্যাহার করে নেয়ার দাবি জানান।

‘স্যার! এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার, স্যার!’

ঢাকা, ১৭ জুলাই : দুটি মৃত্যু। একজন শিক্ষক, অন্যজন ছাত্র। অগ্নিঝরা গণ-অভ্যুত্থানের দিনগুলোয় যখন পাকিস্তানি শাসকের গুলিতে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝরছিল স্বাধীনতাকামী ছাত্রদের বুক থেকে, তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক শামসুজ্জোহা ১৯৬৯ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এক শিক্ষক সভায় বলেছিলেন, ‘আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত। এরপর কোনো গুলি হলে তা ছাত্রকে না লেগে যেন আমার গায়ে লাগে।’ ঠিক তার পরদিনই বিক্ষুব্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্র মিছিলের সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। বুক পেতে নিয়েছিলেন ঘাতকের তপ্ত বুলেট। আর অংশ হয়ে গেলেন ইতিহাসের।

অধ্যাপক শামসুজ্জোহার শহীদ হওয়ার ৫৫ বছর পর তাঁর আত্মনিবেদনের সেই বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে নিজের ফেসবুক পাতায় পোস্ট দিয়েছিলেন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের দ্বাদশ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ। তিনি লিখেছেন, ‘স্যার! এই মুহূর্তে আপনাকে ভীষণ দরকার, স্যার!

‘আপনার সমসাময়িক সময়ে যাঁরা ছিলেন, সবাই তো মরে গেছেন, কিন্তু আপনি মরেও অমর। আপনার সমাধি আমাদের প্রেরণা। আপনার চেতনায় আমরা উদ্ভাসিত।

‘এ প্রজন্মে যাঁরা আছেন, আপনারাও প্রকৃতির নিয়মে একসময় মারা যাবেন। কিন্তু যত দিন বেঁচে আছেন, মেরুদণ্ড নিয়ে বাঁচুন। ন্যায্য দাবিকে সমর্থন জানান, রাস্তায় নামুন, শিক্ষার্থীদের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। প্রকৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা পাবেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কালের গর্ভে হারিয়ে যাবেন না। আজন্ম বেঁচে থাকবেন শামসুজ্জোহা হয়ে।

‘অন্তত একজন শামসুজ্জোহা হয়ে মরে যাওয়াটা অনেক বেশি আনন্দের, সম্মানের আর গর্বের।’

কী আশ্চর্য! আবু সাঈদও তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনের পরদিনই আত্ম-উৎসর্গ করলেন বুকে বুলেটের আঘাত নিয়ে।

সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার নিয়ে সারা দেশে শিক্ষার্থীদের চলমান আন্দোলনে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রণী ভূমিকা ছিল আবু সাঈদের। সেখানে তিনি ছিলেন এই আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক। গতকাল বেলা দুইটার দিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী ছাত্ররা মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করেন। পুলিশ তাদের বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। একপর্যায়ে পুলিশের ছোড়া রাবার বুলেটে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আবু সাঈদ। হাসপাতালে আনার আগেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার বাবনপুর গ্রামে আবু সাঈদের বাড়ি। তাঁর বাবা মকবুল হোসেনের বয়স প্রায় ১০০ বছর। ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেছেন। মা মনোয়ারা বেগমের বয়স ৯০ বছরের মতো, তিনিও অসুস্থ। প্রথম আলোর বদরগঞ্জ প্রতিনিধি জানিয়েছেন, আবু সাঈদ ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। বাবা একসময় দিনমজুরি করতেন। ছয় ভাইয়ের মধ্যে আবু সাঈদ সবার ছোট। একমাত্র তিনিই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন।

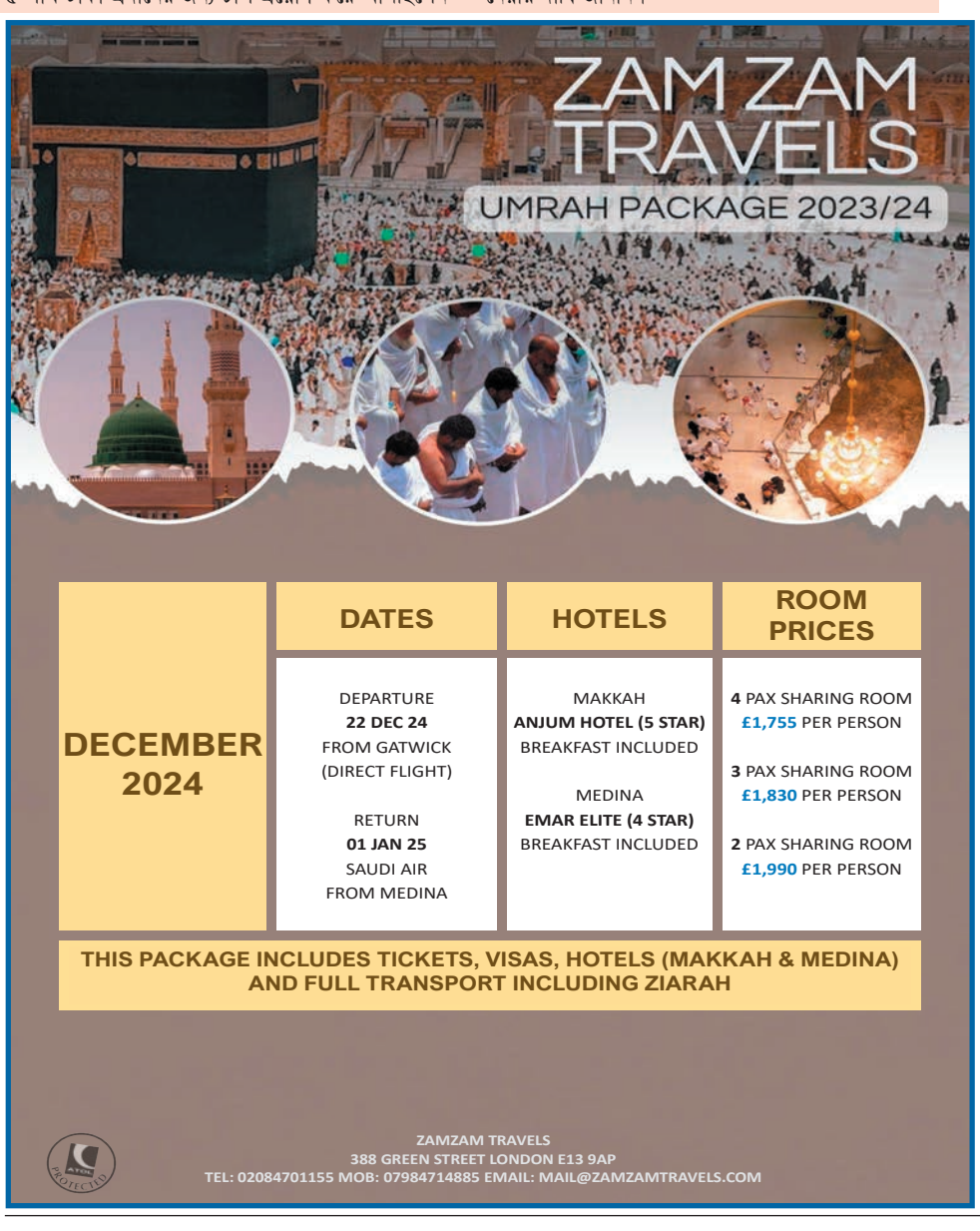

ঢাবি ছাত্রলীগ নেতাদের কক্ষ ভাঙচুর অধিকাংশ হল আন্দোলনকারীদের নিয়ন্ত্রণে

ঢাকা, ১৭ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘাতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছয়জনের প্রাণহানির ঘটনার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দেখিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন, সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান

সৈকতসহ সংগঠনের অনেক নেতার হলের কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বের করে দিয়ে অধিকাংশ হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, হলের ভেতর ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে হলে হলে প্রাধ্যক্ষদের 'চাপ' দিয়েলিখিত বিজ্ঞপ্তি লিখিয়ে নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

গতকাল মঙ্গলবার রাত ১১টার পর রোকেয়া হলের ছাত্রলীগ নেত্রীদের অবরুদ্ধ করে মারধর ও পরে হলছাড়া করা হয়। গভীর রাত পর্যন্ত ছাত্রীদের বিক্ষোভের মুখে প্রাধ্যক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেন।

রোকেয়া হলের ঘটনার পর ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য হলেও।

রাতের মধ্যেই ছাত্রীদের অন্য ৪টি হলে (শামসুন্নাহার হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কবি সুফিয়া কামাল হল ও বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল) ছাত্রীরা বের হয়ে এসে প্রাধ্যক্ষের কাছ থেকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর নেন।

রাতে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলসহ বিভিন্ন হলে। জহুরুল হক হলে ছাত্রলীগকে বের করে দিয়ে ফটকের ভেতর বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে শিক্ষার্থীরা প্রাধ্যক্ষের কাছ থেকে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে স্বাক্ষর নেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল ও অমর একুশে হলেও ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে। তবে এই তিন হলে গত সোমবার বিকেল থেকে ছাত্রলীগকে ঢুকতে দিচ্ছেন না আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। দুদিন আগে এসব হলে ছাত্রলীগ নেতার কক্ষ ভাঙচুর করা হয়।

আজ বুধবার ভোর চারটার দিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। তিনি বলেন, 'সবাই সংঘবদ্ধ থাকুন। যদি কোথাও কোনো বাধা আসে, তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা মোকাবিলা করব। এখন থেকে হল পরিচালনা করবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বাধা আসলে বাধবে লড়াই।'

আজ সকালেও শিক্ষার্থীরা হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া অব্যাহত রাখেন। সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাজহারুল কবির শয়ন ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের হলের কক্ষ ভাঙচুর করা হয়।

পরে তানভীর হাসানের হল কবি জসীমউদদীন হল থেকে ছাত্রলীগকে বের করে দেন আন্দোলনকারীরা। সকাল ১০টার দিকে ছাত্রলীগ নেতা মাজহারুল কবিরের হল মাস্টারদা সূর্যসেন হলের নিয়ন্ত্রণ নিতে হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাদের ভিসি চত্বরের দিকে ধাওয়া দেন আন্দোলনকারীরা।

স্যার এ এফ রহমান হলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও বিজয় একাত্তর হলে সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনানের কক্ষ আজ ভাঙচুর করেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁরা স্যার এ এফ রহমান হলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল থেকেও ছাত্রলীগকে বের করে দিয়ে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।

পিতাকে হত্যার পর থানায় হাজির কিশোরী

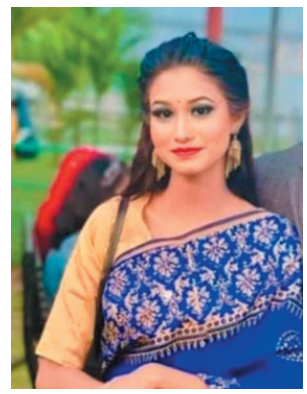

ঢাকা, ১৫ জুলাই : বাবাকে হত্যা করে থানায় হাজির হয়েছেন খুলনার দৌলতপুরের দেয়ানা এলাকার এক কিশোরী। শুক্রবার রাতে দৌলতপুর থানায় হাজির হয়ে তিনি দাবি করেন, তার শেখ হুমায়ুন কবিরকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ও বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করেছেন। নিহত শেখ হুমায়ুন কবির নগরীর দৌলতপুর থানার দেয়ানা উত্তরপাড়া এলাকার নেসার উদ্দিন সড়কের বাসিন্দা। থানায় আত্মসর্মপণ করা কিশোরী তার ছোট মেয়ে। তাকে বর্তমানে কেএমপির ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে রাখা হয়েছে।

দৌলতপুরে গিয়ে জানা গেছে, শেখ হুমায়ুন কবির নামাজি পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তার দুই মেয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। এটা নিয়ে প্রায় মেয়েদের বকাঝকা করতেন। ৫২ বছর বয়সী সুস্থ, সবল শেখ হুমায়ুন কবির প্রতিদিন মুসল্লিদের সাথে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। প্রতিদিনের ন্যায় ৪ঠা জুলাই দৌলতপুর থানাধীন দেয়ানা উত্তরপাড়া জামে মসজিদে মুসল্লিদের সঙ্গে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নিজ বাড়িতে চলে যান। ওইদিন মসজিদে তিনি আর এশার নামাজ পড়তে আসেন নাই।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রতিবেশী এবং মুসল্লিরা ফজরের নামাজ শেষে জানতে পারেন হুমায়ুন কবির মারা গেছেন। তার হঠাৎ এই অস্বাভাবিক মৃত্যু স্বজন, প্রতিবেশী এবং মুসল্লিদের মেনে নিতে কষ্ট হয়। হুমায়ুন কবিরের মৃত্যু জানাজানি হওয়ার পর থেকেই আশেপাশের লোকজন ভিড় জমাতে থাকে তার বাড়িতে। স্ত্রী, কন্যাদের, আচার-আচরণ এবং কথাবার্তা শুনে প্রতিবেশীদের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধে। হুমায়ুন কবিরের মৃত্যু নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন সৃষ্টি হয়। সেই গুঞ্জনের সত্যতা মেলে ঘটনার এক সপ্তাহ পর।

১২ই জানুয়ারি নিহত হুমায়ুন কবিরের ছোট মেয়ে সুমাইয়া বিনতে কবির দৌলতপুর থানায় হাজির হয়ে পিতার মৃত্যুর জন্য নিজের দায় স্বীকার করলেও ধোঁয়াশা কাটছে না। রহস্য থেকে যাচ্ছে।

KUSHIARA
Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service
বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত
IATA Biman Bangladesh Airlines British Airways Turkish Airlines Qatar Airways Kuwait Airways Emirates
Hotline 0207 790 1234 0207 790 9888
Mobile 07956 304 824
We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro
Worldwide Money Transfer
Bureau De Exchange
Cargo Services
আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।
ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।
আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।
Address: 319 Commercial Road, London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888, 020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only: 07424 670198,07908 854321
For Bangladesh Phone & Whatsapp: +880 1313 088 876, +880 1313 088 877
We are Open 7 Days a Week 10 am to 8 pm
For More Information kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC SOLICITORS
আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন
ASADUZZAMAN FAKHRUL ISLAM SAYED HASAN SALAH UDDIN SUMON
Immigration and Nationality — ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children — ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury — পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation — লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment — প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness — হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant — ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits — ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery — মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate — উইলস ও প্রবেট
Mediation — মিডিয়েশন
Road Traffic Offence — রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation — ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime — ক্রাইম
Conveyancing — কনভেয়েনসিং
132 Cavell Street London E1 2JA | T : 0208 077 5079 F : 0208 077 3016 | www.lawmaticsolicitors.com info@lawmaticsolicitors.com

চট্টগ্রামে অস্ত্র হাতে ওরা কারা?

ঢাকা, ১৭ জুলাই : চট্টগ্রামের সংঘর্ষে নিহতদের মধ্যে ৩ জনই ছিলেন গুলিবিদ্ধ। তাদের ৩ জনই যুবলীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের

গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন। আহতদের অধিকাংশও ছিলেন গুলিবিদ্ধ। সংঘর্ষের সময় বেশ কয়েকজনকে প্রকাশ্যে গুলি করতে দেখা যায়। তবে সেখানে সাংবাদিকদের ফুটেজ নিতে নিষেধ করেন তারা। এরমধ্যে একজনের অস্ত্র হাতে দৌড়াদৌড়ি করার ভিডিও এসেছে দৈনিক মানবজমিনের হাতে। ভিডিওতে দেখা যায়, ধূসর রঙের পোলো-টিশার্ট পরা এক যুবক পিস্তল হাতে পায়চারি করছেন। এ সময় আশপাশের মানুষকে শাসাতে দেখা যায় তাকে। আবার অন্য একজনের কাছ থেকে গুলি নিয়ে পিস্তলেও ভরতে দেখা যায় তাকে। তবে মাথায় হেলমেট পরায় ওই যুবকের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া আরেকটা ছবিতে আরও দুজনকে প্রকাশ্যে গুলি করতে দেখা যায়। এদের মধ্যে একজন নগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের পদধারী নেতা মোহাম্মদ দেলোয়ার। তিনি কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক নেতা হেলাল আকবরের অনুসারী বলে পরিচিত।

জানা যায়, শিক্ষার্থীরা বিকেল সাড়ে ৩টায় নগরের ষোলশহর স্টেশনে বিক্ষোভ করার কর্মসূচি দিয়েছিল। তবে দুপুর ২টার দিকে নগর ছাত্রলীগের বহিষ্কৃত সেক্রেটারি নুরুল আজিম রনির নেতৃত্বে সেখানে যুবলীগের কর্মীরা অবস্থান নেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিকেল ৩টার দিকে পার্শ্ববর্তী মুরাদপুর মোড়ে জড়ো হতে থাকলে সেখানে হামলা চালায় যুবলীগ-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। সেখানে তারা অস্ত্র হাতে গুলিবর্ষণের পাশাপাশি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এই ঘটনায়ও নেতৃত্বে ছিলেন নুরুল আজিম রনি। এই এলাকায় সাবেক এই ছাত্রলীগ নেতার প্রভাব রয়েছে।

শিক্ষার্থীরা জানান, মূলত রনির নেতৃত্বেই শুরুতে নগরের মুরাদপুরে শিক্ষার্থীদের উপর হামলা হয়। পরে ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ। এক পর্যায়ে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর ধাওয়ায় পিছু হটে যুবলীগ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। সংঘর্ষের যুবলীগের নেতারা প্রকাশ্যে গুলি চালিয়েছেন। তাদের গুলিতেই ৩ জন নিহত হয়েছেন।

এদিকে চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৩ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) বিকেলে তাদের মোতায়েন করা হয়। বিজিবি চট্টগ্রাম-৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শাহেদ মিনহাজ ছিদ্দিকী বলেন, চট্টগ্রামে ৩ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বিজিবি গাড়ি নিয়ে নগরের মুরাদপুর, অক্সিজেন ও পাহাড়তলী এলাকায় টহল দিচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেখাতে হবে

ঢাকা, ১৭ জুলাই : দেশের স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযোদ্ধাদের মহান আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তাদের সব সময় সবার কাছ থেকে সর্বোচ্চ সম্মান পাওয়া উচিত, যাতে করে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তারা গর্ববোধ করতে পারেন। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সবসময় সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে। তাদের সম্মানটা সর্বোচ্চ থাকবে। গতকাল তার কার্যালয়ের (পিএমও) হলে 'প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ ২০২৪'-এর নির্বাচিত ফেলোদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি একথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ে ৩৯ জন ও পিএইচডি পর্যায়ে ১১ জনকে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩৭ জন মাস্টার্স ডিগ্রি ও ১১ জন পিএইচডি ফেলোকে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড হস্তান্তর করেন।

এ পর্যন্ত বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য প্রায় ৩৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৮ জন মাস্টার্স ফেলো এবং ১১৬ জন পিএইচডি ফেলোকে বৃত্তি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২১৫ জন মাস্টার্স ফেলো এবং ২৬ জন পিএইচডি ফেলো তাদের ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের কার্যক্রমের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী ও প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মো. তোফাজ্জল হোসেন মিয়া অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আবদুল লতিফ স্বাগত বক্তৃতা করেন। ফেলোশিপ লাভকারী কয়েকজন শিক্ষার্থীও অনুষ্ঠানে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করা জাতি; তাই বিশ্ব দরবারে বিজয়ী জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করেই চলবো। সেভাবেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, সব থেকে বড় কথা যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের কথাটা মাথায় রাখতে হবে।

জাতির পিতা যে আহ্বান জানিয়েছিলেন 'যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে', সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরিবার-সংসার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে। তাদের সেই আত্মত্যাগের মধ্যদিয়েই আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা অনেকেই জীবন দিয়েছেন, পঙ্গুত্ববরণ করে শত্রুকে পরাজিত করে আমাদের বিজয় এনে দিয়েছেন। কাজেই তাদের সবসময় সর্বোচ্চ সম্মান দিতে হবে। তাদের সম্মানটা সর্বোচ্চ থাকবে। তিনি বলেন, একটা সময় এই মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত ছিল এবং তিনি সরকারে আসার পর থেকেই তাদের সবরকম সহযোগিতা করেছেন ও করে যাচ্ছেন। দলমত নির্বিশেষে মুক্তিযোদ্ধারা যেন সম্মানিত হন সে কথার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'গর্ব করে যেন তারা বলতে পারেন আমি মুক্তিযোদ্ধা, আমার মতামতের সঙ্গে নাও থাকতে পারে, আমার দলে নাও থাকতে পারে। কিন্তু তারপরেও সে মুক্তিযোদ্ধা। কাজেই আমার কাছে সবাই সম্মানিত। আর সেই সম্মানটা যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ তাদেরকে দেবে, সেটাই আমরা চাই। প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ অর্জনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে ভবিষ্যতে এটি যেন কেউ বন্ধ করতে না পারে সেজন্য ট্রাস্ট ফান্ড করে এর জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করারও ঘোষণা দেন অনুষ্ঠানে।

বেনজীরের ডুপ্লেক্স ভবনে দুদকের অভিযান

ঢাকা, ১১ জুলাই : বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক ড. বেনজীর আহমেদের রূপগঞ্জের সাভানা ইকো রিসোর্টের নামে ২৪ কাঠা জমির উপর বিলাসবহুল ডুপ্লেক্স ভবন সিলগালা করে নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর ভবনটির ভিতরে অভিযান চালিয়েছে নারায়ণগঞ্জ

জেলা প্রশাসক। গতকাল দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত টানা ৫ ঘণ্টা নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও দুদকের সমন্বয়ে গঠিত যৌথ টিম এ অভিযান পরিচালনা করে। এর আগে গত ৬ই জুলাই অভিযান চালিয়ে বাড়িটি সিলগালা করা হয়।

ভবনটির ভিতর থেকে অভিযান চালিয়ে দেশীয় প্রযুক্তির এসি, ফ্রিজ, টিভিসহ রান্নাঘরের জিনিসপত্র একটি সাধারণ পরিবারের যেমন থাকে তেমন কিছু সামগ্রী, বইপত্র, একটি ঝাড়বাতি একসেট সোফা দেখা গেছে বলে জানান-নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন। সাবেক আইজিপি ড. বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন নিয়ে গত ৩১শে মার্চ থেকে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

ওইসব প্রতিবেদনে উঠে আসা অভিযোগগুলোর বিষয়ে দুদক আইন অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করে। এতে তার বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের খোঁজ পায় তারা। এরপর থেকেই আলোচনায় আসেন পুলিশের সাবেক এই কর্মকর্তা। বেনজীরের বিপুল সম্পদের মধ্যে রয়েছে গোপালগঞ্জে সাভানা ইকো রিসোর্ট নামের এক অভিজাত পর্যটনকেন্দ্র ও পূর্বাচলে রয়েছে ২৪ কাঠার মধ্যে সুবিশাল জায়গাজুড়ে ডুপ্লেক্স বাড়ি, যার আনুমানিক মূল্য ২০ কোটি টাকা।

এ ছাড়াও তার স্ত্রী ও দুই মেয়ের নামে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সম্পদের খোঁজ পায় দুদক। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে সেসব সম্পত্তি, ব্যাংক হিসাব, শেয়ারসহ অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক শুরু করেন তারা।

দুদক দুই দফা সম্পত্তির হিসাবে নিয়ে তলব করলেও বেনজীর ও তার পরিবারের কেউ হাজির হননি। এর প্রেক্ষিতে ৬ই জুলাই দুদকের নারায়ণগঞ্জের উপ-পরিচালক মাইনুল হাসানের নেতৃত্বে ৩ সদস্যর একটি দল ও নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের এডিসি রাজস্ব শফিকুর আলমের নেতৃত্ব একটি দল ভবনটি প্রবেশ গেইটে সম্পত্তি ক্রোকের একটি সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে দেন। পরে পুরো ভবনটি পরিদর্শন করে ভবনটির দরজা অত্যাধুনিক তালা দিয়ে বন্ধ রাখায় ভিতরে প্রবেশ করতে না পারায় বুধবার পুনরায় অভিযান চালায় দুদক ও জেলা প্রশাসক।

তারা তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে প্রতিটি কক্ষে তল্লাশি চালান।

অভিযান শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শফিকুর আলম জানান, সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ-এর এই বাড়ির সকল ধরনের ফার্নিচার খুব সাধারণ মানের। দেশীয় প্রযুক্তির এসি, ফ্রিজ, টিভিসহ রান্নাঘরের জিনিসপত্র একটি সাধারণ পরিবারের যেমন থাকে তেমনি আছে। কিছু বইপত্র, একটি ঝাড়বাতি ও একসেট সোফা ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।

এত দীর্ঘ সময় তল্লাশি ও গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশে বাধার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে এডিসি রাজস্ব বলেন, প্রতিটি জিনিস নির্ভুলভাবে তালিকা করার জন্যই এতো সময় ব্যয় ও সাংবাদিকদের ভেতরে ঢুকানো হয়নি। এ ব্যাপারে দুদকের উপ- পরিচালক মঈনুল হাসান বলেন, মামলার আদেশের প্রেক্ষিতে তারা এই অভিযান পরিচালনা করেছেন। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ভবনটির ভিতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন আসবাবপত্র পেয়েছেন। সেগুলোর তালিকা করা হয়েছে। রিপোর্ট আমরা হেড অফিসে পাঠাবো। পরবর্তীতে কোনো নির্দেশনা এলে সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান তিনি।

আমার ভাইবোনদের ওপর আর কোনো সহিংসতা দেখতে চাই না: মুশফিক

ঢাকা, ১৭ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলনে আর কোনো সহিংসতা দেখতে চান না, এমন মনোভাবের কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হেনস্তা হওয়ার ব্যাপারটিকে 'খুবই নিন্দনীয়' বলে উল্লেখ করেছেন এ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে মুশফিক লিখেছেন, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে, আমি আমার ভাইবোনদের ওপর আর কোনো সহিংসতা দেখতে চাই না। আমার শিক্ষকেরা, যাঁরা অতুলনীয় সাহস দেখিয়ে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করতে গিয়ে আহত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি অতল শ্রদ্ধা। এটা কোনো ছাত্রের জন্য মেনে নেওয়া কঠিন যে তাঁর শিক্ষক হেনেস্তা হয়েছেন। যা খুবই নিন্দনীয় বলে আমি বিশ্বাস করি।'

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের রাস্তা বের করতেও অনুরোধ করেছেন তিনি, 'যেকোনো উপায়েই হোক এই রক্তপাত বন্ধ হোক। শান্তি আসুক। সংশ্লিষ্টরা সমাধানের শান্তিপূর্ণ রাস্তা বের করবেন এটাই অনুরোধ। আল্লাহ আমাদের ঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন।'

দেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে সংঘর্ষে গতকাল সারা দেশে ছয়জন নিহত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শুরু হলেও পরে এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। গত সোমবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিলে হামলা করেছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। সেদিন দিবাগত রাতে

ছাত্রলীগের হামলার ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বাসভবন চত্বরে আশ্রয় নেন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। রাত ১২টার দিকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করেন। এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। এই খবর ছড়িয়ে পড়লে রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন হলের শিক্ষার্থীরা এসে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া দিলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন আমবাগান ফটক দিয়ে পালিয়ে যান।

এরপর গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়টির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ১৯টি কক্ষ ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে হলের কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

পিএসসির অভিনব প্রশ্নফাঁস যেভাবেই হোক শর্ষের ভেতরের ভূত তাড়াতে হবে

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) মতো একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ অত্যন্ত দুঃখজনক। জানা যায়, ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস হয়েছে। প্রশ্নফাঁস নিয়ে ইতোমধ্যে বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে। তবে এবারের প্রশ্নফাঁসের ধরনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে; প্রার্থীদের কোনো প্রশ্ন দেওয়া হয়নি। রাজধানীর একটি বাড়িতে রাতভর প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে; পরদিন সকালে প্রার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে রাতে মুখস্থ প্রশ্নের সঙ্গে সব প্রশ্নের হুবহু মিল পেয়েছেন। এজন্য প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে মোটা অঙ্কের অর্থ। প্রশ্নফাঁসে জড়িতদের শনাক্ত করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাধিক ইউনিট অনুসন্ধানে নেমেছে। বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসে জড়িত সন্দেহে ইতোমধ্যে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা গাড়িচালক কিংবা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশ্ন প্রণয়নকারী এবং কর্মকর্তাদের যোগসাজশ ছাড়া পিএসসির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশ্নফাঁস হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। গাড়িচালক কিংবা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী, যারা চক্রে রয়েছে, তাদের বেশিরভাগই প্রশ্নপত্র সরবরাহ এবং প্রার্থী সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রশ্ন হলো, এ অপরাধের মূলহোতা কে বা কারা?

জানা যায়, কলঙ্কমোচনে এ বিষয়ে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করা হবে। এ লক্ষ্যে সিআইডির পাশাপাশি পিএসসির গঠন করা তদন্ত কমিটিও কাজ করছে। কর্মচারী থেকে কর্মকর্তা পর্যায়ের সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত আছে; নানা কৌশলে চলছে তদন্তকাজ। প্রশ্নফাঁসের কলঙ্কের দাগ মুছতে পিএসসির মনোভাব ইতিবাচক। বস্তুত এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির সদিচ্ছা প্রকাশই যথেষ্ট নয়। প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা জড়িত, সবাইকে আইনের আওতায় আনতে যা যা করণীয় সবই করতে হবে।

দেশবাসী আশা করে, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পাশাপাশি অতীতের নিয়োগবিষয়ক অভিযোগগুলোও পিএসসি খতিয়ে দেখবে এবং প্রশ্নফাঁস প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে। দেশবাসী এটাও আশা করে, এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি কেবল লোকদেখানো দায়িত্ব পালনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। পিএসসি কর্তৃপক্ষ যে এ ক্ষেত্রে আন্তরিক, এটি দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট হওয়া দরকার। এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকাণ্ড এমন হতে হবে, তাদের নৈতিকতা যেন কোনোভাবেই প্রশ্নবিদ্ধ না হয়। সরকারি চাকরিতে যারা নিয়োগ পান, তাদের মেধা, দক্ষতা ও নৈতিকতা নিয়ে যেন প্রশ্ন না ওঠে, এটি নিশ্চিত হওয়া দরকার। যেভাবেই হোক শর্ষের ভেতরের ভূত তাড়াতে হবে।

সংবিধানের আলোকে কোটা সংস্কার আবশ্যক

ইকতেদার আহমেদ

'কোটা' একটি ইংরেজি শব্দ। ইংরেজিতে কোটার সমার্থক প্রপোরশন্যাল শেয়ার যার বাংলা অর্থ আনুপাতিক অংশ। কোটা শব্দটি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ হিসেবে ব্যবহারের ফলে এটি অনেকটা প্রচলিত বাংলা শব্দ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে বর্তমানে ব্যাপকভাবে সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলায় কোটা বলতে আমরা আনুপাতিক অংশ বা নির্দিষ্ট ভাগ বুঝলেও আক্ষরিকভাবে আমরা সবসময় বলনে ও লিখনে কোটা শব্দটিকেই ব্যবহার করে আসছি। আমাদের সংবিধানে কোথাও স্পষ্টভাবে কোটার বিষয় উল্লেখ না থাকলেও নারী বা শিশুদের অনুকূলে বা নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতি বা উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের জন্য প্রচলিত নীতি ও অধিকারের ব্যত্যয়ে বিশেষ বিধান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার একটি অন্যতম মূলনীতি হলো সুযোগের সমতা। এ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (১) (২) ও (৩) এ পর্যায়ক্রমিকভাবে বলা হয়েছে- ১. সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। ২. মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ সুবিধা দান নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ৩. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।

সংবিধান প্রণয়নকালীন অনুচ্ছেদ ১৯ দফা (১) ও (২) সমন্বয়ে গঠিত ছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অনুচ্ছেদটিতে দফা (৩) সন্নিবেশিত হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানে যেসব অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এসব অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ এর দফা (১) অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করার অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। এ অধিকারটি যেকোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বলবৎ এর দাবি করে প্রতিকার চাইতে পারে যদিও রাষ্ট্র পরিচালনার যেকোনো মূলনীতির কারণে অনুরূপ অধিকারবঞ্চিত ব্যক্তিকে সমসুযোগ প্রদান করা হয়নি।

সংবিধানে মৌলিক অধিকারবিষয়ক যে দু'টি অনুচ্ছেদে বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এর একটি হলো অনুচ্ছেদ ২৮ যা বিভিন্ন কারণে বৈষম্যবিষয়ক এবং অপরটি অনুচ্ছেদ ২৯ যা সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতাবিষয়ক। উপরোক্ত দু'টি অনুচ্ছেদের মধ্যে প্রথমোক্তটির দফা (৪) এবং শেষোক্তটির দফা (৩)(ক) বিশেষ বিধান প্রণয়নবিষয়ক যা ভাবার্থগতভাবে কোটাপ্রথা সংরক্ষণের সপক্ষে অবস্থান ব্যক্ত করে।

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮ এর দফা (৪) এ বলা হয়েছে- নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না, অপর দিকে অনুচ্ছেদ ২৯ এর দফা (৩)(ক) এ বলা হয়েছে- এ অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।

আমাদের দেশে বর্তমানে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী ব্যতীত সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটাপ্রথা মেনে চলা হয়। বর্তমানে কোটা হারের যে বিভাজন তা হলো মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বা নাতি-নাতনি শতকরা ৩০ ভাগ, নারী ১০ ভাগ, জেলা ১০ ভাগ, উপজাতি ৫ ভাগ, প্রতিবন্ধী ১ ভাগ সর্বমোট ৫৬ ভাগ।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজের যেকোনো অনগ্রসর বা অবহেলিত বা বঞ্চিত অংশ বা শ্রেণীর দেশে বা সমাজে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোটাপ্রথা মেনে চলতে দেখা যায়। এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা এবং কোটা প্রথার সুফল ভোগ পরবর্তী যখন যেকোনো অনগ্রসর বা অবহেলিত বা বঞ্চিত অংশ বা শ্রেণীর উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভের অবকাশ ঘটে তখন এর হার কমিয়ে আনা হয় বা ক্ষেত্রবিশেষে রহিত করা হয়।

আমাদের দেশে কোটাপ্রথা প্রবর্তনকালীন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনি এর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বাংলাদেশ অভ্যুদয়-পরবর্তী সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা ৩০ ভাগ কোটা প্রদানের পেছনে যে যৌক্তিক কারণ ছিল তা হলো- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাদের অনেকের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগের কারণে পরিবারগুলো যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা পূরণকল্পে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এ পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্যের কারণে কোটাপ্রথার সুবাদে নির্ধারিত যোগত্যাধারী মুক্তিযোদ্ধারা লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে চাকরির সুযোগ লাভ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে চাকরি হতে অবসরের বয়স অপরাপরদের চেয়ে এক বছর অধিক করার কারণে তারা বর্তমানে ৬০ বছরে উন্নীত হওয়া পরবর্তী অবসরে যান।

মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের জীবন ও সহায় সম্পদের মায়া বিপন্ন করে আত্মত্যাগের অভিপ্রায় নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের কেউই বিনিময় প্রত্যাশী ছিলেন না এবং চাকরি কোটা বা বয়স বৃদ্ধি কোনোভাবেই তাদের আত্মত্যাগের সাথে তুল্য নয়। যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও চেতনাকে লালন করে মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে মুক্ত করার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তা ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে। স্বাধীনতার প্রায় ৫৩ বছর অতিবাহিত হলেও আমরা যেমন উপরোক্ত চেতনাকে লালন করে এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সমর্থ হইনি অনুরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান বা নাতি-নাতনিরা সমচেতনায় একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে অঙ্গীকারবদ্ধ এ নিশ্চয়তা কী তাদের সবার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব? এ বাস্তবতায় মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান বা নাতি-নাতনিদের জন্য কোটা সংরক্ষণের অবকাশ আছে কি-না সে প্রশ্নটি এসে যায়। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান বা নাতি-নাতনিদের অনগ্রসর বা অবহেলিত বা বঞ্চিত অংশ বা শ্রেণী বলার অবকাশ আছে কি-না এটি ভাবার বিষয়। আর যদি অবকাশ না-ই থেকে থাকে সে ক্ষেত্রে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৪) ও ২৯(৩)(ক) আকৃষ্ট করার সুযোগ কোথায়?

'মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটি একটি উপাধি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান ছিল তাদের অনেককে এ উপাধিটি দেয়া হলেও ৮ নভেম্বর, ২০১৬ সাল পূর্ববর্তী এ শব্দটি সংজ্ঞায়িত হয়নি। ওই তারিখে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অবলোকনে দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা শব্দটির সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলা হয় 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণায় সাড়া দিয়ে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যেসব ব্যক্তি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গণ্য হবেন।'

প্রজ্ঞাপনটিতে আরো বলা হয়- এদের মধ্যে যেসব ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যেসব বাংলাদেশী পেশাজীবী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশেষ অবদান রেখেছেন এবং যেসব বাংলাদেশী বিশিষ্ট নাগরিক বিশ্বে জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, যারা মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) অধীনে কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার বাহিনীর সদস্য যারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (মুজিবনগর সরকার) সাথে সম্পৃক্ত এমএনএগণ ও এমপিএগণ (গণপরিষদ সদস্য), পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী কর্তৃক নির্যাতিত নারীগণ (বীরাঙ্গনা), স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ এবং দেশ ও দেশের বাইরে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশী সাংবাদিকগণ, স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড়বৃন্দ, মুক্তিযুদ্ধকালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা প্রদানকারী মেডিক্যাল টিমের ডাক্তার, নার্স ও সহকারীবৃন্দ রয়েছেন।

নারী ও জেলা নামে বর্তমানে ১০ ভাগ করে যে ২০ ভাগ কোটা সংরক্ষণ করা হয় তা দীর্ঘদিন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য লাভের কারণে উভয় শ্রেণীর অনগ্রসর বা অবহেলিত বা বঞ্চিত অবস্থানের উত্তরণে তাদের প্রধান শ্রেণীর সমপর্যায়ে নিয়ে এসেছে বা আসার উপক্রম ঘটিয়েছে।

উপজাতি নামে প্রারম্ভিক অবস্থায় যে কোটাপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল তা বর্তমানে ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। উপজাতিরা দীর্ঘদিন কোটার পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য ভোগ করে আসতে থাকলেও তাদের সমপর্যায়ের অপর তিন গোষ্ঠী সেভাবে পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্য লাভ করেনি। আর তাই অপর তিন গোষ্ঠী যেন উপজাতিদের সাথে সমবিবেচনায় নিজেদের অনগ্রসরতা বা অবহেলা বা বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবার সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৬ ভাগ যদি কোটাপ্রথার জন্য সংরক্ষণ করা হয় সেক্ষেত্রে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হওয়া মেধাবীরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রার্থিত চাকরি লাভে ব্যর্থ হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কোটাপ্রথার পৃষ্ঠপোষকতা বা আনুকূল্যে একজন কোটাধারী যেখানে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম নম্বর পেয়ে চাকরি লাভের সুযোগ পায় সেখানে ন্যূনতম নম্বর হতে শতকরা ১০ ভাগের অধিক নম্বর প্রাপ্ত হয়েও অনেক কোটাবহির্ভূত মেধাবীর চাকরি লাভের সুযোগ ঘটে না। এ বৈষম্য যেকোনো মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থীর জন্য মর্মবেদনা ও পীড়াদায়ক।

সংবিধান ও আইন মেনে চলা দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য কর্তব্য। কোটা বিষয়ে সংবিধানের যে অবস্থান তা হতে বিচ্যুত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। দীর্ঘদিন ধরে কোটাপ্রথা অনুসৃত হওয়ার সুবাদে কোটাধারীদের অবস্থানের উত্তরণ ঘটেছে। এমতাবস্থায় উপরোল্লিখিত আলোচনার আলোকে সামগ্রিক বিবেচনায় কোনো কোটার সম্পূর্ণ বিলোপ, কোনোটির সংস্কার আবার কোনোটির সংরক্ষণের দাবি রাখে।

লেখক : সাবেক জজ, সংবিধান, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

লন্ডনে ইউকে জমিয়তের সম্মেলনে অনুষ্ঠিত

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের উদ্যোগে লন্ডনে একটি বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিহ হয়েছে। গত ১৫ জুলাই সোমবার এই সম্মেলন হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ইউকে জমিয়তের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম। পরিচালনার করেন নির্বাচনে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমল মসরুর, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা ফয়েজ আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা সৈয়দ তামীম আহমদ, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি হাফিজ হুসাইন

ইউকে জমিয়তের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় জমিয়তের সহ-সভাপতি খতীবে বাঙ্গাল মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব।

আলোচনায় অংশ নেন কাউন্সিল অফ মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটস এর চেয়ারম্যান, ইউরোপ জমিয়তের উপদেষ্টা মাওলানা হাফিজ শামছুল হক, ইউকে জমিয়তের উপদেষ্টা মাওলানা শায়খ সৈয়দ ইমাম উদ্দীন,শায়খুল হাদীস মাওলানা আব্দুর রহমান মনোহরপূরী, কমিউনিটি নেতা কে, এম,আবু তাহের চৌধুরী,জাতীয় আহমদ বিশ্বনাথী, ইউকে জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আশফাকুর রহমান, ইউকে জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা শামছুল আলম কিয়ামপূরী, খেলাফত মজলিসের যুক্তরাজ্য সাউথ শাখার জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল করীম বিন মামরখানী, জমিয়ত ইউকের জয়েন্ট সেক্রেটারি মুফতি হিফজুল করীম মাশুক, ইউকে জমিয়তের ট্রেজারার হাফিজ রশীদ আহমদ, ইউকে জমিয়তের প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা অলীউর রহমান আরশাদী, লন্ডন মহানগর জমিয়তের প্রচার সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাই, ইউকে জমিয়তের আন্তর্জাতিক সম্পাদক মাওলানা খালেদ আহমদ প্রমুখ। বিশিষ্ট জনের মধ্যে প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা শেখ সাঈদ আলী দশঘরী, ইউকে জমিয়তের মুরব্বি মাওলানা আবদুল জলীল, মাওলানা আবদুল মজীদ, মাওলানা ক্বারী আবদুল মালিক জকিগঞ্জী, হাফিজ মাওলানা নাজির উদ্দীন, কবি আবু সুফিয়ান চৌধুরী, মাওলানা আবুল হাসানাত চৌধুরী, মুফতি আবদুর রাজ্জাক, জনাব হারুন মিয়া, মাওলানা ফজলুর রহমান, সেক্রেটারী মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক হাফীজ মাওলানা মাছুম আহমদ,ইউকে জমিয়তের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা নাজমুল হাসান, প্রচার সম্পাদক মাওলানা শামছুল ইসলাম, ইউকে জমিয়তের সহকারী মাওলানা সালেহ আহমদ, নিউহাম জমিয়তের সভাপতি মাওলানা জিয়া উদ্দিন,ওয়েস্ট লন্ডন জমিয়তের সভাপতি মাওলানা মিজানুর রহমান,ইউকে জমিয়তের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মইনুদ্দিন খান, নিউহ্যাম জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল গাফফার, ইউকে জমিয়তের যুব বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা হুসাইন বিন ইমাম উদ্দীন, জমিয়ত নেতা মাওলানা নাজমুল হুসাইন, মাওলানা হেলাল আহমদ ছাতকী, মাওলানা সৈয়দ ফাহিম উদ্দিন, হাফিজ সাদিকুল ইসলাম, আলহাজ্ব আশিক আলী, হ্যাকনি জমিয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ আহমদ, সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি প্রমুখ।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব বলেন, বাংলাদেশে ইসলাম-বিরোধী ষড়যন্ত্র এখন চরম পর্যায়ে। মামলা মোকদ্দমা দায়ের করে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনি নেতৃত্বকে কোনঠাসা করে তোলা হয়েছে। এমতাবস্থায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সোচ্চার ঈমানী ভূমিকা পালন করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ দায়িত্ব। দেশের মাটি ও মানুষের স্বাধীনতার জন্য যেভাবে প্রবাস থেকে আপনারা অতীতে সহযোগিতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, আজ দেশে ইসলাম রক্ষার জন্য প্রবাসীদেরকে একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সিলেট সিটি ক্লাবের উদ্যোগে বিবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট ও মেম্বারশিপ ডাইরেক্টরকে সংবর্ধনা

বৃটিশ-বাংলাদেশী চেম্বারর্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিবিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোঃ রফিক হায়দার ও মেম্বারশিপ ডাইরেক্টর আব্দুল মুমিনকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে সিলেট সিটি ক্লাব ইউকে।

গত ৮ জুলাই সোমবার পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট সিটির ক্লাব ইউকের সভাপতি আবুবকর ফয়েজী সুমন। সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল বাসিত তপুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মো. জুনেদ উদ্দিন।

সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিটি ক্লাবের উপদেষ্টা সামসুজ্জামান সাবুল। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মুজিবুল হক মনি, সাবেক সভাপতি জাকির হোসেন, কমিউনিটি নেতা আব্দুল মুকিত, মশিউর রহমান সোহেল, আশরাফ গাজী,জহির উদ্দিন লাকী, আতিকুর রহমান পাপ্পু, ইয়ামিনুর রহমান রুবেল, সৈয়দ সুহেল আহমদ, এলাহী বক্স এনাম, আব্দুল্লাহ রহিম বাপন, আমির খছরু ও জিয়াউল ইসলাম জিয়া।

সভায় অন্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক সানুর আহমদ, আহমদ সাদিক, ইস্তাব উদ্দিন, শামীম আহমদ, জালাল মিন্ট, পারভেজ আহমদ, সইল মিয়া চার্লিসহ বৃটেনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। পরে নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

সাথে পাচ্ছেন এক কপি সাপ্তাহিক দেশ ফ্রি

17 ZAMAN BROTHERS | 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের নতুন কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী সম্পন্ন হয়েছে। ত ১৫ জুলাই সোমবার পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন ইভেন্ট হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সংস্থার সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজামের সভাপতিত্বে সভা পরিচালনা করেন সাধারন সম্পাদক আব্দুল

বাছির। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য ইসমাঈল হোসেন। পরে নবনির্বাচিত (২০২৪-২০২৬) কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আমিনুর রশীদ খান এবং নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ নেজাম উদ্দিন। এরপর নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্টজনরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সাঈফ উদ্দিন খালেদ, চেয়ার অব নিউহ্যাম কাউন্সিল কাউন্সিলর রহিমা রহমান, কেমডেন কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর সামাথা খাতুন, বার্কিং এন্ড ড্যাগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলর মঈন কাদরী সহ আরো অনেকে।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির নবগঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন। উপদেষ্টাদের মধ্য অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, আতাউর রহমান আঙ্গুর মিয়া, জমির উদ্দিন আহমদ, আফজল হোসেন চৌধুরী, আলাউদ্দিন আহমদ, দেলওয়ার হোসেন লেবু, কাউন্সিলর জুবায়ের খান মিলন, আমিনুর রশীদ খান, মোস্তফা আহমদ এবং সালেহ আহমদ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির পক্ষে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন, সহ-সভাপতি ইয়ামীম দিদার, দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ-সাধারন সম্পাদক মোঃ শামীম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান, মেম্বারশীপ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, ফান্ড রাইজিং সম্পাদক সোহেল আহমদ। নির্বাহী সদস্য সর্বজনাব মামুনুর রশীদ খান, আবজল হোসেন, খালেদ আজিম উদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আমিন উদ্দিন, জুবায়ের সিদ্দীক, কামরুজ্জামান কামরান, আজিজুর রহমান, মামুন আহমদ, জাবেদ আহমদ, মোহাম্মদ রাজিব প্রমুখ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারা সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও ট্রেজারার নির্বাচিত হয়েছিলেন সবাইকে নির্বাচিত নতুন কমিটির (২০২৪-২০২৬) পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, কাউন্সিলর কামরুল হোসেন মুন্না, কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ, গোলাপগন্জ উপজেলা এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ ইছবাহ উদ্দিন, সাবেক সভাপতি আলতাফ হোসেন বাইছ, সাবেক সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রুহুল, গোলাপগঞ্জ হেল্পিং হ্যান্ডস ইউকের সভাপতি এমদাদ হোসেন টিপু, সাধারন সম্পাদক মাসুক উদ্দিন, সাবেক সভাপতি তমিজুর রহমান রঞ্জু, গোলাপগঞ্জ উপজেলা স্যোশাল ট্রাস্ট ইউকের সাধারন সম্পাদক তারেকুর রহমান ছানু, বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের বার্ষিকী ২০২৪ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাবেক সাধারন সম্পাদক ইয়ামীম দিদার, সাবেক ট্রেজারার মোঃ শামীম আহমদ, প্রকাশনা সম্পাদক আনোয়ার শাহজাহান এবং নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম, সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সভাপতি দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সদস্য আবজল হোসেন, খালেদ আজিমউদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আগত সকলেই ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে এবং ঢাকাদক্ষিণবাসীর ভূঁয়সী প্রশংসা করেন। পরে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি সংগঠনের যারা পরলোকগমন করেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং ঢাকাদক্ষিণবাসী সহ সকল মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় দোয়া পরিচালনা সংগঠনের সদস্য আখলাকুল আম্বিয়া। অনুষ্ঠানের শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং মনমুগ্ধকর মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন বৃটেনের খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল চালু খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করার আহবান

কাউন্সিল একটি অফিসিয়াল টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল চালু করেছে। এই একমুখী সম্প্রচার প্ল্যাটফর্ম আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তি, সংস্থা এবং ব্যক্তিদের অনুসরণ করতে দেয় যাদের কাছ থেকে আপনি আপডেট পেতে চান। আপনার ফোনে সরাসরি কমিউনিটির খবর, ইভেন্ট অনুস্মারক এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় আপডেটগুলি পেতে সাইন আপ করুন। আপনি কোনও নিউজ মিস করতে না চাইলে, আপনি আমাদের চ্যানেলে যোগদান করার পরে, স্ক্রিনের শীর্ষে থাকা বেল আইকনে ট্যাপ করে বিজ্ঞপ্তিগুলি চালু করতে ভুলবেন না। সাইন আপ করতে, আপনার ফোনের ক্যামেরার কিউআর ফাংশন ব্যবহার করে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন। এটি আপনাকে সরাসরি সাইন আপ পৃষ্ঠায় নিয়ে যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

Community Development Initiative
Advancing to the next level
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় লন্ডন বিএনপির দোয়া মাহফিল

বিএনপির চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি ও দীর্ঘায়ু কামনায় লন্ডন মহানগর বিএনপি'র উদ্যোগে ব্রিকলেন জামে মসজিদে গত ১৫ জুলাই সোমবার বাদ মাগরিব মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন ব্রিকলেন জামে মসজিদে ইমাম মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ ও হাফিজ সাজ্জাদুর রহমান।ঞ্জ

দোয়া মাহফিলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম ও শহীদ আরাফাত রহমান কোকোর আত্মার মাগফেরাত কামনা ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা করা হয়। লন্ডন মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতিঞ্জ ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সহসভাপতি মোঃ তাজুল ইসলাম.ঞ্জ যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আবেদ রাজা ও সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ চৌধুরী এর সার্বিক তত্ত্বাবধানেঞ্জ মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও যুক্তরাজ্য বিএনপি'র সভাপতি এম এ মালিক, কেন্দ্রীয় বিএনপির সদস্য ও যুক্তরাজ্য বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কয়ছর এম আহমদ, টাওয়ার হেমলেট কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র আ ন ম অহিদ আহমেদ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সহসভাপতি মুজিবুর রহমান মুজিব, সহ সভাপতি হাজী তৈমুস আলী, সহসভাপতি সলিসিটর একরামুল মজুমদার, সহ সভাপতি আব্দুল মুকিত, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক পারভেজ মল্লিক, যুগ্ম সম্পাদক খসরুজ্জামান খসরু, যুগ্ম সম্পাদক মিসবাহুজ্জামান সোহেল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, ঢাকা দক্ষিণ বিএনপি'র সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন টিপু, যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি নাসির আহমদ শাহীন, যুক্তরাজ্য যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আফজল হোসেন. যুক্তরাজ্য স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামসি ওয়েলফেয়ারের নতুন কমিটি গঠিত

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার শ্রীরামসি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের দ্বি-বার্ষিক সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪ জুলাই রবিবার ব্রিকলেইনে জামে মসজিদের হলে আয়োজিত দ্বি-বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি আজিজুল হক। সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান খোকনের পরিচালনায় সভায় আর্থিক রিপোর্ট পেশ করেন ট্রেজারার উমর আলী। দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ড. আব্দুল হান্নান ও এডভোকেট কামাল উদ্দিন আলী।

এতে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটির নাম ঘোষনা করেন নির্বাচন কমিশনারগন। ইসলাম উদ্দিনকে সভাপতি, মাহবুবুর রহমান খোকনকে সেক্রেটারি, উমর আলীকে ট্রেজারার করেন ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষনা করা হয়।ঞ্জ নব নির্বাচিত কমিটির সদস্যরা সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ কমিটির সদস্যরা হচ্ছেন, সভাপতি ইসলাম উদ্দিন, সহ সভাপতি আমির হোসেন, আব্দুল মানিক মালিক, সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান খোকন, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল খাহার, ট্রেজারার উমর আলী, এসিসটেন্ট ট্রেজারার আবর আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক সানু মিয়া, প্রেস এন্ড পাবলিসিটি সেক্রেটারী হেলাল উদ্দিন আলী,ঞ্জ কার্লচারাল সেক্রেটারী আজাদ আলী, এক্সিকিউটিভ মেম্বার মনতাসর আলী (আজিজুল হক), তবরিছ আলী, মোক্তার মিয়া, আবাব মিয়া, আশরাফ আলী, জামাল উদ্দিন আরী, আব্দুন নুর, আরজ আলী, মোজাহিদ আলী দুদু, বজলুর হক, ফয়জুল গনি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

লন্ডনে ইউনিভার্সেল ভয়েস-এর মানববন্ধন

বাংলাদেশে ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার দাবি

মানবাধিকার সংগঠন স্ট্যান্ড ফর বাংলদেশ, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটস ও অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের যৌথ উদ্যোগে গত ৮ জুলাই ২০২৪ পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার দাবিতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতি আব্দুল্লাহ আল মুনিম, কমিউনিটি নেতা জামাল হোসেন, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের উপদেষ্টা মু. আব্দুল আলী, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সভাপতি জয়নাল আবেদীন ও স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশের সাবেক সেক্রেটারি মোঃ তরিকুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন গাজীপুর টঙ্গীর সাবেক শিবির নিজাম, অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সেক্রেটারি জামিল হোসেন, প্রচার সম্পাদক তারেক আহমদ, নিরাপদ বাংলাদেশ চাই ইউকের সেক্রেটারি তাহমিদ হোসেন, ফাইট ফর রাইটসের সাধারণ সম্পাদক বুরহান উদ্দিন চৌধুরী, সহ সম্পাদক মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, মানবাধিকার কর্মী শাহিন আলম, মুনির আহমদ খান, নজরুল

সভাপতি জাকের আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশ এর সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম মুকুল ও অনলাইন এক্টিভিষ্ট ফোরাম ইউকের সহসভাপতি দেলোয়ার হোসেন এর যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামী ইউকে ও ইউরোপের মুখপাত্র বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিষ্টার আবু বকর মোল্লা। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি আশিকুর রহমান আশিক, আমার দেশ এর নির্বাহী সম্পাদক অলিউল্লাহ নোমান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের সিলেট মহানগরীর সাবেক সেক্রেটারি খালেদ আহমেদ ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশন করেন স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পাদক রায়হান চৌধুরী। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন ফ্রান্স প্রবাসী পিনাকী ভট্টাচার্য।

মানববন্ধনে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন স্ট্যান্ড ফর বাংলাদেশের সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম শামিম, ডঃ মুইনুদ্দিন মৃধা, যুগ্ম সম্পাদক খলিলুর রহমান, বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সাইফুর রহমান পারভেজ, ইউনিভার্সেল ভয়েস ফর হিউম্যান রাইটসের সেক্রেটারি শাহান বিন ইসলাম, ছমির আহমেদ, তানভীর আহমদ, মাহি বিলাল চৌধুরী, শিব্বির আহমদ, আহমেদ আলী, সুরমান আলী ও মোঃ জাহেদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের ভোটারবিহীন ডামি সরকার জনগণের মতামতকে তোয়াক্কা না করে একতরফাভাবে ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তির নামে করিডোর দিতে চায় যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। প্রবাসীরা সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে এসেছে। অবিলম্বে এই চুক্তি বাতিল করতে হবে। মানুষের ভোটাধিকার ও বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে। সংবাদ

জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির স্মরণ সভা

শহীদ জননী জাহানার ইমামের ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, যুক্তরাজ্য শাখার উদ্যোগে "শহীদ জননী: একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিচার ও ব্রিটিশ আদালতের সাম্প্রতিক রায়"-শীর্ষক এক ভার্চুয়েল স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৬জুন বুধবার রাতে অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল স্মরণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ আনাস পাশা। সাধারণ সম্পাদক মুনিরা পারভিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুদ্ধাপরাধ বিশেষজ্ঞ, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম স্ট্রেটেজি ফোরামের ফাউন্ডার রায়হান রশীদ।

বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি যুক্তরাজ্য শাখার দুই উপদেষ্টা মাহমুদ এ রউফ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মুসা হাসান, সাবেক সভাপতি সৈয়দ এনামুল ইসলাম, সহসভাপতি নিলুফা ইয়াসমিন, সহসভাপতি ও যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ নেতা হরমুজ আলী, বিশিষ্ট সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, যুক্তরাজ্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ওয়েলসের সভাপতি মোহাম্মদ মকিস মনসুর, কবি ও সাংস্কৃতিক সংগঠক টি এম কায়সার, আমরা ৭১ যুক্তরাজ্যের সংগঠক সত্যব্রত দাশ স্বপন, উদ্যোক্তা সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক জুয়েল রাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক সুশান্ত দাশ প্রশান্ত, সদস্য, বার্কিং এন্ড ডেগেনহামের মেয়র কাউন্সিলার মঈন কাদরী ও এক্টিভিষ্ট এম এম জি রব্বানী প্রমুখ।

বক্তারা শহীদ জননীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক আখ্যায়িত করে বলেন, বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন দেশটিকে যখন পরাজিত শত্রুরা খামচে ধরতে উদ্ধত হয়েছিলো, ঠিক তখন এদের মোকাবেলায় জাতির ত্রাতা হিসেবে বজ্র কঠিন হুঙ্কার দিয়ে রাজপথে নেমেছিলেন শহীদ জননী।

তারা বলেন, পাকিস্তানী শাষকদের শোষন নিপীড়ন থেকে বাঙালি জাতীকে মুক্ত করতে বঙ্গবন্ধু আবির্ভূত হয়েছিলেন ত্রাতা হিসেবে। আর পাকিস্তানীদের রেখে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ঘাতক দালালদের কড়াল থাবা থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ত্রাতার ভূমিকা পালন করেছেন শহীদ জননী।

বক্তারা বাংলাদেশের আদালতে দন্ডিত যুদ্ধাপরাধী বিষয়ে যুক্তরাজ্যের শীর্ষ আদালতের সাম্প্রতিক রায় নিয়ে মন্তব্য করে বলেন, শহীদ জননী গণআদালত গঠন করে যুদ্ধাপরাধীদের প্রতীকী বিচারের যে সূচনা করেছিলেন, সেই বিচারই আন্তর্জাতিক সব আইন কানুন মেনে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধ আদালত সম্পন্ন করছে। একটি স্বাধীন দেশের আদালতের বিচারকার্যক্রম সম্পর্কে অন্য কোন দেশ বা আদালত কি মন্তব্য করলো সেটি দেখার সময় নেই বাঙালি জাতির। একাত্তরে ভিকটিম হয়েছে যে দেশের মানুষ, সেই দেশ তাঁর নিজস্ব আইনে, নিজ আদালতে এই ভিকটিমদের ন্যায় বিচারপ্রাপ্তী নিশ্চিত করেছে, সভ্যতার দাবিদার বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর এবিষয়টি অনুধাবন করা উচিত। তারা বলেন, ভিকটিমদের চেয়ে অপরাধীদের মানবাধিকার নিয়ে যারা কথা বলেন, তারা আর যাই হোক সভ্যতার ঠিকাদার হিসেবে নিজেদের দাবি করতে পারেননা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

কাউন্সিল কীভাবে ভাড়াটে এবং লিজহোলডারদের সাথে কথা বলবে সে সম্পর্কে মতামত দিন

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তার ভাড়াটিয়া এবং লিজহোলডারদের জন্য রেসিডেন্ট এনগেজমেন্ট বিষয়ে একটি পরামর্শ (কনসালটেশন) পরিচালনা করছে। এই জরিপে কাউন্সিল বর্তমানে তার বাসিন্দাদের কীভাবে তথ্য সরবরাহ করে এবং কীভাবে এটি দ্বিমুখী যোগাযোগ উন্নত করতে পারে সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

গত বছর টাওয়ার হ্যামলেটস হোমসকে সরাসরি কাউন্সিলের অধীনে নিয়ে আসার পর (ইন সোর্সিংয়ের পরে), আরও স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক উপায়ে তার আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিষেবাগুলিকে রূপ দেওয়ার জন্য কাউন্সিলের অঙ্গীকারের অংশ হচ্ছে এই গণপরামর্শ বা কনসালটেশন।

মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতি করা, দেখভাল করা, বাগান করা এবং ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ সংগ্রহের মতো পরিষেবাগুলি এখন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সরাসরি নেতৃত্বে করা হচ্ছে। এই পরিষেবাগুলিকে অভ্যন্তরীণভাবে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য ছিল আবাসন এবং কাউন্সিলের অন্যান্য সার্ভিস গুলি সহায়তা যাতে বাসিন্দাদের সহজেই পান এবং কাউন্সিলের ভাড়াটিয়া ও লিজ হোলডারদের কাউন্সিলে আরও শক্তিশালী বক্তব্য রাখার সুযোগ নিশ্চিত করা।

এই কনসালটেশন সব ভাড়াটে এবং লিজ হোলডারদের জন্য উন্মুক্ত। আইডিয়া স্টোরে গিয়ে অনুরোধ করলে তারা প্রিন্ট করা কপি সরবরাহ করবে। আগ্রহীরা ওয়েবসাইটে গিয়ে কনসালটেশনে অংশ নিতে পারেন। অংশ নেওয়ার সময়সীমা শুক্রবার ১৬ আগস্ট ২০২৪।

রুশনারা ও টিউলিপ মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়ায় আনন্দসভা, মিষ্টি বিতরণ

রুশনারা আলী ও টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়ায় বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আনন্দ সভা ও মিষ্টি বিতরণ আয়োজন করা হচ্ছে। গত ১২ জুলাই শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটায় বাংলাটাউনের লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের উদ্যোগে আনন্দসভা মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের সিনিয়র সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, চ্যানেল এস টিভির হেড অব নিউজ কামাল মেহদি, ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি শাহেদ রহমান, সাংবাদিক আবু সালেহ মোঃ মাসুম, আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল আহাদ চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলার আহবাব হোসেন, সাংবাদিক মিসবাহ জামাল, সাংবাদিক রোমানা রাখি, সাংবাদিক সদস্য কামরুল আই রাসেল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, এই দুই বঙ্গকন্যা ব্রিটেনের মন্ত্রীসভায় স্থান পাওয়াতে ব্রিটেনের বহুজাতিক সমাজে বাঙ্গালী এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আমরা আশাবাদী অদুর ভবিষ্যতে হাউজ অব কমন্সে আমাদের কমিউনিটির কোনো একজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাব, সেদিন হয়ত আর বেশী দূরে নয়।

সেক্রেটারী শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় ও সংগঠনের সভাপতি আব্দুল আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আনন্দ সভায় সংগঠনের সদস্য ছাড়াও অংশ নেন বাংলামিডিয়ার সিনিয়র সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনীতবিদ, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা।

সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি ডঃ আনসার আহমেদ উল্লাহ, সাবেক সভাপতি আসাদুজ্জামান মুকুল, সাংবাদিক হেফাজুল করিম রাকিব, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ, রেদওয়ান খান, জিলু খান, এম এ মুকিত, ড. নূরুন্নবী, শওকত ফরাজি, শফিউল আলম, সাংবাদিক সোহাগ যাদু, বঙ্গবন্ধু লেখক সাংবাদিক ফোরামের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সহ-সভাপতি বাতিরুল হক সরদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির, কোষাধ্যক্ষ কয়েছ আহমদ রুহেল, সদস্য জামাল আহমদ খান, সদস্য কিটন শিকদার, সদস্য নুরুন্নবী আলী, এ যাবত হাউজ অব কমন্সে বাংলাদেশী বংশদ্ভুত চারজন এমপি রয়েছেন। এর থেকে টানা পাঁচবাবের সাংসদ রুশনারা আলী পেয়েছেন হাউজিং কমিউনিটি এবং লকেল গভর্নমেনেটর মন্ত্রনালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব। অপরজন টানা চার বারের সাংসদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নাতনি টিউলিপ সিদ্দিক পেয়েছেন ইকোনমিক সেক্রেটারি টু দ্যা ট্রেজারী এন্ড সিটি মিনিস্টারের দায়িত্ব। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দৌলতপুর ইউনিয়ন অ্যাডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বার্ষিক সভা

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দৌলতপুর ইউনিয়নের যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের সংগঠন দৌলতপুর ইউনিয়ন অ্যাডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৫ জুলাই সোমবার ইস্ট লন্ডনের ব্রিকলেইনস্থ জয়পুর রেস্টুরেন্টে এই সভার আয়োজন করা হয়।

দৌলতপুর ইউনিয়স অ্যাডুকেশন এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের সভাপতি মোহাম্মদ মোহাব্বত শেখের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক হাসিন উজ্জামান নূরুর পরিচালনায়ঞ্জ সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং সভার শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুস শহীদ।

সভায় বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি আবু শহীদ চৌধুরী,সাবেক সাধারন সম্পাদক এমরান খান,সাবেক সভাপতি শামসুদ্দিন তালুকদার শামস,সাবেক কোষাধ্যক্ষ মাহবুব আলী চুনু,সিনিয়র ট্রাস্টি হাজী ওয়ারিছ উদ্দিন,হাজী আব্দুর রউফ, হাজী খলিল উদ্দিন,হাজী নেসার আহমদ,আব্দুন নূর,বর্তমান কার্যকরী কমিটির সহ সভাপতি মনির খান,সহকারী সাধারন সম্পাদক মোঃ কদর উদ্দিন,কোষাধ্যক্ষ হাজী জাহির আলী,সহ কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ খান সুমেদ,প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়া,কার্যকরী কমিটির সদস্য মোঃ দৌলত হোসেন,হানিফ আহমদ খান,ফারুক আলী,আবুল হোসেন মামুন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি মোঃ তৈয়বুর রহমান, আব্দুল রব, সিরাজুল ইসলাম হাজারী, ইউসুফ আলী, সরকুম আলী, শেখ মবস্বীর আলী, তালুকদার আজাদ ইসলাম, তালুদার ফাহাদ ইসলাম, বেলাল আহমদ, হাবিবুর রহমান জানু, শাহ তাজুল ইসলাম, কাওছার আহমদ,হাজী শেখ মজম্মিল আলী,জুবের আলী,আশিক মিয়া,আব্দুল আওয়াল চৌধুরী,মোঃ নেছার মিয়া,কামরুজ্জমান কামরুল, মোতাহির আলী, আব্দুল মুমিন বাবুল, শাহ সহিদ নূর ইসলাম,মোঃসালিক মিয়া, মঈন উদ্দিন আনছার,আব্দুল মান্নান,মোঃ জামাল উদ্দিন,জুনেদ আহমদ পিয়ার, নতুন ট্রাস্টি আবু তাহের ও শুভানুধ্যায়ী আসকির মিয়া, ইউসুফ আলী এবং মানিক মিয়া প্রমুখ।

সভার শুরুতে সংগঠনের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক জিয়ার সম্পাদিত বার্ষিক রিপোর্ট, ট্রাস্ট্রিবৃন্দের পরিচিতি এবং কার্যক্রমের ছবিচিত্র সম্বলিত ম্যাগাজিনের আনুষ্ঠানিক প্রকাশনা করে পর্যায়ক্রমে সভাপতির শুভেচ্ছা বক্তব্য, বর্তমান কমিটির বিগত দিনের কার্যক্রমের উপর সাধারন সম্পাদকের প্রতিবেদন এবং কোষাধ্যক্ষের আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন শেষে উপস্থিত ট্রাস্ট্রিবৃন্দ তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করেন এবং ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশন ও ইউকেতে ব্যাংক একাউন্ট চালু করার প্রস্তাবে সকলে সম্মতি প্রদান করেন। সভায় উপস্থিত সকল ট্রাস্ট্রিবৃন্দের প্রতি বর্তমান কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামীতে ট্রাস্ট্রিবৃদ্ধি সহ ট্রাস্টের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সমৃদ্ধশালী করার জন্য সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship. Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

EC STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট ■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস ■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার ■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

২৯তম বসনিয়া গণহত্যা দিবস উপলক্ষে ইস্ট লন্ডন মসজিদের স্মরণসভা

‘এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আবার কখনোই যেন না ঘটে’

বসিনয়ার স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার ২৯ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইস্ট লন্ডন মসজিদের উদ্যোগে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কূটনীতিক ও কমিউনিটির বিভিন্ন পেশার মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় ইউরোপীয় ইতিহাসের

এই অন্ধকার অধ্যায়টি নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা।

সভায় ‘এ ধরনের হত্যাকাণ্ড আবার কখনোই যেন না ঘটে’- কথাটিই বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। বক্তারা সাম্প্রতিক সময়ে গাজায় প্রায় ৩৮ হাজার মানুষ হত্যাকে বসনিয়ার গণহত্যার সাথে তুলনা করেন।

গত ১০ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রথমতলায় এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিইও জুনায়েদ আহমদের সঞ্চালনায় এতে অতিথি হিসেব বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বসনিয়ান রাষ্ট্রদূত ওসমান টপকাগিচ ও ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের ট্রাস্টি ড. আবদুল্লাহ ফালিক। অনুষ্ঠানে বসনিয়া থেকে অনলাইনে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন সেহিজা দেদোভিচ। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম সৈয়দ আনিসুল হক।

স্মরণসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন ইস্ট লন্ডন মস্ক ট্রাস্টের প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ড. আব্দুল বারী এমবিই ও বিশিষ্ট আইনজীবী আবু তালহাসহ অনেকেই।

স্মরণসভায় বসনিয়ান রাষ্ট্রদূত ওসমান টপকাগিচ যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের পরিণতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন জটিল চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বসনিয়া তার প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যুক্তরাজ্যের ভূমিকার গুরুত্বকে বিশেষভাবে তুলে ধরেন, যা এই বছরের শুরুর দিকে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের প্রস্তাব গ্রহণ করায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন এই গণহত্যার প্রধান শিক্ষা হলো, ’খারাপ কিছু ঘটার জন্য, ভালো মানুষের নীরবতাই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই বসনিয়ার স্রেব্রেনিৎসায় সার্ব সেনাবাহিনী ৮ হাজারের বেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। চলতি বছরের শুরুতে জাতিসংঘ এই হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই গণহত্যা দিবসকে ইস্ট লন্ডন মস্ক দীর্ঘদিন যাবত স্মরণ করে আসছে। গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পর থেকে প্রতিবছর গণকবর দেওয়া মানুষের কংকাল সংগ্রহ করে তা শনাক্ত করে জানাজা দাফন করার কার্যক্রম চলে আসছে । এরই ধারাবাহিকতায় এই বছর ১১ জুলাই ১৪ জনকে শনাক্ত করে তাদের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তায় কাউন্সিলের নতুন ফোনলাইন

টাওয়ার হ্যামলেটসে বসবাসকারী লোকেরা এখন ১১১ নম্বরে কল করে অপশন ২ সিলেক্ট করে মানসিক স্বাস্থ্য সংকটে সহায়তা পেতে পারেন। ইস্ট লন্ডন ফাউন্ডেশন ট্রাস্ট (ইএলএফটি) এবং উত্তর পূর্ব লন্ডন জুড়ে অংশীদারদের দ্বারা সরবরাহ করা নতুন এই সার্ভিস, সকল বয়সের লোকেদের জন্য দিনে ২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে সাত দিন জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের ইএলএফটি- এর ক্রাইসিস হাব ভিত্তিক একটি সম্পূর্ণ প্রশিক্ষিত এবং যোগ্য মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার দল দ্বারা এই হেল্পলাইন পরিচালনা করা হয়। দলটি ফোনে সংক্ষিপ্ত মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা দিতে পারে এবং মূল পরিষেবা এবং সংস্থাগুলিতে অ্যাক্সেস পাওয়ার পরামর্শ দেবে যা মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তা দিতে পারে।

যে কেউ অফিস খোলা থাকার সময়ে বাইরে মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারের সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক, বা যারা আগে এই সার্ভিসের সাথে পরিচিত নন- তাদের ১১১ নম্বরে যোগাযোগ করা উচিত এবং অপশন ২ নির্বাচন করা উচিত।

আপনি যদি স্ট্রেস, উদ্বেগ বা

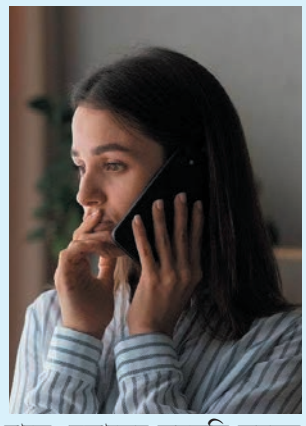

বাজে মেজাজের অনুভূতি অনুভব করেন, তাহলে মানসিক স্বাস্থ্য সহায়তার জন্য আপনি টাওয়ার হ্যামলেটস টকিং থেরাপিতেও নিজেকে রেফার করতে পারেন, যা বিভিন্ন ধরনের কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান করে। আরও তথ্য এবং সহায়তার জন্য ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন।সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগ

‘শিরোনাম’ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ‘শিরোনাম’ ম্যাগাজিনের প্রকাশনা

উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জুলাই মঙ্গলবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রেস সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা এম এ মান্নান, ড. এম এ আজিজ, সাংবাদিক রহমত আলী ও নুরুল ইসলাম এমবিই।

সভায় বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মোস্তফা, কবি ও সাংবাদিক নজরুল ইসলাম হাবিবী, সাংবাদিক মো. আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক আজিজুল আম্বিয়া, সাংবাদিক শিহাবুজ্জামান কামাল, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক মীর আব্দুর রহমান, লেখক ও কবি জামান আহমদ সিদ্দিকী, টিভি প্রেজেন্টার মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, প্রভাষক আব্দুল হাই, শফিক মিয়া, শেখ মনোয়ার হোসেন, হাজী ফারুক মিয়া, কবি আসমা মতিন, সৈয়দা ইশরাত নাসিম কুইন প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন সংগঠনের উপদেষ্টা বিশিষ্ট লেখক মাওলানা আব্দুল মালিক।

সভায় বক্তারা, ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভূঁয়শী প্রশংসা করেন এবং তথ্যবহুল লেখা নিয়ে ‘শিরোনাম’ শীর্ষক নতুন ম্যাগাজিন প্রকাশ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে রুশনারা আলী এমপি ও টিউলিপ সিদ্দিকী এমপি বৃটিশ সরকারের মন্ত্রী হওয়ায় অভিনন্দন জানান এবং গাজার যুদ্ধ বন্ধসহ কমিউনিটির উন্নয়নে তারা কাজ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। এছাড়া দীর্ঘ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনীর বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে হত্যাকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করার দাবী জানান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কবি-সম্পাদক মুস্তাফিজ শফির সঙ্গে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের মতবিনিময়

বিশিষ্ট কবি ও বাংলাদেশের জাতীয় দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাফিজ শফির সঙ্গে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাব মতবিনিময় সভা করেছে। গত ৮ জুলাই সোমবার ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ভ্যালেন্স রোডের কমিউনিটি সেন্টারে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি রেজা আহমদ ফয়সল চৌধুরী শোয়েবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল

ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, লেখক ও গবেষক ফারুক আহমদ, সাংবাদিক আনোয়ারুল ইসলাম অভি, সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, বিয়ানীবাজার পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুস শুকুর, সাংবাদিক আব্দুর রশীদ, ব্যারিস্টার আব্দুস শহীদ, সাংবাদিক আরিফ মাহফুজ, সাংবাদিক শামসুর রহমান সুমেল, কবি ময়নুর রহমান বাবুল, হাজী মোহাম্মদ হাবীব ও নোমান আহমদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা সিলেটের কৃতী সন্তান সাংবাদিক মুস্তাফিজ শফির জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখায় অশেষ ধন্যবাদ জানান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। তারা বলেন, বিমানের বর্ধিত হারে ভাড়া, ওসমানী বিমান বন্দরে অন্যান্য এয়ার লাইনকে সিলেটে নামতে না দেওয়া, প্রবাসীদের সহায় সম্পত্তি বেদখল ও প্রবাসীদের নির্যাতন, বিমানবন্দরে হয়রানী, বিমানের চেক ইন কাউন্টারে প্রবাসীদের সাথে হয়রানী, নতুন প্রজন্মদের দেশমুখী করার পরিকল্পনা, জানমালের নিরাপত্তা, সাগর-রুনী হত্যা প্রভৃতি ইস্যু তুলে ধরেন।

সংবর্ধিত অতিথি মুস্তাফিজ শফি তাঁর বক্তব্যে ইউকে বাংলা প্রেস ক্লাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন-প্রবাসীদের সমস্যার সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। সাংবাদিকদের মধ্যেও ঐক্য সৃষ্টি করতে হবে। একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে শক্তিশালী সরকারের পাশাপাশি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকতে হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বড়লেখায় ইউপি চেয়ারম্যান পদে উপ-নির্বাচন

উপজেলা চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

সিলেট প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের বড়লেখায় ছেলের নির্বাচনী সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কটূক্তির প্রতিবাদে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ঝাড়ু মিছিল করেছেন স্থানীয় লোকজন। গত সোমবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যায় উপজেলার দক্ষিণভাগ বাজারে কয়েকটি এলাকার বিক্ষুব্ধ লোকজন এই প্রতিবাদ করেন। এসময় তারা বড়লেখা-কুলাউড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থান নেন। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। খবর পেয়ে বড়লেখা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার দক্ষিণভাগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদের উপ-নির্বাচনে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের ছেলে মাসুম আহমদ হাসানসহ ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। সম্প্রতি ছেলের পক্ষে এক নির্বাচনী সভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে ইউনিয়নের গজভাগ, দোহালিয়া এলাকার অধিকাংশ মানুষ ও ছেলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে কটূক্তিমূলক বক্তব্য দেন আজির উদ্দিন। কটূক্তির ভিডিয়ো ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এসব এলাকার মানুষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এর জের ধরে সোমবার (১৫ জুলাই) সন্ধ্যায় দক্ষিণভাগ বাজারে ওইসব এলাকার লোকজন ঝাড়ু নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে আজির উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেন। এসময় তারা বড়লেখা-কুলাউড়া আঞ্চলিক মহাসড়কে অবস্থান নেন। এসময় উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের ব্যক্তিগত গাড়িচালক সানুর বিক্ষুব্ধ লোকজনের রোষানলে পড়েন। একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। খবর পেয়ে বড়লেখা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেছে।

এদিকে উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিনের কটূক্তির ভিডিয়োটি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এনিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। ভিডিয়োতে দেখা যায় উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিন তার ছেলের নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখছেন। তার পাশে কয়েকজন মানুষ বসা রয়েছেন। ওই ভিডিয়োতে আজির উদ্দিনকে বলতে শোনা যায়-'... এই শাহীনরে ডিগ দিয়া ভর দিয়া রাখছইন। ওউ শাহীনে ঘোরার। আর ইগুন ফুয়ান দেখছইনতো আপনারা কোন ক্লাসের ফুয়াইন? আচ্ছা খক্কা যতগু ফুইয়াইন ঘোরাইরা এর মাঝে একশ'র মাঝে আশিগু ইয়াবা, গাঞ্জা, মদ ছাড়া আছেনি? এরার মূল লক্ষ্য অইল খাইয়া বাঁচা চলা। সময় মতো ভোট তারা তারার পছন্দের প্রার্থীরেউ দিব। শাহীনরে ভোট দিত নায়। একমাত্র টিকাইয়া রাখার মূল কারণ অইল যেমন হাটলিঘাট, সফরপুর, খানপাড়া, কলাজুরা বা দুইয়োবাগান তনেতো আমার ছামাদে বা ইকবালে ভোট আনার ক্ষমতা আছেনি? ইতা তনে ভোট আনতা পারতা নায়....। এখন মার্কেট বা বাজারে যে বিষয়টা ছাড়া অইছা যে ২৩ বছরে এই সুযোগ পাইছি। এখন যদি ক্ষমতায় ইকবালরে নিয়া বওয়াইতাম পারি। ইটা আমরার জীবনের সুবর্ণ একটা সুযোগ-খইয়া সাম্প্রদায়িক মাত পর্যন্ত শুরু করিয়া মানসরে বুঝাইরা। এখন গাংকুল-দোহালিয়ার আমার ভক্ত দক্ষিণভাগসহ অনেক মানুষ, আমার ভক্ত যারা এরা এই কথা মানিয়া নের না। কিছু সংখ্যক মানসে আবার হুজুগে বাঙালি আমরা। হুজুগে আবার ফিরিয়া কর, কেউ কর জাতর পেট লাথর কিতাত মারো লাথ আর নিজর পেটও দেও ভাত। ওতদিন তুই কই আছলে জাত লইয়া-ইলা কেউ খর। কেউ খর না, ঠিকাছে। এই সুযোগ হাত ছাড়া করা যাইত নায়। আসলে আমরা ই কথা যদি ছামাদরে খই। ইটা হে মানবনি? ছামাদরে যদি এখন কইন তুমি প্রার্থী অইওনা বা প্রার্থীতা প্রত্যাহার করো আর নায় তুমি বও মানত নায়। মাছুমরে যদি কই বাদ দেও মানবনি? শাহীনরে যদি কই বাদ দেও মানবনি?...।'

উপজেলা চেয়ারম্যান আজির উদ্দিন জানান, তিনি তার ছেলের নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রেখেছেন ঠিক। কিন্তু কাউকে নিয়ে কোনো কটূক্তি করেননি।

সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

সিলেট প্রতিনিধি : সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ সীমান্তে ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে দুই বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার উপজেলার উত্তর রণিখাই ইউনিয়নের কালাইরাগ সীমান্তের মেইন পিলারের (পিলার নম্বর-১২৫২) আনুমানিক ৮০০ গজ ভেতরে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় আরও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কালাইরাগ এলাকার মৃত ফজর আলীর ছেলে আলী হোসেন (৩০) ও মৃত সুন্দর আলীর ছেলে কাওসার আহমদ (২৫।

উপজেলার উত্তর রণিখাই ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. ফয়জুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'ভারতীয় খাসিয়ার গুলিতে আলী হোসেন ও কাওসার নামে দুজন মারা গেছেন। আরও কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পেয়েছি।'

পরিবারের বরাত দিয়ে তিনি আরও বলেন, 'তারা মাঝেমধ্যে লাকড়ি ও কাঁঠাল আনতে ওপারে গিয়ে থাকেন। আজও কয়েকজন মিলে গিয়েছিল। লাশ ঘটনাস্থলে পড়ে আছে। বিজিবি গেছে, দেখা যাক তারা কী করে।'

এ বিষয়ে জানতে ৪৮ বিজিবির কালাইরাগ ক্যাম্পের কমান্ডারের সরকারি মোবাইল নম্বরে কল দিলে তিনি বলেন, 'আমরাও স্থানীয়দের কাছ থেকে এ রকম খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে যাচ্ছি। গিয়ে দেখি আসলে কী ঘটেছে, এর আগে কিছু বলতে পারব না।'

টাকা না দেওয়ায় ১৩ বছরের শিশু আসামি

সিলেট প্রতিনিধি: আসামি পক্ষের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা না পেয়ে তের বছরের এক শিশুকে বিশ বছর দেখিয়ে মামলার প্রতিবেদনে আসামি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে। এই অভিযোগ উঠেছে হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শাহানুর ইসলামের বিরুদ্ধে।

উপপরিদর্শক শাহানুরের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলেছেন ১৩ বছরের শিশু মোফাচ্ছির ইসলামের মা শাহিনা বেগম। তবে নানা নাটকীয়তার পর রোববার আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছেন মোফাচ্ছির ও তার মা। মোফাচ্ছির ইসলাম বানিয়াচং উপজেলার ৮ নং খাগাউড়া ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামের প্রবাসী আব্দুল আউয়াল মিয়ার ছেলে এবং স্থানীয় একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের ছাত্র।

মামলার তথ্য অনুসারে, মোফাচ্ছির ইসলামকে সিআর ২১১/২৪ (বানিয়াচং) মামলার পুলিশি প্রতিবেদন ও আর্জিতে ৩নং আসামি হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। পরে রোববার আদালতে হাজির হয়ে জামিন চাইলে হবিগঞ্জ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম শিশু মোফাচ্ছির ইসলামকে জামিন দেন।

মামলা সূত্রে জানা যায়, বিদেশ-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইনে শিশু মোফাচ্ছির, তার বাবা আব্দুল আউয়াল ও মা শাহিনা বেগমকে আসামি করে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন ৮ নং খাগাউড়া ইউনিয়নের মথুরাপুর গ্রামের সাইফুল ইসলাম।

মোফাচ্ছিরের মা শাহিনা বেগম জানান, এই মামলায় তদন্ত করতে কয়েক দিন আগে বানিয়াচং থানার এসআই শাহানুর রাত আড়াইটার দিকে তাদের বাড়িতে আসেন। সেখানে তাঁর স্বামীকে না পেয়ে মোফাচ্ছিরসহ আরও দুই ছেলের জন্ম নিবন্ধন কার্ড নিয়ে যান। যাওয়ার সময় তাঁর কাছে ২০ হাজার টাকা দাবি করেন। না দিলে তাঁর ছেলেকে উঠিয়ে নিয়ে মামলা দেওয়ার হুমকি দেন। রোববার আদালতে গিয়ে দেখেন তাঁর ১৩ বছরের ছেলেকে ২০ বছর (সাবালক) দেখিয়ে মামলার আসামি করা হয়েছে। পরে আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করেন।

মোফাচ্ছির ইসলামের জন্ম নিবন্ধন নং-২০১০৩৬১১১৫০১০১২০১। নিবন্ধন অনুসারে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন পর্যন্ত তার জন্ম তারিখ ৩০ নভেম্বর ২০১০ইং অনুসারে বয়স ১৩ বছর ৭ মাস ২৭ দিন পাওয়া যায়।

ব্যারিস্টার সুমনকে হত্যা নয়, প্রতারণাই ছিল সোহাগের উদ্দেশ্য

সিলেট প্রতিনিধি: সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে হত্যা নয়, প্রতারণার মাধ্যমে তার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়াই ছিল গ্রেফতারকৃত সোহাগ মিয়ার মূল উদ্দেশ্য। তিনি পেশায় একজন প্রতারক। তার বিরুদ্ধে একাধিক প্রতারণার মামলাও রয়েছে। ইতোপূর্বে তিনি প্রতারণার মামলায় গ্রেফতারও হন। গত বুধবার বিকালে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এসব তথ্য জানান হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার মোঃ আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার হিংগাজিয়া (মোবারকপুর) গ্রামের মন্তাজ মিয়ার ছেলে সোহাগ মিয়া ওরফে মো. সুমেল মিয়া চুনারুঘাট থানার ওসির মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনকে জানান- তার জীবনের ঝুঁকি আছে এমন তথ্য তার কাছে রয়েছে। এ বিষয়ে ২৮ জুন চুনারুঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা ভাইরাল হয়।

এসপি বলেন, হবিগঞ্জ পুলিশ ও ঢাকার কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের সমন্বয়ে পুলিশের একাধিক টিম এর রহস্য উদঘাটনে মাঠে নামে। কয়েক দিন তার দ্বারা প্রতারিত তার এক বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তার কাছ থেকে সোহাগ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অবশেষে মঙ্গলবার রাতে সোহাগ মিয়াকে সিলেট শহর থেকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি মোবাইল ফোন নয়, হোয়াটঅ্যাপ ব্যবহার করে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।

শ্রীমঙ্গলে প্রতিপক্ষের হামলায় শিক্ষানবিশ আইনজীবী নিহত

সিলেট প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় এক শিক্ষানবিশ আইনজীবী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই নারীকে আটক করা হয়েছে। গত ১২ জুলাই শুক্রবার সকালে উপজেলার সিন্দুরখার ইউনিয়নের তেলিআবদা কোনাগাঁও গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শিক্ষানবিশ আইনজীবীর নাম ইমাদ উদ্দিন রকিব (৪৪)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সিন্দুরখার ইউনিয়নের তেলিআবদা কোনাগাঁও গ্রামের খলিল মিয়া ও আজিম উদ্দিনের মধ্যে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। এ নিয়ে গ্রাম্য সালিসে সমাধান না হয়ে আদালতে মামলাও হয়। আজ সকালে আজিম উদ্দিনের তিন ছেলে বিরোধপূর্ণ জমিতে হালচাষ করতে গেলে উভয় পক্ষ বিবাদে জড়ায়।

একপর্যায় প্রতিপক্ষের দেশীয় অস্ত্রের আঘাতে আজিম উদ্দিনের ছোট ছেলে ইমাদ উদ্দিন রকিব, হেলাল উদ্দিন আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক ইমাদ উদ্দিন রকিবকে মৃত ঘোষণা করেন। হেলাল উদ্দিনকে গুরুতর আহত অবস্থায় সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিনয় ভূষণ রায় জানান, মরদেহটি ময়নাতদন্তের

গুলিতে ট্রাম্পের ডান কান

এটা দিয়েই সে ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়েছে। ম্যাথিউ ক্রুকস পেনসিলভ্যানিয়ার বাসিন্দা।

সে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির নিবন্ধিত একজন ভোটার। ডনালড ট্রাম্প পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলার এলাকার বাটলার ফার্ম শো গ্রাউন্ডে নির্বাচনী জনসভা করার সময় প্রায় ১৩০ গজ দূরের একটি ভবনের ছাদ থেকে গুলি চালায় ম্যাথিউ ক্রুকস। গুলিটি ট্রাম্পের ডান কান ফুটো করে বেরিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পালটে যায় বিশ্বের টেলিভিশন ও অনলাইনের সংবাদ শিরোনাম। নিয়মিত প্রোগ্রাম বাতিল করে ব্রেকিং নিউজ দেয়া শুরু করে তারা। এতে বলা হয়, শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে ট্রাম্প বক্তব্য দেয়ার কয়েক মিনিট পরেই গুলি চালানো হয়। বেশ কয়েক দফা গুলির শব্দের মধ্যে ট্রাম্প তার বক্তব্য থামিয়ে দিয়ে আকস্মিকভাবে ডানহাত দিয়ে কান চেপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকিং বা ডুব দেয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়েন। ছুটে যায় সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা। তারা গিয়ে ট্রাম্পকে রক্ষা করতে বেষ্টনী তৈরি করেন। ততক্ষণে ট্রাম্পের নিরাপত্তায় থাকা সদস্যরা অন্য একটি ভবনের ছাদ থেকে হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করে। পরে একটি ছাদের উপর তার মৃতদেহ পড়ে আছে দেখা যায়। ততক্ষণে হামলাকারী ম্যাথিউ ক্রুকসের গুলিতে র‍্যালিতে অংশ নেয়া একজন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে সিক্রেট সার্ভিস, বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থা সেখানে সক্রিয় থাকার পর কীভাবে এমন ঘটনা ঘটলো। কেউ কেউ নিরাপত্তা ঘাটতির জন্য সিক্রেট সার্ভিস, বিভিন্ন সংস্থার দিকে আঙ্গুল তুলছেন। চলছে নানা বিশ্লেষণ। ওদিকে যখন এই হামলার ঘটনা ঘটে তখন দেলাওয়ার রাজ্যে নিজের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ট্রাম্প নিরাপদ আছেন এটা জেনে স্বস্তি প্রকাশ করেন তিনি। কাল বিলম্ব না করে এয়ারফোর্স ওয়ানে করে ছুটে যান ওয়াশিংটনে। শনিবার রাতেই তিনি টেলিফোনে কথা বলেন ট্রাম্পের সঙ্গে। সঙ্গে দলমতনির্বিশেষে সবাই এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কমপক্ষে আটটি গুলি ছোড়া হয়েছে। সিক্রেট সার্ভিস হামলাকারীকে হত্যা করেছে। তাকে শনাক্ত করেছে এফবিআই। তার নাম ম্যাথিউ ক্রুকস। কি উদ্দেশ্যে সে এই হামলা চালিয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে তারা।

ঘটনা কি 'সাজানো নাটক'

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রে তৃতীয়বারের মতো ডোনালড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনার পেছনের উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা করেছেন দেশটির আইনপ্রয়োগকারী কর্মকর্তারা। ওই হামলার কয়েক মিনিটের মধ্যে দেশটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'মঞ্চস্থ' শব্দটি ব্যাপক প্রচার হতে শুরু করে। তাদের অনেকে ট্রাম্পের ওপর তরুণের গুলির ঘটনাকে 'সাজানো নাটক' বলেও অভিহিত করেছেন।

'মঞ্চস্থ' শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোতে চরম ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সমার্থক হয়ে উঠেছে। দেশটিতে প্রায়ই আক্রমণ বা গুলির ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি বলেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইন্টারনেটের অন্যান্য জনপ্রিয় সব বিষয়কে ছাড়িয়ে গেছে মঞ্চস্থ শব্দটি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এই শব্দটি ব্যবহার করে অসংখ্য পোস্ট করা হয়েছে; যা লাখ লাখ মানুষ দেখেছেন। তবে এসব পোস্টের বেশিরভাগই অসমর্থিত গুজব, বিদ্বেষমূলক বক্তৃতা ও গালাগালিতে ভরা।

অতীতে মার্কিন প্রেসিডেন্টদের হত্যা প্রচেষ্টাতেও বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়ানোর নজির রয়েছে। এর সবচেয়ে সুপরিচিত উদাহরণ ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে জন এফ কেনেডিকে হত্যার ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রে সেসময়ও এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে ভিত্তিহীন গুজব বেড়েছিল।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে ব্যবহৃত 'মঞ্চস্থ' শব্দটি কেবল প্রতিশ্রুতিশীল রাজনৈতিক সমর্থক গোষ্ঠীর মাঝেই সীমিত ছিল না। বরং অন্যান্য ব্যবহারকারীদের টাইমলাইনেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুপারিশ করা হয়েছিল; কারণ বাটলারে আসলে কী ঘটেছে তা বোঝার চেষ্টা করেছিলেন তারা। এছাড়া ব্লু টিকধারী এক্স ব্যবহারকারীরা এই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়ে বেশি পোস্ট করায় তা আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে মুহূর্তের মধ্যে ট্রেন্ডে পরিণত হয়েছে শব্দটি।

বরাবরের মতো এসব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব বৈধ প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির মাধ্যমে শুরু হয়েছে। অনেকেই নিরাপত্তা ব্যর্থতাকে দায়ী করে এই ধরনের হামলার ঘটনা কীভাবে ঘটতে পারে সেটি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

আবার অনেকে প্রশ্ন করেছেন, হামলাকারী কীভাবে ছাদে উঠলেন? কেন তাকে থামানো হল না? এসব প্রশ্ন হামলার ঘটনায় অবিশ্বাস, জল্পনা এবং বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। এক্সে এক মিলিয়নেরও বেশিবার দেখা হয়েছে, এমন একটি পোস্টে বলা হয়েছে, "এটা একেবারে সাজানো।" এতে আরও বলা হয়, "ভিড়ের মাঝে কেউ দৌড়াচ্ছেন না কিংবা কাউকে আতঙ্কিতও দেখাচ্ছে না। ব্যাপক ভিড়ের মাঝে কেউ প্রকৃত বন্দুকের শব্দ শুনতে পায়নি। আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি তাকে (ট্রাম্প) বিশ্বাস করি না।"

যে ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্ট থেকে এই পোস্টটি করা হয়েছে, তিনি আয়ারল্যান্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের বাসিন্দা। তার ওই পোস্টের নিচে এক্সের পক্ষ থেকে একটি ট্যাগ জুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাটলারের গুলির ঘটনাটি সত্য। সমাবেশের ভেতর ও বাইরের অন্যান্য ফুটেজে সেখানে উপস্থিত লোকজনের মাঝে আতঙ্ক ও ভয়– উভয়ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

হামলার ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসা ছবি ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে উড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে মার্কিন বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) ওয়াশিংটনে নিযুক্ত প্রধান আলোকচিত্রী ইভান ভুকির তোলা ব্যাপকভাবে প্রশংসিত একটি ছবিতে হামলার ঘটনা পরিষ্কার হয়। ছবিতে দেখা যায়, ডোনালড ট্রাম্প মুষ্টিবদ্ধ হাত উঁচিয়ে আছেন। এ সময় তার মুখ ও কানে রক্তের দাগ এবং মঞ্চের পেছনে মার্কিন পতাকা দেখা যায়।

'আমার বাসার পিয়ন এখন

জাহাঙ্গীরের চার তলা বাড়ি আছে। ওই বাড়িতেই জাহাঙ্গীর থাকতেন। সেখানে এখন কেউ নেই। সব ফ্লোর তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

মীর হোসেন সাংবাদিকদের জানান, জাহাঙ্গীর দুই বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক সন্তান আর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিন সন্তান রয়েছে। প্রথম স্ত্রী দেশে আছেন, তবে তার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

মীর হোসেন বলেন, আমরা এত দিন জানতাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার খুবই ভালো সম্পর্ক। তার কার্যালয়ে আসা-যাওয়া আছে। হঠাৎ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার কথা শুনে লজ্জিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ি। সন্ধ্যায় বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখনো জাহাঙ্গীর দেশেই ছিল। এরপর রাতে শুনেছি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে। এর আগে রবিবার বিকালে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তার বাসার সাবেক এক পিয়নের অর্থসম্পদের বিষয়টি সামনে আনেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার বাসায় কাজ করেছে, পিয়ন ছিল সে, এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। বাস্তব কথা। কী করে বানাল এত টাকা? জানতে পেরেছি, পরেই ব্যবস্থা নিয়েছি।' প্রধানমন্ত্রী ওই পিয়নের পরিচয় নিয়ে ইঙ্গিত না দিলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একাধিক সূত্র জানান, সেই পিয়নের নাম জাহাঙ্গীর আলম। তাকে নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। তার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীর প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের দুই মেয়াদের পুরোটা সময় এবং প্রধানমন্ত্রীর টানা তৃতীয় মেয়াদেরও কিছু সময় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলে থাকার সময়ও জাহাঙ্গীর তাঁর বাসভবন সুধাসদনের ব্যক্তিগত স্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী হলেও নিজের পরিচয় দিতেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিশেষ সহকারী হিসেবে। এ পরিচয় ব্যবহার করে নিয়মিত সচিবালয়ে তদবির বাণিজ্য করতেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার কাছে নানা তদবির করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। একই পরিচয় ব্যবহার করে তিনি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদও বাগিয়ে নিয়েছিলেন। নোয়াখালী-১ সংসদীয় আসনে নিজের একটি রাজনৈতিক বলয় তৈরি করেছেন।

জাহাঙ্গীরের ব্যাংক হিসাব জব্দ :

এদিকে জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী কামরুন নাহার ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব থাকলে সেসব হিসাবের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৩(১)(গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

স্টেপনিতে নির্মিত হবে

করা হবে।

কেবিনেট মেম্বার ফর রিজেনারেশন, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট এন্ড হাউজ বিলডিং, কাউন্সিলর কবির আহমেদ বলেছেন, "এটি টাওয়ার হ্যামলেটসের জন্য সত্যিই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যানিং অ্যাপ্লিকেশন যা স্টেপনি এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন কাউন্সিল মালিকানাধীন বাড়ি নির্মাণ এবং একটি বড় বিনিয়োগ নিশ্চিত করবে। আমাদের বারাতে ওভারক্রাউডিং সমস্যা (ঠাসাঠাসি অবস্থায় বসবাস করা) মোকাবেলা করতে সাহায্য করার জন্য বড় আকারের পরিবারের উপযোগী ঘর সহ বিভিন্ন সাইজের ফ্ল্যাট নির্মান এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।"

কাউন্সিলর কবির আহমদ বলেন, "কাউন্সিল ৪,০০০টি নতুন বাড়ি সরবরাহের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই প্রকল্পটি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।"

গত আর্থিক বছরে কাউন্সিল ১,০৬৪টি নতুন সামাজিক - ভাড়া বাড়ি সরবরাহ করেছে এবং ৬৪৬টি সাশ্রয়ী মূল্যের বাড়ি নির্মানের প্ল্যানিং এপ্লিকেশন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে, কাউন্সিল ১৬১ জন ওভারক্রাউডেড পরিবারকে ঘর দিয়েছে এবং ৪০ শতাংশ পরিবারকে আবাসন না থাকায় গৃহহীন হয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে বাচাতে সক্ষম হয়েছিল।

বরা জুড়ে কাউন্সিলের আরও কয়েকটি আবাসন প্রকল্পের কাজ চলছে. এগুলো হলো- আলফ্রেড স্ট্রিট, বো এই স্কিমের আওতায় হ্যারিস হাউসের পিছনে একটি অব্যবহৃত গ্যারেজ সাইটে তিনটি, চার বেডরুমের বাড়ি এবং একটি, দুই বেডরুমের অ্যাক্সেসযোগ্য বাংলো তৈরি করা হচ্ছে। এটি নির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর পরিবারগুলি এখানে স্থানান্তরিত হবে।

ওয়াটার টেরেস, স্টেপনি এটি আরেকটি স্কিম যেখানে অব্যবহৃত গ্যারেজ গুলো ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং এখানে নির্মাণ করা হচ্ছে পরিবারের আকার ঘর। এই স্কিমটি চারটি, চার বেডরুমের ঘর প্রদান করবে এবং এটি কাউন্সিলের প্রকল্প ১২০-এর অংশ, যা অটিজম আক্রান্ত পরিবারগুলির জন্য সম্পূর্ণরূপে অভিযোজিত বাড়ি তৈরি করে। এগুলো জুলাই ২০২৪ এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা।

নোরা স্মিথ হাউস, বো স্কিম এর অধীনে নির্মিত হচ্ছে ১৭টি বাড়ি এবং দুর্বল প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের সহায়তায় একটি সাত বেডরুম বিশিষ্ট সাপোর্টেড আবাসন। এর নির্মান কাজ চলছে এবং আগস্টে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। এর নামকরণ করা হয়েছে নোরা স্মিথের নামে, যিনি ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলনকারী, জনহিতৈষী এবং ফটোগ্রাফার ছিলেন এবং যিনি তার ব্যক্তিগত সংস্থদ ও শৈল্পিক প্রতিভা সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

হেইলিন স্কোয়ার, বো এই প্রকল্পের চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং চলতি জুলাই মাসেই শেষ হওয়ার কথা। হেইলিন স্কোয়ার একটি আট তলা বিলডিং, যেখানে থাকবে বিভিন্ন আকারের ৩২টি ফ্ল্যাট। এর নিচতলায় দোকান, বাচ্চাদের খেলার মাঠ, গাড়ি পার্কিং এবং ল্যান্ডস্কেপিং এর জায়গাও থাকবে।

উইকফোর্ড স্ট্রিট, বেথনাল গ্রিন দু'টি বিলডিং জুড়ে ৩৩টি নতুন বাড়ির তৈরি করার জন্য এই সাইটে একটি বিলডিং এবং গ্যারেজ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। প্রথমটি, একটি পার্ট - টু, পার্ট - থ্রি এবং ৬ তলা বিলডিংয়ে ১৫টি বাড়ি এবং দ্বিতীয়টি, একটি পার্ট - থ্রি এবং পার্ট - ফাইভ বিলডিংয়ে ১৮টি ফ্লাট থাকবে। থাকবে কমিউনাল এরিয়া এবং নিরাপদ সাইকেল স্টোরেজ। ২০২৫ সালের প্রথম দিকে এই স্কিমের প্রথম ধাপটি শেষ হওয়ার কথা।

টাওয়ার হ্যামলেটসে ফ্রি

অর্ধেকই হয় অতিরিক্ত ওজন সমস্যায় আক্রান্ত বা স্থূল। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, টাওয়ার হ্যামলেটসে পুরুষের তুলনায় নারীদের মধ্যে নিষক্রিয় থাকা বা কোনরূপ ব্যায়াম না করার সম্ভাবনা বেশি এবং গড় আয়ুর ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তুলনায় ৭ বছর পিছিয়ে। বারায় নারীর গড় আয়ু হচ্ছে ৫৮ আর পুরুষদের ৬৫ বছর।

অন্যান্য বয়সের লোকজনের মধ্যে ৬০ ভাগ ফিজিক্যাল এক্টিভিটি করলেও ৫৫ উর্ধ্ব বয়সী পুরুষদের মাত্র ২০ শতাংশ শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকেন। সে কারনে নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হন তারা। নতুন বিনামূল্যে সাঁতারের প্রোগ্রামের সূচনা এই বৈষম্যগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান, এবং কালচার এন্ড রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর কামরুল হোসাইন সোমবার ১৫ জুলাই পপলার বাথস্ লেজার সেন্টার এন্ড জিমে ফ্রি সাঁতারের নতুন কর্মসূচিটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন। এসময় সাঁতারের উপকারিতা এবং পানিতে সুরক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলার জন্য উপস্থিত ছিলেন বারার সাঁতারের অংশীদার, সুইম ইংল্যান্ড এর আলি নয়সি এবং রয়্যাল লাইফ সেভিং সোসাইটি (আরএলএসএস) এর ম্যাট ক্রোক্সল। স্থানীয় বিভিন্ন সংগঠন ও তরুণ-তরুণীরা ফ্রি সাঁতার কার্যক্রম লঞ্চিং ইভেন্টে যোগ দেন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, "আমরা স্বাস্থ্য বৈষম্য কমাতে এবং স্বাস্থ্য ও সুস্থতায় বিনিয়োগ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের লেজার সার্ভিসেস সরাসরি কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা এবং 'বি ওয়েল' নামে নতুন ব্র্যান্ড তৈরি করা এই অর্জনের দিকে আমাদের অনেক পদক্ষেপের মধ্যে একটি।"

মেয়র আরও বলেন, "১৬ বছরের বেশি বয়সী মেয়ে ও মহিলা এবং ৫৫ বছরের বেশি বয়সীরা শারীরিকভাবে সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা কম। টাওয়ার হ্যামলেটসের মতো নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যপূর্ণ কমিউনিটিগুলোর মধ্যে এই বৈষম্যগুলো আরও বেশি।"

কাউন্সিলের কালচার এবং রিক্রিয়েশন বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মোহাম্মদ কামরুল হোসাইন বলেছেন, "মেয়রের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিনামূল্যে সাঁতার কাটার কর্মসূচি চালু করতে পেরে আমরা উচ্ছ্বসিত এবং এটি কমিউনিটির জন্য যে সুবিধাগুলো নিয়ে আসবে তা দেখার জন্য উন্মুখ।"

উল্লেখ্য, লেজার সার্ভিস সদস্যপদ গুলোকে আরও সহজতর করার মাধ্যমে একটি মেম্বারশীপের অধীনে ছয়টি অবসর কেন্দ্রে (লেজার সেন্টার) অ্যাক্সেস প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইয়র্ক হলের স্পা, জন অরওয়েলের নতুন স্পিন স্টুডিও এবং মাইল এন্ডের পিচগুলিকে সংস্কার করা সহ নতুন ফিটনেস সরঞ্জাম এবং আপগ্রেডিং কেন্দ্রগুলিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি কাউন্সিলের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার ক্লাস এবং প্রোগ্রামগুলোকে বৈচিত্র্যময় করা হয়েছে।

বারার সাতটি লেজার সেন্টারের মধ্যে পাঁচটিতেই রয়েছে সাঁতারের সুবিধা এবং এগুলো ইংল্যান্ডের জাতীয়ভাবে অনুমোদিত সাঁতারের কাঠামো গ্রহণ করেছে।

নতুন এই সার্ভিসে ২৫০ জনেরও বেশি কর্মী জিএলএল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এছাড়া নতুন পরিষেবার শূন্য পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাজ্যে সুইমিং এর সোশ্যাল ভ্যালু হচ্ছে ২.৪ বিলিয়ন পাউন্ড। ২০২২ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত সাঁতার কাটায় ৭৮ হাজার ৫০০ মানুষ রোগ মুক্ত হয়েছেন, এর মধ্যে ডায়াবেটিস ও ডিমেনশিয়ার মতো রোগও রয়েছে।

কারবালার স্মৃতি নিয়ে এলো মহররম

মুহাম্মদ মনজুর হোসেন খান

নবি করিম (সাঃ)-এর দৌহিত্র, হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) আশুরার দিনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইয়াজিদ সৈন্য বাহিনীর হাতে কারবালার প্রান্তরে শাহাদতবরণ করেন। ঘটনাটি ৬১ হিজরির ১০ মহররম সংঘটিত হয়েছিল।

এ মর্মান্তিক ঘটনাটি এতই লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক যে, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান আজও তা ভুলতে পারেনি-পারবেও না। কিন্তু মাতম করলেই এ দিনের কর্তব্য শেষ হওয়ার নয় বরং আমাদের অন্যায়, জুলুম, অনাচার এবং পাপাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থেকে এগিয়ে যেতে হবে শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজে।

হিজরি ৪০ সালের ১৭ রমজান শুক্রবার হজরত আলী (রা.) ৬৩ বছর বয়সে আবদুর রহমান ইবনে মুলজিম নামক আততায়ীর হাতে শাহাদতবরণ করেন। তিনি ৩ পুত্র রেখে যান-ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (বিবি ফাতেমার গর্ভে) এবং মোহাম্মদ হানাফিয়া ইবনে আলী (২য় স্ত্রীর গর্ভে)।

ইমাম হাসান (রা.) কারবালার যুদ্ধের আগেই মৃত্যু মুখে পতিত হন। মোহাম্মদ হানাফিয়া ওই সময়ে জীবিত ছিলেন; কিন্তু ইমাম হোসাইনের সঙ্গে কারবালায় ছিলেন না। আমিরে মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর তার ছেলে ইয়াজিদ সব রাজ্যের (মদিনা, সিরিয়া, কুফা) ইত্যাদি শাসনভার গ্রহণ করে। তখন ইমাম হোসাইন মদিনায় ছিলেন। ইয়াজিদের শাসনভার গ্রহণের বিষয়ে তৎকালীন সময়ের অধিকাংশ সাহাবা একমত ছিলেন না। অনেকটা অস্ত্রের জোরে মুসলমানদের ক্ষমতা দখল করে।

ইয়াজিদ মদিনার গভর্নরের মারফত, ইমাম হোসাইন (রা.)কে ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করতে বলে। কিন্তু হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)-এর দৌহিত্র, আদরের নাতি, একজন সাচ্চা ইমানদার হয়ে একজন ইসলামবিরোধী, জুলুমবাজ শাসকের আনুগত্য করা কি সম্ভব? স্বাভাবিকভাবে তিনি আনুগত্যে রাজি হননি।

তখন ইয়াজিদ মদিনার গভর্নরকে নির্দেশ দেয়, বাইয়াত গ্রহণ না করলে ইমাম হোসাইনকে কারাগারে নিক্ষেপ করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে। মদিনার গভর্নর তখন ভীষণ বিপদে পড়ে যান। তিনি কীভাবে প্রিয় নবিজির নাতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করবেন? তিনি তখন হজরত ইমাম হোসাইনকে অনুরোধ করেন মদিনা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে। ইমাম হোসাইন বাধ্য হয়ে তখন মক্কায় হিজরত করেন। এহেন অবস্থায় কুফাবাসী চিঠির পর চিঠি দিয়ে ইমাম হোসাইনকে কুফা যাওয়ার অনুরোধ জানায় এবং ভরসা দেন যে, তিনি কুফা গেলেই সবাই তার বাইয়াত গ্রহণ করবেন।

এভাবে প্রায় দেড়শ চিঠি পাওয়ার পর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য নিজের চাচাতো ভাই হজরত ইমাম মুসলিম ইবনে আকিলকে তিনি কুফায় পাঠান। কুফাবাসী তাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন এবং তার হাতে ইমাম হোসাইন (রা.)-এর পক্ষে বাইয়াত গ্রহণ করা শুরু করেন। মুসলিম ইবনে আকিল এতে অত্যন্ত খুশি হয়ে বাইয়াত গ্রহণের বর্ণনা দিয়ে, হজরত ইমাম হোসাইনকে (রা.) সপরিবারে কুফা আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিঠি পাঠান।

হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) তখন পরিবারবর্গকে নিয়ে (৭২ জন সদস্য) কুফার উদ্দেশে যাত্রা করেন। এদিকে, ধূর্ত ইয়াজিদ কুফার গভর্নরকে পরিবর্তন করে সেখানে উবাইদুল্লাহ ইবনে জিয়াদকে নতুন গভর্নর করেন-সে ছিল হিংস্রতা, নির্মমতার এক জ্বলন্ত প্রতীক।

ইবনে জিয়াদ কুফায় এসে হজরত মুসলিম ইবনে আকিলকে শহিদ করেন এবং ৪ হাজার দুর্দান্ত সৈন্য দ্বারা কারবালা ঘিরে রাখেন, যাতে করে হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) কুফা যেতে না পারে অর্থাৎ কারবালায় তাঁবু ফেলতে বাধ্য হন। হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) ৬০ হিজরির জিলহজ মাসের শেষের দিকে রওয়ানা হয়ে, ৬১ হিজরি মহররম মাসের ৮ তারিখে কারবালার প্রান্তরে পৌঁছান।

এদিকে ইয়াজিদের সৈন্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেখানে তাঁবু ফেলতে বাধ্য হন তিনি। ইয়াজিদের সৈন্য বাহিনী ঘোষণা করে আনুগত্য স্বীকার করুন, নতুবা যুদ্ধ করুন। হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) তখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করাই শ্রেয় মনে করলেন।

আশুরার দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত একে একে ৭১ জন শহিদের লাশ ইমাম হোসাইন (রা.) কাঁধে বয়ে তাঁবুতে নিয়ে এলেন। এরপর নিজে লুটিয়ে পড়লেন যুদ্ধ করতে করতে।

শত্রুরা হজরত জয়নাবসহ রুগ্ণ শিশু, পুত্রহীনা ও বিধবা

> ইয়াজিদ ভণিতাপূর্ণ দরদমাখা কথাবার্তা বলেছিল, যাতে লোকজন তার বিরুদ্ধে চলে না যায় এবং লোকেরা যেন মনে করে, সে এ ধরনের আচরণ করার পক্ষপাতি ছিল না।

সর্বমোট ১২ জনকে এক শেকলে বেঁধে শেকলের এক মাথা হজরত জয়নুল আবেদিনের বাহুতে বেঁধে এবং অন্য মাথা হজরত জয়নাবের বাহুতে বেঁধে দেয়। ইয়াজিদ তাদের তপ্ত মরুতে এখানে-সেখানে, হাটে-বাজারে ঘুরিয়েছে, যাতে দুনিয়াবাসী জানতে পারে ইয়াজিদ বিজয় অর্জন করেছে। কিন্তু কারবালার প্রান্তরে ইয়াজিদ যদি ইমাম হোসাইনের পরিবারকে বন্দি না করত, তাদের নিয়ে বিজয় মিছিল না করত, তাহলে হয়তো ইমাম হোসাইনের শাহাদতের বিজয় কারবালার উত্তপ্ত ধুধু ধূলিকণার সঙ্গে উড়ে বেড়াত।

নবি পরিবারকে বন্দি অবস্থায় কুফা থেকে শতশত মাইল দূরে সিরিয়ায় মুয়াবিয়ার সবুজ রাজপ্রাসাদে আনা হলো। কিন্তু হজরত জয়নাব এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পরও ইয়াজিদের দরবারে এমন সাহসী ভূমিকা রাখলেন যে, পুরো দরবার কেঁপে উঠল। তার ভাষণ শুনে উপস্থিত সবাই হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল। ইয়াজিদও নিশ্চুপ হয়ে গেল। হজরত জয়নাবের তেজস্বী বক্তব্যে সিরিয়ায় বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখে চতুর ইয়াজিদ তার কৌশল বদলাতে বাধ্য হলো। বন্দিদের সসম্মানে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করল।

ইয়াজিদ তার প্রতিনিধি ইবনে জিয়াদকে কী নির্দেশ দিয়েছিল তা অপ্রকাশিত। কিন্তু ইবনে জিয়াদ যে ঘৃণ্য-জঘন্য কাজ করেছিল তাতে ইয়াজিদের পূর্ণ সমর্থন ছিল, তা তার পরবর্তী কার্যক্রমে প্রকাশ পেয়েছিল। কারবালার ঘটনা শুনে ইয়াজিদ অনুতপ্ত মনে দুঃখ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সেসবই ছিল ভণিতাপূর্ণ। মুখে এক রকম বললেও কাজ করেছিল বিপরীত। সে শহিদদের মস্তক মুবারকগুলোকে রাতে রাষ্ট্রীয় ভবনের শাহি দরজায় টাঙ্গানোর জন্য এবং দিনে দামেস্কের অলি-গলিতে ঘোরানোর নির্দেশ দিয়েছিল। তার নির্দেশ মতো মস্তক মুবারক দামেস্কের অলি-গলিতে ঘোরানো হয়েছিল।

এতে প্রমাণিত হয়েছে, ইয়াজিদ ভণিতাপূর্ণ দরদমাখা কথাবার্তা বলেছিল, যাতে লোকজন তার বিরুদ্ধে চলে না যায় এবং লোকেরা যেন মনে করে, সে এ ধরনের আচরণ করার পক্ষপাতি ছিল না।

কিন্তু ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে এটি পরিষ্কার হয়ে যায়, হজরত আলী (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হজরত ইমাম হাসান (রা.)কে বিষপানে শহিদ করা, কারবালার প্রান্তরে হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) ও রাসূল (সা.)-এর পরিবারের প্রায় সব সদস্যকে নিঃসংকোচে হত্যা করা সবই অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল। হজরত ইমাম হোসাইন (রা.) অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার না করে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ করে শাহাদতবরণ করেন। কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা সত্য-সুন্দর প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী চেতনাকে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে, কারবালার শহিদানের স্মৃতি যুগ যুগ ধরে মানব জাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে চিরদিন প্রেরণা জুগিয়ে আসবে।

লেখক : গবেষক, কলামিস্ট

রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারীর ঠিকানা জাহান্নাম

মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ হাশেমী

যেসব সম্পদে সবার অধিকার রয়েছে, এমন সম্পদকে পবিত্র আমানত হিসাবে ঘোষণা করেছে ইসলাম। এ আমানত রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক দায়িত্ব। পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমাদের প্রাপ্য আমানতগুলো প্রাপকের কাছে ফিরিয়ে দাও।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-৫৮)।

মহানবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) ইরশাদ করেন, 'যার আমানত নেই, তার ইমান নেই।' (মুসনাদে আহমদ) । পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর এ মর্মবাণী অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রত্যেক মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব। মহানবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) আরও ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি দখল করে, কিয়ামতের দিন সাত স্তবক জমিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' (সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)।

রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করা কবিরা গুনাহ। এর ফলে কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকারীকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। সাহাবি হজরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'খায়বার যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তি কোনো দ্রব্য আত্মসাৎ করে। পরে সে মারা গেলে রাসূলে কারিম (সা.) নিজে তার জানাজা পড়াননি। বরং বললেন, তোমাদের এ সঙ্গী আল্লাহর পথের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা তার জিনিসপত্র তল্লাশি করে তাতে একটি রেশমি বস্ত্র পেলাম, যার মূল্য হয়তো দুই দিরহাম হবে।' (মুয়াত্তা, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজা)।

আজকে যারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করছেন, এ সম্পদই কিয়ামতের দিন তাদের জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে। একবার রাসূল (সা.) ইবনুল লুতবিয়া নামক এক সাহাবিকে বায়তুল মালের অর্থ আদায়ের জন্য নিয়োগ করেন। তিনি ফিরে এসে আদায়কৃত অর্থগুলো

> আজকে যারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করছেন, এ সম্পদই কিয়ামতের দিন তাদের জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে। একবার রাসূল (সা.) ইবনুল লুতবিয়া নামক এক সাহাবিকে বায়তুল মালের অর্থ আদায়ের জন্য নিয়োগ

দুই ভাগে ভাগ করে রেখে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এগুলো বায়তুল মালের আর এগুলো আমার। মানুষ এগুলো আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। তার কথা শুনে রাসূল (সা.) খুব রেগে গেলেন। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে ডেকে দীর্ঘ এক ভাষণ দিলেন।

তিনি বললেন, তোমাদের কাউকে আমি সদকা আদায়ের জন্য পাঠালে, সে ফিরে এসে বলে, এগুলো বায়তুল মালের আর এগুলো মানুষ আমাকে হাদিয়া দিয়েছে। সে কি চিন্তা করে দেখেছে, যদি সে বাড়ি বসে থাকত তাহলে মানুষ তাকে হাদিয়া দিত? আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউ কিয়ামতের দিন উট কাঁধে করে উঠবে। সে উট চিৎকার করে ডাকতে থাকবে। সে আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসবে, কিন্তু সে দিন আমি তার কোনো সাহায্যই করতে পারব না। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)। আলোচ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মসাৎকারী কিয়ামতের দিন আত্মসাৎকৃত বস্তু কাঁধে নিয়ে উঠবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ করার পাপ থেকে দূরে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন!

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৯	৩:১৬	৫:০৪	০১:১২	৬:৩৪	৯:১০	১০:১৬
শনিবার	২০	৩:১৭	৫:০৫	০১:১২	৬:৩৪	৯:০৮	১০:১৪
রবিবার	২১	৩:১৮	৫:০৬	০১:১২	৬:৩৩	৯:০৭	১০:১৩
সোমবার	২২	৩:২১	৫:০৮	০১:১২	৬:৩২	৯:০৬	১০:১১
মঙ্গলবার	২৩	৩:২২	৫:০৯	০১:১২	৬:৩২	৯:০৫	১০:১০
বুধবার	২৪	৩:২৪	৫:১০	০১:১২	৬:৩১	৯:০৩	১০:০৮
বৃহস্পতিবার	২৫	৩:২৬	৫:১২	০১:১২	৬:৩০	৯:০২	১০:০৬

ডোনালড ট্রাম্পের ওপর হামলা

কী প্রভাব পড়বে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে

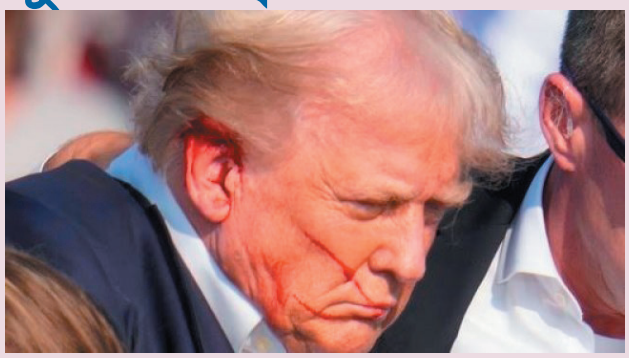

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের ওপর হামলা হয়েছে। এ হামলার ফলে ট্রাম্পের সমর্থন বৃদ্ধি পেতে পারে বলে বেশ কয়েকজন বিশ্লেষক আল-জাজিরাকে জানিয়েছেন।

রোববার কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজ্যগুলোতে বাইডেন ও ট্রাম্পের মধ্যে খুব কম পরিমাণে ব্যবধান দেখা গেছে। তবে এ ঘটনা নভেম্বরের নির্বাচনে একটি পার্থক্য তৈরি করতে পারে।

জরিপগুলো দেখিয়েছে, গত মাসে বাইডেনের দুর্বল বিতর্কের পারফরম্যান্সে ট্রাম্পও কিছুটা উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। যদিও ভোটারদের মধ্যে ফলাফল তুলনামূলকভাবে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি এনপিআর/পিবিএস নিউজআওয়ার/মারিস্ট জরিপে দেখা গেছে যে- বাইডেন ৫০ শতাংশ জনপ্রিয়তা নিয়ে ট্রাম্পের চেয়ে এগিয়ে আছেন। যেখানে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ছিল ৪৮ শতাংশ।

এদিকে ট্রাম্পের ওপর হামলার পর এখন আর কোনো হুমকি নেই বলে জানিয়েছেন পেনসিলভানিয়া রাজ্য পুলিশের এক কর্মকর্তা।

হামলার বিষয়ে এখন পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে

পেনসিলভানিয়ার বাটলারে ডোনালড ট্রাম্প এক সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। বক্তব্য শুরুর পাঁচ মিনিট গুলির শব্দ শোনা যায়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সিক্রেট সার্ভিস সদস্যরা ট্রাম্পকে ঘিরে ফেলেন। তার কানে ও মুখের এক পাশে রক্ত দেখা গেছে।

মঞ্চ থেকে নামিয়ে গাড়িতে ওঠানোর সময় তাকে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে তুলতে দেখা যায়।

সিক্রেট সার্ভিস মুখপাত্র অ্যান্থনি গুগলিয়েলমি বলেছেন প্রেসিডেন্ট নিরাপদ এবং ঘটনাটি সিক্রেট সার্ভিস তদন্ত করছে।

ডোনালড ট্রামের প্রচার দল জানিয়েছে যে- সাবেক প্রেসিডেন্ট এখন 'ভালো আছেন'।

রিপাবলিকানদের প্রতিক্রিয়া

রিপাবলিকান পার্টির বহু রাজনীতিক এ ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে টেনেসির সিনেটর মার্শা ব্ল্যাকবার্ন, কানসাস সিনেটর রজার মার্শাল, গাই রেসচেনথেলার এবং টিম বারশেট। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এর তারা পোস্ট করেছেন- 'ট্রাম্পের জন্য প্রার্থনা'।

'আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের জন্য প্রার্থনা করছি। আশা করছি সবাই আমার সাথে যোগ দিবে,' এক্স- এ লিখেছেন সাবেক স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি।

অস্ত্র বিক্রি নীতি নিয়ে ট্রাম্প কি অবস্থান বদলাবেন?

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই : পেনসিলভানিয়ার বাটলারে শনিবার এক নির্বাচনি সভায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের ওপর গুলি চালানো হয়। গুলি তার ডান কান ছুঁয়ে যায় এবং তিনি মঞ্চে বসে পড়েন। এ ঘটনার পর থেকে আবারও নতুন করে আলোচনায় উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে।

বন্দুকধারীদের নির্বিচার গুলিতে নিরীহ নাগরিকদের মৃত্যুর ঘটনায় বছরের পর বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলছে আলোচনা। একপক্ষ যেমন এর পক্ষে, তেমনি বিপক্ষেও সরব অনেকে। পুরোনো এ বিতর্ক সামনে এসেছে নির্বাচনি জনসভায় ট্রাম্প আহত হওয়ার ঘটনার পর। কেননা ট্রাম্প বারবার নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে তার জোরালো অবস্থান জানিয়ে আসছেন।

আলোচনায় উঠেছে ডোনালড ট্রাম্প আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের নীতি বদলাবেন বলে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, গুলিতে আহত হওয়ার পর এই রিপাবলিকান কি সেই অবস্থান ধরে রাখবেন?

নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে, বাইডেন প্রশাসনের সর্বশেষ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুযায়ী, বর্তমানে আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করার সময় ক্রেতার অপরাধের ইতিহাস আছে কিনা এবং তিনি মানসিকভাবে সুস্থ কিনা, বিক্রেতাদের সেটি নিশ্চিত হওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। বন্দুকধারীদের গুলিতে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী বাইডেনের নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়।

তবে গত ফেব্রুয়ারিতে অস্ত্র অধিকারকর্মীদের সংগঠন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের (এনআরএ) এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেছিলেন, আমার অফিসে ফেরার প্রথম সপ্তাহে, সম্ভবত প্রথম দিনই অস্ত্র মালিক ও প্রস্তুতকারকদের ওপর বাইডেনের প্রতিটি আক্রমণ বন্ধ করা হবে।

শনিবার রাতের হামলার পর ট্রাম্প অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রশ্নে অবস্থান বদলাবেন কিনা,

সেই প্রশ্ন যেমন সামনে আসছে; তেমনই এ ঘটনা আগামী ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির অপরাধ বিজ্ঞান, আইন ও জননীতি বিভাগের অধ্যাপক জেমস অ্যালান ফক্স বলেন, এ ঘটনার পর ট্রাম্পের নির্বাচনি প্রচারণায় 'অস্ত্র সহিংসতা' একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

ট্রাম্পের ওপর হামলাকারীর গুলিতে সমাবেশে আসা এক রিপাবলিকান সমর্থকের প্রাণ গেছে, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুজন। পরে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার গুলিতে ওই পুরুষ আততায়ী নিহত হয়েছেন বলে সিক্রেট সার্ভিসের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

অধ্যাপক ফক্স নর্থইস্টার্ন গ্লোবাল নিউজকে বলেন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিক পদক্ষেপকে সমর্থন করতে চায় না রিপাবলিকান পার্টি। তাদের দলের নেতাকে (ট্রাম্প) গুলি করা হয়েছে। ভাগ্যক্রমে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হননি। তবে এ ঘটনা অস্ত্র সুরক্ষাব্যবস্থার প্রশ্নে তাদের কিছু অবস্থান পুনর্বিবেচনা করতে অবশ্যই সহায়তা করবে।

নর্থইস্টান ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান কোসটাস পানাগোপোলাস বলেন, রাজনৈতিকভাবে গুলির এ ঘটনা ট্রাম্পের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কারণ অনেকেই মনে করেন যে, ট্রাম্পই ভোটে সুবিধা নিতে রাজনৈতিক সহিংসতা এবং বিভাজনের রাজনীতিকে উসকে দিয়েছেন।

নির্বাচনি প্রচার, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও আচরণবিধিবিষয়ক এই বিশেষজ্ঞ অবশ্য পালটাও ঘটতে হতে পারে বলে মন্তব্য করেন। তার মতে, গুলির ঘটনা ট্রাম্পের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের সহানুভূতিও তৈরি করতে পারে। কারণ তিনি স্পষ্টতই রাজনৈতিক সহিংসতা এবং চরমপন্থার ঝুঁকিতে রয়েছেন।

গুলির ঘটনার পর হামলাকারীর বিষয়ে রোববার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা-এফবিআই বলেছে, ট্রাম্পের ওপর হামলাটি করেন ২০ বছর বয়সি টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। সিক্রেট সার্ভিসের গুলিতে নিহত এ তরুণ ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিরই সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত।

হামলাকারীর দলীয় পরিচয় এ বিষয়ক আলোচনায় বাড়তি রসদ জুগিয়েছে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হলে কী করবেন তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলছে।

সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা স্মল আর্মস সার্ভের (এসএএস) হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০ জন নাগরিকের বিপরীতে ১২০টি করে আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকানা রয়েছে। বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ, যেখানে জনসংখ্যার চেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বা বন্দুকের সংখ্যা বেশি। পরিসংখ্যানে এর পরের অবস্থানে থাকা অঞ্চলটি হচ্ছে ফকল্যান্ড আইল্যান্ড, যেখানে প্রতি ১০০ জনের বিপরীতে আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা ৬২ দশমিক ১০। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক।

২০২০ সালের একটি গ্যালাপ-জরিপের বরাতে সিএনএন বলছে, যুক্তরাষ্ট্রে যারা পরিবার নিয়ে থাকেন তাদের ৪৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্কের ঘরে অন্তত একটি বন্দুক রাখেন এবং তাদের এক-তৃতীয়াংশের নিজস্ব মালিকানায় বন্দুক বা আগ্নেয়াস্ত্র আছে।

ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস-অস্টিনের সহযোগী অধ্যাপক জাচ্যারি এলকিনস বলেন, বিশ্বে মাত্র তিন দেশে সাংবিধানিকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার বৈধতা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও গুয়েতেমালায়। এর মধ্যে অন্য দুই দেশে ব্যক্তিপর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্রের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এক-দশমাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক সহিংসতায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের দাবি জোরালো হলেও ট্রাম্প সবসময়ই তার বিরোধিতা করে এসেছেন।

গত ফেব্রুয়ারিতে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমার চার বছরের আমলে কিছুই ঘটেনি। অস্ত্র (নিয়ন্ত্রণ) নিয়ে কিছু একটা করতে আমার ওপর প্রচণ্ড চাপ ছিল। কিন্তু কিছুই করিনি। আমরা হাল ছাড়িনি। নিজেকে অস্ত্র মালিকদের সেরা বন্ধু হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি।

এর আগে ২০২২ সালে হিউস্টনে রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে ট্রাম্প বলেছিলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুপস্থিতিতে কখনো সংকট দেখা দিলে এনআরএর প্রশিক্ষিত সদস্যের চেয়ে আপনার আশপাশে আর কেউ থাকে না।

গুলির ঘটনার পর হামলাকারীর বিষয়ে রোববার সকালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা-এফবিআই বলেছে, ট্রাম্পের ওপর হামলাটি করেন ২০ বছর বয়সি টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। সিক্রেট সার্ভিসের গুলিতে নিহত এ তরুণ ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিরই সদস্য হিসেবে তালিকাভুক্ত।

অতীত অভিজ্ঞতা যা বলছে: অধ্যাপক অ্যালান ফক্স বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এপি, ইউএস টুডে পত্রিকা ও নর্থইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির 'মাস কিলিংস ডেটাবেস' অর্থাৎ বন্দুক হামলায় গণহারে হত্যার তথ্যভাণ্ডারের প্রধান তত্ত্বধায়ক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। তিনি বলেছেন, ১৯৮১ সালের ৩০ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের ৪০তম প্রেসিডেন্ট রিপাবলিকান নেতা রোনালড রিগ্যানকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার পর তার জনপ্রিয়তা বেড়েছিল। তখন যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র আইন কঠোর করার পক্ষে জনসমর্থন বেড়েছিল।

ঘরের নিরাপত্তা, ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র রাখার পক্ষে প্রায় আড়াইশ বছরের পুরোনো রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে রিপাবলিকান পার্টির। এরপরও নিজে বন্দুক হামলার শিকার হওয়ার পর রিগ্যানও তখন ব্যক্তির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার আইনে কড়াকড়ি আরোপে সম্মত হয়েছিলেন।

২০০৮ সালের ৮ জানুয়ারি অ্যারিজোনা রাজ্যের প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা গ্যাবি জিফোর্ডসকে গুলির ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র আইন সংশোধন করার পক্ষে জোর দাবি উঠেছিল। জিফোর্ডস নিজেও একজন 'অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ অধিকারকর্মী' ছিলেন। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় আসার পর ওই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়ন্ত্রণমূলক কিছু পদক্ষেপ নিলেও আইন করে নাগরিকের কাছে অস্ত্র রাখার বিধান বাতিল করতে ব্যর্থ হন।

স্কুলে স্কুলে বন্দুক হামলায় শিশুদের গণহারে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেকবার কাঁদতে দেখা গেছে ওবামাকে। ওই অবস্থায় অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে ওয়াদাও করতে দেখা গেছে তাকে। তবে রিপাবলিকানদের বিরোধিতায় আইন পাশ করাতে পারেননি তিনি। ট্রাম্প সেই রিপাবলিকানদেরই কট্টর অংশের নেতা।

অবশ্য অধ্যাপক ফক্স বলছেন, রিগ্যান ও জিফোর্ডসকে হত্যাচেষ্টার ঘটনার পর যেভাবে অস্ত্র সহিংসতার বিষয়টি সামনে চলে এসেছিল, ট্রাম্পের ঘটনার বেলাতেও তেমনি সেটি আলোচনার শীর্ষে উঠে আসবে।

শেষ হলো আম্বানিপুত্রের বিলিয়ন রুপির বিয়ে

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই : গোটা বিশ্বের চোখ ছিল আম্বানিপুত্রের বিয়ের দিকে। কেউ বলেন শতাব্দীর সেরা বিয়ে। কেউ বলেন গোটা বিশ্বে নাকি এমন বিয়ে আগে কখনো দেখা যায়নি। আবার কেউ আখ্যায়িত করেছেন, 'ওয়েডিং অব দ্য ইয়ার'।

এশিয়ার সব থেকে ধনী ব্যক্তি রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়েতে পাত্রী ছিলেন ছোটবেলার বান্ধবী রাধিকা মার্চেন্ট। যার বাবা 'এনকোর হেলথকেয়ার' সংস্থার সিইও বিরেন মার্চেন্ট। প্রায় ছয় মাসের বেশি সময় ধরে অনন্ত ও রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। গত শুক্রবার ছিল শুভবিবাহ। মহাধুমধাম ও আড়ম্বরের সঙ্গে ওইদিন চার হাত এক হয় অনন্ত ও রাধিকার। রীতিমতো সনাতনী হিন্দু রীতি মেনে রাধিকা মার্চেন্টের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন মুকেশ আম্বানি ও নীতা আম্বানির কনিষ্ঠপুত্র অনন্ত। গত শনিবার ছিল 'শুভ আশীর্বাদ'। আর গতকাল রবিবার ছিল তাদের রিসেপশন। মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে বসে এ বিয়ের আসর। যা ছিল কার্যত চাঁদের হাট। এর আগে তিন দিন ধরে দেশের প্রায় সব গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে আম্বানিদের বিয়ের বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি, ভিডিও এবং রেড কার্পেটে অতিথিদের হেঁটে যাওয়া ভাইরাল হয়েছে। বিভিন্ন গণমাধ্যম সূত্রের

খবর- আম্বানিদের এই মেগা বাজেটের বিয়ের খরচও আগেকার সব রেকর্ডকে ছাপিয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি, পারফর্মারদের প্রাইভেট চার্টার বিমানে নিয়ে আসা, থাকা-খাওয়া, তাদের পারিশ্রমিক, উপহার সব মিলিয়ে খরচ প্রায় ৫ হাজার কোটি রুপি। ফোর্বসের তথ্যানুযায়ী, এই খরচের পরিমাণ আম্বানি পরিবারের মোট সম্পদের শতকরা ০.৫ ভাগ মাত্র। পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৮১ সালের ২৯ জুলাই প্রিন্সেস ডায়ানা এবং প্রিন্স চার্লসের বিয়েতে খরচ হয়েছিল ১,৩৬১ কোটি রুপি। গত বছর ২০২৩ সালের ২২ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এবং দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুমের কন্যা শেখা মাহরা বিনতে মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাকতুম এবং ওই রাজবংশেরই সদস্য শেখ মানা বিন মোহাম্মদ বিন রশিদ বিন মানা আল মাসুম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেই বিয়েতে খরচ হয়েছিল ১,১৪৪ কোটি রুপি।

ট্রাম্পের ওপর এই হামলার কারণ কী

কিরা লারনার

শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলারে ডোনালড ট্রাম্পের সমাবেশে গুলি চালানোর ঘটনা বলছে যে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতার বিরুদ্ধে জোরালো আওয়াজ তোলার সময় এসেছে।

ট্রাম্পের সমাবেশে যে ব্যক্তি গুলি চালিয়েছেন, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসই-বা কী, এটা এখনো পরিষ্কার নয়। সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, ট্রাম্প নিরাপদ। কিন্তু তাঁর সমাবেশে আসা অন্তত একজন এবং সন্দেহভাজন হামলাকারী নিহত হয়েছেন।

কিন্তু এ ঘটনা নিশ্চিত করেই ইঙ্গিত দিচ্ছে, নির্বাচনী বছরে অঘটনের মাত্রা বাড়বে। বিশেষ করে, যখন নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা অব্যাহত হুমকি ও সহিংসতার ভয় পাচ্ছেন।

গত জুনের শেষ দিকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে বেরিয়ে এসেছে, ট্রাম্পের পক্ষে সহিংসতায় সমর্থনের চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সহিংসতায় সমর্থন বেড়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ১০ শতাংশ বা ২ কোটি ৬০ লাখ মানুষ ট্রাম্পের বিপক্ষে সহিংসতায় সমর্থন জানিয়েছেন। অন্যদিকে ৬ দশমিক ৯ শতাংশ বা ১ কোটি ৮০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক ট্রাম্পের পক্ষে সহিংসতায় সমর্থন করেছেন। জানুয়ারি মাসের জরিপে ট্রাম্পের পক্ষ হয়ে সহিংসতায় অপেক্ষাকৃত বেশি মানুষ সমর্থন করেছিলেন।

যে ২ কোটি ৬০ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট পদে আসা ঠেকাতে সহিংসতাকে সমর্থন করেন, তাঁদের ৩০ শতাংশের বেশি মানুষের হাতে নিজেদের বন্দুক আছে। আর ৮০ শতাংশ মানুষের ইন্টারনেট অর্গানাইজেশনাল টুলসে প্রবেশগম্যতা আছে।

শনিবার রাতে গোলাগুলির ঘটনার আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিকাগো প্রজেক্ট অন সিকিউরিটি অ্যান্ড থ্রেটসের পরিচালক বব পেপ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'ট্রাম্পের পক্ষ নিয়ে সহিংসতা করার চেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সহিংসতা করার মনোভাব বেশি লোকের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ট্রাম্পের শাসনের বিরোধিতা করে বাঁ দিক থেকে আসা সহিংসতার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বরাতে সিবিএস নিউজের খবরে জানা যাচ্ছে, রিপাবলিকানদের সম্মেলনটি বিদেশি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, হোমগ্রন (দেশের ভেতরে জন্ম নেওয়া) সহিংস চরমপন্থী, দেশের ভেতরকার সহিংস উগ্রপন্থী গোষ্ঠী, তথাকথিত লোন-উলফ (একক হামলাকারী) কিংবা বন্দুকবাজদের হামলার শিকার হতে পারে বলে বড় ধরনের উদ্বেগ আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থনের এই উত্থান চরম পক্ষপাতিত্ব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্যের ছড়াছড়ি এবং ট্রাম্প ও তাঁর মিত্রদের সহিংস কথাবার্তার মধ্য দিয়ে ঘটেছে। এসব বিষয় একত্র হওয়ায় ২০২১ সালের ৬ জানুয়ারি হাজার হাজার মানুষ ক্যাপিটল হিলে হামলা চালিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও গণতন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একটা সিরিজের অংশ হিসেবে গার্ডিয়ানে প্রথম প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে, দুই পক্ষের (ট্রাম্পের পক্ষে ও বিপক্ষে) মধ্যেই সহিংসতায় সমর্থনের কারণ হলো, স্টাবলিশমেন্টের ওপর অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব।

দুই পক্ষে যাঁরা সহিংসতা সমর্থন করেন, তাঁরা প্রধানত শহুরে আমেরিকান।

সমীক্ষায় আরও উঠে আসে, প্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকানদের মধ্যে ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ মনে করে, আজকে যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিস্থিতি, তাতে নির্বাচন দেশটির সবচেয়ে মৌলিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবে না।

অধ্যাপক পেপ বলেছেন, 'ট্রাম্পের ওপর গুলি আমাদের দেশের রাজনৈতিক সহিংসতার প্রতি সমর্থনের ফলাফল। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের প্রতি প্রতিশোধের হুমকির বিষয়েও আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেছেন, যে দলের বিরুদ্ধেই সহিংসতা হোক

> ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে মিশিগানের গভর্নর গ্রিচেন হুইটমারকে অপহরণের ষড়যন্ত্র করা হয়। আর নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ পর নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা একজন নির্বাহীকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। কারণ হলো, পরাজিত পক্ষের বিশ্বাস ছিল, নির্বাচনের ফলাফল চুরি করা হয়েছে।

না, সবাইকে তাৎক্ষণিকভাবে তার নিন্দা জানানো জরুরি। ট্রাম্পের সমাবেশে গোলাগুলির ঘটনায় রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া এসেছে, সেটা বৃহৎ অর্থে এই ধারণারই অনুরণন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের সহিংসতার কোনো জায়গা নেই। এ ঘটনার নিন্দা জানানোর জন্য আমাদের অবশ্যই এক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।'

বারাক ওবামা এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমাদের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো ঠাঁই নেই।'

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক সহিংসতা নানা রূপ পেয়েছে। এর মধ্যে গত ৬ জানুয়ারির বিদ্রোহ, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হয়রানি ও সহিংস হুমকি এবং নির্বাচনী কর্মকর্তাদের লক্ষ্যবস্তু করার প্রচেষ্টা।

২০২০ সালের অক্টোবর মাসে সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস আগে মিশিগানের গভর্নর গ্রিচেন হুইটমারকে অপহরণের ষড়যন্ত্র করা হয়। আর নির্বাচনের মাত্র এক সপ্তাহ পর নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা একজন নির্বাহীকে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল। কারণ হলো, পরাজিত পক্ষের বিশ্বাস ছিল, নির্বাচনের ফলাফল চুরি করা হয়েছে। তাঁরা ওই নির্বাহীর বাড়ির ঠিকানা প্রকাশ করে দিয়ে তাঁর জন্য মিলিয়ন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

যাঁরা চরম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করেন, ইন্টারনেটে তাঁদের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি। ন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম ফর দ্য স্টাডি অব টেরোরিজম অ্যান্ড রেসপন্সেস টু টেররিজমের সূত্রমতে, যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক সহিংসতা ঘটে, তার বেশির ভাগই এমন লোকেরা ঘটান, যাঁরা কোনো আনুষ্ঠানিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নন।

রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনের মাত্র দুই দিন আগে ট্রাম্পের সমাবেশে গোলাগুলির এ ঘটনা ঘটল। সেই সম্মেলনে ট্রাম্পকে আনুষ্ঠানিকভাবে রিপাবলিকানদের প্রার্থী করার কথা রয়েছে।

সরকারি অফিসের চেয়ার-টেবিলও ঘুষ খায়

খায়রুল কবীর খোকন

আওয়ামী লীগ একটানা সাড়ে পনেরো বছর ক্ষমতায়। ২০০৯ সালের শুরু থেকে তারা সরকার পরিচালনা করে চলেছে- পরপর চার টার্ম তারা ক্ষমতায়। যদিও জনগণের বেশির ভাগই বিশ্বাস করে, তারা ভোটারবিহীন জাল-জালিয়াতির নির্বাচন করে একটানা ক্ষমতা ধরে রেখেছে।

এই দীর্ঘ সময়ে সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতাধর রাজনীতিকদের একটা অংশ, আমলা-গোষ্ঠীর বড়-অংশ দুর্নীতিতে জড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের এক স্বর্গ বানিয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটিকে। সম্প্রতি সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, সাবেক ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া, সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ ও সদ্য বহিষ্কৃত এনবিআর সদস্য মতিউর রহমান, এই সংস্থার প্রথম সচিব কাজী আবু মাহমুদ ফয়সাল ও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং আরও অনেকের অসাধু কর্মকান্ডের যে বিশাল নজির সৃষ্টি হয়েছে, তা অতীতের সব দুর্নীতিবাজকে হার মানিয়ে দিয়েছে। শুধু কি এই কয়েক ব্যক্তির অনাচার? না, বাংলাদেশে ক্ষমতাধর রাজনীতিক ও আমলা গোষ্ঠীর, এমনকি সাধারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিম্নপদস্থ কর্মচারী অবধি ঘুষ-দুর্নীতির টাকায় বিশাল বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে চলেছেন। বস্তুত বাংলাদেশ দুর্নীতিতে এখনো প্রথম কাতারের দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যেই অবস্থান করছে এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতি প্রতিরোধ সংস্থাগুলোর হিসাবেও তার প্রমাণ মিলছে।

সারা দেশে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে তো বটেই এমনকি বিদেশিদের মাঝে এসব দুর্নীতির হোতা ও তাদের গডফাদারদের নিয়ে তুমুল বাগ্‌বিতন্ডা চলছে। পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইছে। এমনকি ক্ষমতাসীন দলের সংসদ সদস্যরাও সংসদে দারুণ সমালোচনামুখর। তবে ক্ষমতাসীন নেতারা এই দুর্নীতিবাজদের ব্যাপারে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপারে কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক হঠাৎ হঠাৎ বলে উঠছেন-"দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের 'জিরো টলারেন্স' জারি রয়েছে, আমরা দুর্নীতিবাজদের উচ্ছেদ করবই"। এমনকি সরকারের এক নম্বর নেতাও দুর্নীতি নির্মূলে অঙ্গীকারবদ্ধ বলে বারবার ঘোষণা দিচ্ছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সব সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরাট অংশ, ঘুষ/উৎকোচ যার আরেক নাম স্পিড-মানি ছাড়া নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করতে নারাজ। ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসসহ

> করোনা প্যান্ডামিক শুরুর বেশ আগেই শেয়ারবাজার লুণ্ঠন করে ক্ষমতাধর কোনো কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী লাখ কোটি টাকা ডাকাতি করে সর্বস্বান্ত করলেন হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শেয়ার-ব্যবসায়ীদের। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ৮৫০ কোটি টাকা হ্যাকিং দস্যুতা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বড়-কর্মকর্তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়, অদক্ষতায়।

অনেক সরকারি দপ্তরের পিয়ন থেকে শুরু করে কেরানি, সাধারণ অফিসার এবং বড়-কর্মকর্তারা সবাই একই রকম দুর্নীতিবাজ। তাদের নিয়ে নাগরিকদের মঝে রসালো মন্তব্য আছে- 'এইসব অফিসে টেবিল-চেয়ারও ঘুষ খায়'। দুর্নীতির নমুনা সম্পর্কে একটা ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়। করোনা প্যান্ডামিক শুরুরও বছর দুই আগে, এখন থেকে সাত বছর আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের একজন প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত) একজন সিনিয়র সাংবাদিককে বারবার বলেছেন- "দেখ, ওই যে পুলিশ-র‍্যাবের বড় কর্মকর্তা বেনজীর আহমেদ, তার বিরুদ্ধে যত প্রকার দুর্নীতি ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যায় তা তো একেবারেই 'নজিরবিহীন'। এমন কোনো দুর্নীতি ও অসদাচরণমূলক কাজ নেই, যা এই বেনজীর করেননি।" ব্যক্তিগতভাবে সেই সাংবাদিকের কাছ থেকেই আমি জেনেছি ঘটনাটি। এখানে একটা ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সেই অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদ কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের একজন উপদেষ্টা ছিলেন এবং এখনো তিনি ক্ষমতাসীন দলেরই শক্তিশালী সমর্থক এবং তিনি মিথ্যা কথা বা অবান্তর কথা বলার মানুষ নন।

এই অধ্যাপক সাহেব বেনজীর আহমেদের দুর্নীতি ও অনাচার সম্পর্কে জানলেন, অথচ এই সাত বছর ধরেও তা বর্তমান সরকারের কর্তাব্যক্তিদের অজানা থাকল কীভাবে? তাদের তো আরও আগে থেকেই এসব জানার কথা এবং তার মতো কর্মকর্তাদের সরকারি চাকরি থেকে বহিষ্কার করে বিচারের মুখোমুখি করে শাস্তি প্রদান করার কথা। অথচ 'শুদ্ধাচারের জন্য' এই বেনজীর আহমেদকেই পুরস্কৃত করা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন দলের একজন এমপি যিনি আবার (সাবেক মন্ত্রীও বটে!) তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করেও পত্র-পত্রিকাসহ সব গণমাধ্যমে বেশ কিছু সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনাচারের খবর প্রকাশের জন্য মিডিয়া গোষ্ঠীকে 'ষড়যন্ত্রকারী' বলে অভিযোগ করলেন। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করেন- মিডিয়াতে এই খবর প্রকাশের আগে পর্যন্ত কোনো এমপি বা সরকারি দলের অন্য কোনো নেতা কেন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও সাবেক কর্মকর্তাদের ব্যাপারে কথা বললেন না? আর গণমাধ্যম কর্মী সাংবাদিকদের মূল-দায়িত্বই তো সমাজের সবার দুর্নীতি অনাচার ও অপরাধ অনুসন্ধান করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলে প্রকাশ করা।

অসাধু আমলাদের বিরুদ্ধে সরকারি অ্যাকশনের তো প্রশ্নই আসে না! এখনো তো বর্তমানে কর্মরত দুর্নীতিবাজ আমলাদের সাসপেন্ড অবধি করতেও সাহস হয়নি সরকারের শীর্ষ মহল। দুর্নীতি দমন কমিশন মিডিয়ার তোলপাড় করা চিল্লাচিল্লিতে ধীরগতির অ্যাকশন শুরু করেছে। এরই মধ্যে বেনজীর আহমেদ ও আছাদুজ্জামান মিয়া দেশের কড়া-পাহারার বিমানবন্দর দিয়ে বেরিয়ে বিমানে চড়ে বিদেশে চলে গেছেন। দুজনই পরিবার-পরিজনসহ বিদেশে চলে গেছেন। অন্য কেউ কেউ পালিয়ে পালিয়ে চলছেন দেশের ভিতরে থেকে। এসব হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদের পাহাড়-গড়া দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের বিচারে বড় আকারের শক্তিশালী তদন্ত কমিশন গঠন করার উদ্যোগও দৃশ্যমান নয়।

করোনা প্যান্ডামিক শুরুর বেশ আগেই শেয়ারবাজার লুণ্ঠন করে ক্ষমতাধর কোনো কোনো ব্যক্তি ও গোষ্ঠী লাখ কোটি টাকা ডাকাতি করে সর্বস্বান্ত করলেন হাজার হাজার ক্ষুদ্র ও মাঝারি শেয়ার-ব্যবসায়ীদের। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভের ৮৫০ কোটি টাকা হ্যাকিং দস্যুতা হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বড়-কর্মকর্তাদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়, অদক্ষতায়। তাদের কাউকে কোনো শাস্তি পেতে হয়নি। তারাই আবার ব্যাংকগুলোর ঋণের অর্থ লোপাটের জন্য দায়ী অথচ কাউকে শাস্তি দেওয়া হলো না। উলটো চাটুকারিতা ও মোসাহেবির পুরস্কার পেলেন তাদের অনেকেই। সমাজেও তারা তেমন একটা নিন্দিত হলেন না। এসব অপকর্মের হোতারা শাস্তি না পাওয়ায় অন্য দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিকরা মহাদুর্নীতিবাজ হওয়ার উৎসাহিত হলেন।

এখন যে সরকারের শীর্ষ নেতারা দুর্নীতি উচ্ছেদের অঙ্গীকারের ঘোষণা দিচ্ছেন বড় গলায়, তার ওপর ভরসা রাখা যায় কী! না, যায় না। সরকার গরিব ও মধ্যবিত্ত নাগরিকদের জন্য সুসময় এনে দেবে বলে যে হল্লাচিল্লা করে চলেছে তার কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্যতা আছে? দুর্নীতি দমন করতে না পারলে উন্নয়নের লাভের গুড় তো দুর্নীতির পিঁপড়ায় খেয়ে শেষ করে দেবে, দেশবাসীর ভাগে কিছুই জুটবে না।

লেখক : বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব, সাবেক সংসদ সদস্য

ঝরল ৬ প্রাণ

ঘটেছে।
রাজধানীর ঢাকা কলেজের সামনে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে ২ যুবক নিহত হন। তাদের একজনের নাম মো. শাহজাহান (২৫)। তিনি নিউমার্কেটের ফুটপাতে হকারি করতেন। রাত সাড়ে ১২টায় নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম বলেন, নিহত যুবকের নাম সবুজ আলী (২৫)। মঙ্গলবার রাতে সিআইডি ফরেনসিক টিম ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে নিহতের পরিচয় নিশ্চিত করে। ওসি জানান, সবুজ আলীর বাড়ি নীলফামারীর সদর উপজেলার বাদশা আলীর ছেলে। তার মায়ের নাম সূর্য বানু।
মঙ্গলবার প্রকাশ্যে লাঠি, রড ও পাইপ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুখোমুখি অবস্থান নেয় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। দুই পক্ষই ক্যাম্পাসের দুই অংশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মঙ্গলবার দিনভর অবস্থান করে। ঢাকা মহানগর ও আশপাশের জেলা থেকে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত নেতাকর্মী ক্যাম্পাসে জড়ো করে ছাত্রলীগ। দুই পক্ষই পৃথক পৃথক মিছিল ও সমাবেশ করে। উভয়পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনাও ছিল।
ক্যাম্পাস এলাকায় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। তবে চানখাঁরপুল এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের সময়ে প্রতিপক্ষের গুলিতে অন্তত চারজন শিক্ষার্থী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এছাড়া আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হামলায় আহত হয়েছেন সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. আব্দুল মুহিতসহ পাঁচজন। সহকারী প্রক্টরকেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরেজমিন এসব চিত্র দেখা গেছে।
এর আগের দিন সোমবার কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালান ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। ওই দিন অনেক নারী শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এর রেশ ধরে মঙ্গলবার ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণের মহড়া চালায় ছাত্রলীগ ও কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি), রাজু ভাস্কর্য, ভিসি চত্বর, শাহবাগ ও নীলক্ষেত পর্যন্ত এলাকায় অবস্থান নেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এসব এলাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার দুই মহানগর ও আশপাশ জেলার ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা লাঠি, রড, জিআই পাইপ, বাঁশসহ দেশীয় অস্ত্রসহ অবস্থান নেন।
মাথায় হেলমেট পরে এসব লাঠিসোঁটা নিয়ে মহড়াও দেন তারা। অপরদিকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল, অমর একুশে হল, চানখাঁরপুল মোড় ও পলাশী এলাকার নিয়ন্ত্রণে রাখে আন্দোলনকারীরা। তাদের হাতেও ছিল বাঁশ, গাছের ডাল, লাঠি ও ইটের টুকরো। বেশিরভাগ শিক্ষার্থীর মাথায় ছিল জাতীয় পতাকা ও কোটাবিরোধী স্লোগান সংবলিত কাপড়। এসব এলাকা দিয়ে আসার সময়ে ছাত্রলীগ নেতাকর্মী বহনকারী অন্তত চারটি বাস ভাঙচুর এবং দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা। দিনভর ক্যাম্পাসে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কারও বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেয়নি। কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগের এমন মুখোমুখি অবস্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যান চলাচল এক প্রকার বন্ধ হয়ে যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে আসা রোগী ও তাদের স্বজনদের চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। চানখাঁরপুল এলাকায় পরিচয় নিশ্চিত হওয়া ছাড়া যাত্রী চলাচলে বাধা দেওয়া হয়। এদিকে আন্দোলনকারী দুই পক্ষকে সংযত আচরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল। সন্ধ্যায় তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষকেরা লাঠিসোঁটা হাতে যারা আন্দোলন করছেন তাদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন।
আন্দোলনকারী দুই পক্ষ যাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করে তা তদারকি করছিলেন। এ সময়ে কিছু বহিরাগত আন্দোলনকারী লাঠিসোঁটা নিয়ে সহকারী প্রক্টরসহ শিক্ষকদের ওপর হামলা চালায়। বহিরাগতরা যাতে ক্যাম্পাসে শান্তি বিনষ্ট না করতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
সরেজমিন দেখা যায়, পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকালে রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশ করে ছাত্রলীগ। সমাবেশে ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসাইন তার বক্তব্যে সোমবারের সংঘর্ষের সূত্রপাতের ঘটনা তুলে ধরেন। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, আন্দোলন যাবে, আন্দোলন আসবে, ছাত্রলীগ থেকে যাবে। আমরা সবকিছু দেখছি, খোঁজ রাখছি এবং সবকিছু মনে রাখছি। সবকিছুরই জবাব দেওয়া হবে। কত ধানে কত চাল হয় তা ছাত্রলীগ দেখে নেবে বলেও জানান তিনি।
এর আগে এদিন সকাল থেকে রাজু ভাস্কর্য, টিএসসি ও আশপাশ এলাকায় অবস্থান নেয় দলটির নেতাকর্মীরা। ঢাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাসে চড়ে ঢাবিতে আসেন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বহন করা দুটি বাস (ঢাকা মেট্রো-ব ১৩-১৪৩৬ এবং ঢাকা মেট্রো-জ ১১-০৩১৫) ভিসি চত্বরে পার্কিং করা অবস্থায় কে বা কারা ভাঙচুর চালায়।
তখন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের লাঠিসোঁটা নিয়ে ধাওয়া দেয়। সেখানে কর্মরত পুলিশও ধাওয়া দেয়। ওই সময়ে সেখানে একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এছাড়া ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বহনকারী আরেকটি গাড়ি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে ভাঙচুর করা হয়। শহিদ মিনার থেকে পলাশী যাতায়াতের সড়কে কামরাঙ্গীর চর ছাত্রলীগের দুই নেতার মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ করে আন্দোলনকারীরা। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলা থেকে আসা ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বহনকারী অন্তত তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। হামলার শিকার রূপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার তারেক আহসান বলেন, ছাত্রলীগের সমাবেশে যোগ দিতে রূপগঞ্জ উপজেলা থেকে আটটি বাসে তিন শতাধিক নেতাকর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছেন। এর মধ্যে তিনটি বাস শহিদ মিনারের সামনে দিয়ে আসার সময়ে গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এতে আমাদের কয়েকজন আহত হয়েছেন। তিনি জানান, রূপগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে তারা সমাবেশে আসেন।
রংপুরে শহীদ আবু সাঈদের বাড়িতে শোকের মাতম
এদিকে কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত মঙ্গলবার গুলিতে নিহত বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদ (২২) কোরবানির ঈদের ছুটিতে শেষবারের মতো বাড়িতে এসেছিলেন। তিন দিন পর ক্যাম্পাসে ফিরে যান। সেই কথা বলে বিলাপ করছিলেন মা মনোয়ারা বেগম।
রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে পশ্চিম দিকে ১১ কিলোমিটার দূরে মদনখালী ইউনিয়ন পরিষদের বাবনপুর নালিপাড়া গ্রাম। এটা আবু সাঈদের গ্রাম। অনেকটা আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওই গ্রামে গেলে সাঈদের বাড়ি দেখিয়ে দেন আমির হোসেন (৪৫)। তিনি বলেন, 'গ্রামোত এ রকম ভালো ছেলে আরেকটা নাই।'
সাঈদের বাড়িতে তখন শোকার্ত মানুষের ভিড়। মা মনোয়ারা বেগম মাটি চাপড়ে আহাজারি করে বলছিলেন, 'মোর বাবাটাক পুলিশ গুলি করিয়া মারল ক্যান? ও তো কাউকে মারতে যায় নাই। চাকরি চাওয়াটা কি অপরাধ? অই পুলিশ, তুই মোকে গুলি করিয়া মারলু না ক্যান? বাবাটাক না মারিয়া পঙ্গু করি থুইলেও তো দেখপের পানু হয়।'
মনোয়ারা বেগম আহাজারি করে বলেন, 'সারাটা জেবন কষ্ট করনো। মজুর করিয়া একটা ছইলোক পড়াইনো। আশায় আছনু, বাবাটা (সাঈদ) চাকরি করলে শ্যাষ বয়সোত শান্তিমতো খামো। আশা-ভরসা সউগ শ্যাষ হয়া গেল। হামরা কেক্কা করি চলমো?'
পাশেই আহাজারি করছিলেন আবু সাঈদের ছোট বোন সুমি বেগম। তিনি বলেন, 'পুলিশ ওর বুকে গুলি না চালেয়া পঙ্গু করি ফ্যালে থুইল না ক্যান? চাকরি না হউক প্রাইভেট পড়েয়া কামাই করি বুড়া মাও-বাপোক চলাইতে পারত। নিরীহ ভাইটাকে পুলিশ এতগুলা গুলি করি মারতে পারল?'
রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ ছিলেন কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক। শিক্ষার্থীদের মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্কের মোড়ে এলে তিনি ছিলেন সবার আগে। একপর্যায়ে পুলিশ রাবার বুলেট ছুড়তে শুরু করলেও সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর এক হাতে ছিল লাঠি।
হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন আবু সাঈদের বাবা মকবুল হোসেন। তিনি বলেন, 'পুলিশ মোর ছইলটাক গুলি করি না মারিয়া ধরি নিয়া গ্যালো না ক্যান, ওমার (পুলিশের) এ্যাকনা দয়াও হইল না।'
আবু সাঈদের বড় বোন মমতা বেগম বলেন, তাঁর ভাই পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছে। এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যে ভর্তি হয়েছিলেন। এবার কলেজের শিক্ষক নিবন্ধনের লিখিত পরীক্ষা দিয়েছিলেন আবু সাঈদ। সেখানে ভালো ফলের আশা ছিল তাঁর।
প্রতিবেশী আফছার হোসেন, সোহরাব হোসেনসহ বেশ কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, নিহত আবু সাঈদের পরিবার হতদরিদ্র। ৯ ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন সাঈদ। তিনি রংপুরে প্রাইভেট পড়িয়ে নিজে চলতেন, বৃদ্ধ বাবা-মাকেও চালাতেন। তাঁর উদ্যোগে এলাকায় গড়ে উঠেছে, 'বাবনপুর স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সদস্যরা মাসিক চাঁদা দিয়ে এলাকার গরিব-দুঃখী মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ান। পরিবারটি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, এ কথা সবাই বলেছেন।
প্রতিবেশী শরীফা বেগম বলেন, 'আবু সাঈদের জন্য গ্রামের সব মানুষ কাঁদছেন। সে তো সন্ত্রাস করে নাই। গুলি করিয়া মারতে হবে কেন? যে পুলিশ নিরপরাধ ছেলেটাকে গুলি করে মারছে, তাঁর ফাঁসি চাই।'
মঙ্গলবার রাত দুইটার দিকে র‍্যাব-পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ১০টি গাড়ির বহর নিহত আবু সাঈদের লাশ তাঁর গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। রাত আড়াইটার দিকে নিহতের বড় ভাই আবু হোসেন বলেন, 'সবাই বেঁচে থাকল। আমার নিরীহ ভাইটাকে পুলিশ গুলি করে মারল। এর শক্ত বিচার চাই।'
মদনখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ মঞ্জু মিয়া বলেন, আবু সাঈদের পরিবারের সদস্যরা কোনো দল করেন না। তবে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। পরিবারটি খুব গরিব। ছেলেটা খুব মেধাবী ও ভালো ছিল। বৃদ্ধ বাবা-মা আশায় ছিলেন, ছেলে পড়াশোনা শেষে চাকরি করে সংসারের অভাব ঘোচাবেন। কিন্তু সেটা আর হলো না।
শিক্ষার্থীরা আদালত থেকে ন্যায়বিচার পাবে
এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তারা আদালতের রায় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে।
তিনি বলেন, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের ছাত্র সমাজ সর্বোচ্চ আদালত থেকে ন্যায় বিচার পাবে। তাদের হতাশ হতে হবে না।'
তিনি বলেন, 'আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি, যারা হত্যাকাণ্ড, লুটপাট ও সন্ত্রাসী ঘটনা চালিয়েছে, এই ধরনের ঘটনার সাথে যারা জড়িত, তাদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।'
প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি আরো ঘোষণা করছি, হত্যাকাণ্ডসহ যেসকল অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে, সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে সেসকল বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে।'
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শেখ হাসিনা বলেন, 'সরকার হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেছে। আদালতে শুনানির তারিখ রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের সুযোগ রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে সকলকে অপেক্ষা করার অনুরোধ করছি।'
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বুধবার সরকারি চাকরীতে কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী সৃষ্ট সংঘাতময় পরিস্থিতিকে সামনে রেখে জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান করেছেন।
সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য চ্যানেলে এই ভাষণ সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

ঋষি সুনাকের দলের এক্স অ্যাকাউন্ট গায়েব

অ্যাকাউন্টের সঙ্গেও 'আকনজারভেটিভস' নামে দলের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্ট লিংক করা আছে।
এ দলের 'সিসিএইচকিউ প্রেস' নামেও একটি অ্যাকাউন্ট আছে। তাদের দাবি, এতে 'সিসিএইচকিউ প্রেস অফিস'-এর বিভিন্ন খবর, আপডেট ও বিশ্লেষণ' পোস্ট করা হয়। অ্যাকাউন্টটি এখনো অনলাইনে থাকলেও ৩ জুলাইয়ের পর অর্থাৎ নির্বাচনের একদিন আগে থেকে এতে নতুন কোনো পোস্ট দেখা যায়নি।
ব্রিটিশ দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সের সঙ্গে যোগাযোগ করলে শুধু একটি স্বয়ংক্রিয় বার্তা এসেছে, যেখানে লেখা ছিল 'বিজি নাও, প্লিজ চেক ব্যাক লেটার'।
নির্বাচনী প্রচারণার সময় এ অ্যাকাউন্টে দলের সক্রিয়তা বেড়ে গিয়েছিল। পেইজটিতে এমন বিজ্ঞাপন দেখা যেত, যেখানে লেবার পার্টিকে আক্রমণ করার পাশাপাশি নিজেদের বিভিন্ন নীতিমালাও ঘোষণা করত দলটি।
রক্ষণশীল বিভিন্ন সূত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার এই ত্রুটি ঘটেছে এক্সের তরফ থেকে, যা আবারো চালু করতে কাজ করছে তারা।

যুক্তরাজ্য সরকারের করণীয় তালিকা তৈরি করলেন রাজা

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪: যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনের পর ইউকে পার্লামেন্ট আনুষ্ঠানিক যাত্রা পুনরায় চালু হলে রাজা চার্লস তৃতীয় গত ১৭ জুলাই বুধবার দেড় দশকের মধ্যে লেবার সরকারের প্রথম কর্মসূচি পাঠ করেন। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ১৪ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্য সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ায় তার আইনী পরিকল্পনার কেন্দ্রে টার্বোচার্জিং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি স্থাপন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
স্টারমার বলেছেন, 'রাজার বক্তৃতায় নির্ধারিত আইনটি অফিসে আমাদের প্রথম দিনগুলোর গতি বাড়াবে এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবে।'
এর নাম থাকা সত্ত্বেও ঠিকানাটি সম্রাট দ্বারা লেখা নয়, সরকার দ্বারা লেখা। যা পরবর্তী ১ বছরে তৈরি করা আইনগুলোর বিশদ বিবরণের জন্য এটি ব্যবহার করে। হীরা-খচিত ইম্পেরিয়াল স্টেট ক্রাউন এবং একটি দীর্ঘ লাল রঙের পোশাক পরে, রাজা চার্লস একটি জমকালো অনুষ্ঠানের সময় হাউস অব লর্ডসের উপরের চেম্বারে একটি স্বর্ণের সিংহাসনে বসে প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করেন। ভাষণটিতে ৩৫টিরও বেশি বিল অন্তর্ভুক্ত হয়। যার মধ্যে সরকারি খরচের বিধি প্রয়োগের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ইউটিলিটি বিলের দাম বৃদ্ধির পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে যুক্তরাজ্যের সাম্প্রতিক জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকটের নির্দেশনা রয়েছে। আইনটি ইতোমধ্যেই করা ঘোষণাগুলোকেও প্রকাশ করেছে। যেমন যুক্তরাজ্যে বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য একটি তহবিল চালু করা এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ক্লিন পাওয়ার বাড়ানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সরকারী মালিকানাধীন সংস্থা।

ল'ম্যাটিক সলিসিটর্সের

ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলেনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স ফার্মের পার্টনার ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান । এসময় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন অপর তিন পার্টনার ব্যারিস্টার মোঃ ফখরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার সাঈদ হাসান ও ব্যারিস্টার সালাহ উদ্দিন সুমন।
সংবাদ সম্মেলনে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স লিমিটেডের সিনিয়র পার্টনার ব্যারিস্টার মো. আসাদুজ্জামান বলেন, হোম কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি এই দেশে মোস্ট ভালনারেবল মানুষের পরিষেবা প্রদানে বিশেষ অবদান রাখছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে, অতি সম্প্রতি হোম অফিসের পক্ষ থেকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ঢালাওভাবে অনেক কেয়ার কোম্পানির স্পন্সরশিপ লাইসেন্স বাতিল করা হচ্ছে ।

এর ফলে একদিকে এই বিশাল বিজনেস ও সেবা সেক্টর তথা কেয়ার কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । একই সাথে কেয়ার কোম্পানি সমূহে যুক্ত বা বিদেশ থেকে আগত কর্মীরা তাদের বৈধতা হারাচ্ছেন । এতে ব্রিটেনে বেশ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।
তিনি বলেন, এমন কঠিন সময়ে কমিউনিটির আইনী সেবায় সক্রিয় ও যথার্থ ভূমিকা পালনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এরই মাঝে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স একটি অনন্য সফলতা অর্জন করেছে। যা বহু অসহায় মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে। কেয়ার হোমের লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্সের তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য শুধু নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডের আনন্দের বিষয় নয়, এটা বহু মানুষের মনে আশার সঞ্চার করেছে।
নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ল'ম্যাটিক সলিসিটর্সের অন্যতম পার্টনার খ্যাতিমান আইনজীবী ব্যরিস্টার ফখরুল ইসলাম। এই মামলায় কেয়ার হোমের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার যেইন মালিক কেসি। হোম অফিসের পক্ষে ছিলেন ব্যরিস্টার উইলিয়াম আরউইন। প্রায় এক বছর ধরে চলমান এই মামলার রায় অতি সম্প্রতি রয়্যাল কোর্ট অব জাস্টিসের কিংস বেঞ্চ ডিভিশন থেকে প্রদান করা হয়, যা ন্যাশনাল আর্কাইভেও প্রকাশিত হয়েছে। এই রায়টি এখন থেকে হাইকোর্ট-সহ সকল নি্ন আদালাতের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। যথাযথ জবাবের সুযোগ না দিয়ে নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডের লাইসেন্স বাতিল করা বেআইনী ঘোষণা করেছেন হাই কোর্টের জজ ডেভিড পিয়েভস্কি কেসি। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, মামলার রায়ে বলা হয়, এটি সরকারের প্রকাশিত নীতির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, বৈধ প্রত্যাশার বিপরীত এবং সাধারণ আইনে পদ্ধতিগত ভাবে অন্যায্য। মাননীয় আদালত নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডকে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার বিবরণে জানা যায়, নিউ হোপ কেয়ার একটি বড় কেয়ার কোম্পানি। এটি যেসব ভালনারেবল ব্যক্তিদের যত্ন পরিষেবা প্রয়োজন, তাদের সেবাদান করে । ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ব্রিটেনে সেটে[] নয়- এমন কর্মীদের স্পনসর করার অনুমতি দেওয়া হয় এই কোম্পানিকে । হোম আফিসের নিয়ম অনুযায়ী লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে অনুমোদনকারী কর্মকর্তাকে ব্রিটেনে থাকা প্রয়োজন, যিনি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় নিয়োজিত থাকেন। (শ্রমিক এবং অস্থায়ী কর্মী: স্পনসরদের জন্য নির্দেশিকা- সংস্করণ আগস্ট ২০২২) । নিউ হোপ কেয়ারের অনুমোদনকারী কর্মকর্তা ছিলেন কোম্পানির পরিচালক প্যাট্রিক চেজা।
২০২৩ সালের ৭ আগস্ট হোম অফিসের একটি কমপ্লায়েন্স দল স্পনসর হিসাবে উপযুক্ততা মূল্যায়ন করার লক্ষ্যে নিউ হোপ কেয়ার অফিস পরিদর্শন করেন । তখন কোম্পানির পরিচালক প্যাট্রিক চেজা ব্রিটেনে উপস্থিত ছিলেন না। এক সপ্তাহ পরে ১৪ আগস্ট নিউ হোপ কেয়ারের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়- কমপ্লায়েন্স পুরণে ব্যর্থতার অভিযোগে। তখন হোম অফিস কর্তৃক স্থগিতাদেশের চিঠিতে বিস্তারিত কারণ জানাতে অপারগতা প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে হোম অফিস জানায়, অধিকতর তদন্ত সাপেক্ষে নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডকে জবাব দেয়ার যথাপোযুক্ত সুযোগ প্রদান করা হবে । কিন্তু পরে যথার্থ জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়েই নিউ হোপ কেয়ারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়।
হাইকোর্টের বিচারক অযৌক্তিক আচরণ, ভুল নির্দেশনা, পদ্ধতিগত অন্যায় এবং সার্বিক মূল্যায়নের মূল বিষয়গুলি পরীক্ষা করে নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডের লাইসেন্স ফিরিয়ে দেবার আদেশ দেন । এব্যাপারে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্সের পার্টনার ও প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যরিস্টার ফখরুল ইসলাম বেশ দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছেন। তার মতে, এই মামলাটি কেয়ার কোম্পানি এবং কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । দক্ষ আইনী লড়াইয়ে নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডের লাইসেন্স ফিরে পাবার ফলে সবাই উপকৃত হবেন । আদালতের এই রায়ের ফলে শুধু এই কোম্পানিতে শতাধিক কেয়ার কর্মীর ব্রিটেনে বৈধভাবে বসবাসের অনুমতি বহাল থাকবে।
তবে, উদ্বেগের বিষয় হল, হোম অফিস কর্তৃক যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ব্যতিত লাইসেন্স বাতিল করার কারণে অনেক প্রতিষ্ঠান-সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বেশ কিছু কোম্পানি ইতোমধ্যে আইনি সহায়তার জন্য ল'ম্যাটিকের সাথে যোগাযোগ করছেন। যারাই এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কোনো না কোনো অভিজ্ঞ আইনজীবীর সহায়তা নিয়ে তাদের প্রতিকার চাওয়া উচিত। এছাড়া অনেক কষ্ট, সাধনা ও পরিশ্রমে অর্জিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ঝুকিমুক্ত রাখার জন্য প্রতিটি স্পন্সর কোম্পানি হোম অফিসের কমপ্লায়েন্স দল আসার আগেই হোম আফিসের প্রযোজ্য নীতিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের পরামর্শ নেয়া উচিত।
সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়, ল'ম্যাটিকের প্রফেশনাল ও ডেডিকেটেড টিম আইনের সর্বোত্তম অনুশীলনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, যাতে প্রতিটি বিষয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা যায়। ল'ম্যাটিক সলিসিটর্সের পার্টনার ও লিগ্যাল কনসালটেন্ট সাঈদ হাসানের ইমিগ্রেশন, অ্যাসাইলাম, পরিবার এবং সম্পত্তি আইনে বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে। ল'ম্যাটিকের অন্যতম পার্টনার ও সলিসিটর ব্যারিষ্টার সালাহ উদ্দিন সুমন ইমিগ্রেশন, ফ্যামিলি, প্রোপার্টি, কমার্শিয়াল লিটিগেশন ইত্যাদি বিষয়ে কোয়ালিটি সার্ভিস প্রদানের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, এই ফার্মে আইনজীবীদের নিয়মিত সিপিডি প্রশিক্ষণ হয়। এর মধ্য দিয়ে ক্লায়েন্টের চাহিদা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হয় । তারা আইনী রিসোর্স সমূহ নিয়িমিত ব্যবহার করেন। ফলে আইনী বিষয়ে আপডেট থাকেন। মানুষের আস্থা সৃষ্টির মত মান সম্পন্ন সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে ল'ম্যাটিক এখন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে। এই টিমের এক ঝাঁক মেধাবী সলিসিটর ও কন্সালটেন্টের বিরল দক্ষতা রয়েছে । আইনী পরিষেবা প্রদানে প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আছেন বেশ কয়েকজন। লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির আইনসংক্রান্ত প্রয়োজনে এই আইনজীবীরা আশার আলো হিসাবে জ্বলে ওঠেন। তাদের দিকনির্দেশনা ও মামলা পরিচালনা সর্বত্র প্রশংসিত হচ্ছে।
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ নিয়ে বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করছে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স উল্লেখ করে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, এতে ইমিগ্রেশন , পরিবার , ইজারা এবং সম্পত্তি, বাণিজ্যিক মামলা, ফৌজদারি মামলা , ব্যবসা এবং কর্পোরেট , উইল এবং প্রবেট , দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আইনি সেবাসহ নানাবিধ আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়।

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকা ডুবে ৪ জনের মৃত্যু

উপকূলের কাছে ডুবে যায়।
ফ্রেঞ্চ কোস্টগার্ড জানায়, বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) রাতে ৬৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী বহনকারী নৌকাটি ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে বুলোন-সুর-মের উপকূলের কাছে ডুবে যায়। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একটি টহল নৌকা দুর্ঘটনার কথা নিশ্চিত করে জানায়, চারজনকে অচেতন অবস্থায় পাওয়া যায়। তাদের বাঁচানো যায়নি। উদ্ধার অভিযানে একটি হেলিকপ্টার ও একটি মাছ ধরার জাহাজও সহযোগিতা করে। এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার। তিনি একে 'ভয়ঙ্কর' বলে বর্ণনা করেছেন।
নৌকাটি কিভাবে ডুবে যায় তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে ব্রিটিশ কোস্টগার্ড জানায়, অভিবাসনপ্রত্যাশীদের নৌকাটির একটি অংশ চুপসে যায়। এতে নৌকাটি আস্তে আস্তে ডুবে যেতে থাকে। ওই সময় বেশ কয়েকজন সাগরের পানি পড়ে যান। স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে নৌকাডুবির ব্যাপারে প্রাথমিক সতর্কতা জারি করা হয়। এর ৩০ মিনিট পর একটি হেলিকপ্টার ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। উদ্ধারকারীরা দেখতে পান, বেশ কয়েকজন পানিতে ভাসছেন। বাকিরা ডুবন্ত রাবারের নৌকা আঁকড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন।
এরপর মাছ ধরার জাহাজ এসে ১৪ জনকে উদ্ধার করে। আরও ৪৯ জনকে উদ্ধার করে ফ্রান্সের নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। ব্রিটিশ কোস্টগার্ড বলেছে, উদ্ধার করে সবাইকে বুলোন সুর-মের সৈকতে নিয়ে আসা হয় এবং চিকিৎসা দেয়া হয়।
যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, গত সোম ও মঙ্গলবার দুইদিনে ৪৮৪ অভিবাসনপ্রত্যাশী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করেছেন।
এর আগে গত ১৮ জুন ১৫টি ছোট নৌকায় ৮৮২ অভিবাসনপ্রত্যাশী ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেন, যা চলতি বছর একেসঙ্গে চ্যানেল পাড়ি দেয়ার ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড। চলতি বছর এ পর্যন্ত ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয়া মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩ হাজারে।
ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ঢোকা আশ্রয়প্রার্থীদের রুয়ান্ডায় পাঠাতে দেশটির সঙ্গে একটি চুক্তি করে সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক প্রশাসন। মূলত অভিবাসনপ্রত্যাশীরা যাতে ছোট ছোট নৌকায় করে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য এমন একটি উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছিল।
তবে দায়িত্ব নিয়েই যুক্তরাজ্যের রুয়ান্ডা অভিবাসী প্রত্যাবাসন নীতি নিয়ে নিজের অবস্থান জানালেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার। তিনি বলেছেন, অবৈধ অভিবাসীদের রুয়ান্ডায় পাঠাতে আগের সরকার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তা তিনি বাতিল করবেন। খবর বিবিসির

ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় ব্রিটিশ

একদিকে জন্মহার কমে যাওয়া, অন্যদিকে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশটির সামগ্রিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। খবর দ্য গার্ডিয়ান।
সাম্প্রতিককালে সামর্থ্যের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তন ও সরকারি পরিষেবার মান কমে যাওয়ায় ব্রিটিশ দম্পতিদের সন্তান জন্মদানের আগ্রহ কমে গেছে। যুক্তরাজ্যের অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিসটিকসের (ওএনএস) তথ্যমতে, ২০২২ সালে ব্রিটেন ও ওয়েলসের গর্ভধারণের হার ১ দশমিক ৪৯-এ নেমে গেছে, যা জনসংখ্যা ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় গর্ভধারণের হার ২ দশমিক ১-এর চেয়ে কম। ১৯৩০ সালে এ-সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ শুরুর পর গর্ভধারণের এ হার সর্বনি্ন। ২০১০ সাল থেকে দেশটিতে গর্ভধারণের হার কমে যেতে শুরু করে। সর্বশেষ তথ্যানুসারে, ১৯৯০ সালের আগে জন্মগ্রহণ করেছে, এমন নারীদের অর্ধেক ৩০ বছর বয়সেও সন্তানহীন।
যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা ১৫ বছরের মধ্যে ৬৬ লাখ বেড়ে ৭ কোটি ৩৭ লাখে পৌঁছতে পারে। কিন্তু দেশটির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়ে গেছে। অর্থাৎ দেশটির সম্পদ বাড়ছে না। ফলে ভবিষ্যতে দেশটির বাড়তি জনগণের মধ্যে তুলনামূলক কম সম্পদ ভাগ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় কর আহরণ না বাড়লে জনগণকে পরিষেবা দিতে হিমশিম খাবে সরকারি সংস্থাগুলো।
জন্মহার কমার জেরে যুক্তরাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষার্থী সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি বরাদ্দ কমার ঝুঁকিতে আছে। রেজল্যুশন ফাউন্ডেশনের তথ্য বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বরাদ্দ ১০০ কোটি ইউরোর বেশি কমতে পারে। এমনকি কিছু প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একীভূত করা হতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এরই মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।
থিংকট্যাংক এডুকেশন পলিসি ইনস্টিটিউটের (ইপিআর) তথ্যমতে, যুক্তরাজ্যের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার্থী সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কমবে। ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে সেখানে ১৩ শতাংশ শিক্ষার্থী কমে যেতে পারে।
এদিকে শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় চাকরি নিয়ে শঙ্কায় আছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকরাও। কমে যেতে পারে শিক্ষক সংখ্যাও। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের নীতিবিশ্লেষক লিন্ডসে ম্যাকমিলান বলেন, 'শিক্ষকদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একীভূতকরণ ত্বরান্বিত হবে।'
এর আগে ২০০০ সালের দশকে গর্ভধারণের হার বেড়ে যাওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোয় শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে জন্মহার কমে যাওয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসন ফাঁকা থাকছে।

প্রথম নারী মুসলিম

প্রাচীন পদ গ্রহণ করেছেন। আগামী ১৭ জুলাই পার্লামেন্ট উদ্বোধনের আগে রয়্যাল কোর্ট অব জাস্টিসে লর্ড চ্যান্সেলর হিসেবে শপথ নেবেন।
শাবানার জন্ম ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে। তবে তিনি পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণাধীন আজাদ-কাশ্মীর বংশোদ্ভূত। তার বাবা-মা আজাদ কাশ্মীরের মিরপুর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তবে শাবানা মাহমুদের শৈশব কেটেছে সৌদি আরবের তায়েফে। তিনি ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ও মিরপুরি ভাষায় কথা বলতে পারেন।
পূর্ণ মন্ত্রী হওয়ার আগে শাবানা যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ছায়া মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গত দুই বছর ধরে উপনির্বাচনের সময় লেবার পার্টির নির্বাচনি প্রচারণার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৬ সাল থেকে শাবানা লেবার পার্টির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। ৪ জুলাইয়ের নির্বাচনের জন্য দলের ইশতেহার তৈরিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তিনি।
অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট এই নারী রাজনীতিক ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো লেবার পার্টির টিকিটে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই জয়ী হয়ে আসছে। এবারের নির্বাচনে তিনি ১৫ হাজার ৫৫৮ ভোট পেয়ে নিজ আসনে জয়ী হয়েছেন। এদিকে যুক্তরাজ্যের নতুন সরকারে অ্যাঞ্জেলা রায়নারকে উপপ্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।
অর্থমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন র‍্যাচেল রিভস। এর মধ্য দিয়ে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নারী অর্থমন্ত্রী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ পেয়েছেন কৃষ্ণাঙ্গ ডেভিড ল্যামি।
যুক্তরাজ্যের নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন ইভেত্তে কুপার। জন হ্যালি প্রতিরক্ষামন্ত্রী, ব্রিজেত ফিলিপসন শিক্ষামন্ত্রী, ওয়েস স্ট্রিটিং স্বাস্থ্যমন্ত্রী, এড মিলিব্যান্ড জ্বালানিমন্ত্রী, শাবানা মাহমুদ বিচারমন্ত্রী, জোনাথন রেনলড বাণিজ্যমন্ত্রী, লিজ কেন্ডাল শ্রম ও কারামন্ত্রী, স্টিভ রিড পরিবেশমন্ত্রী, লুইস হাইগ পরিবহনমন্ত্রী, পিটার কাইলি বিজ্ঞান, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিবিষয়ক মন্ত্রী, লিসা নন্দী সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী, উত্তর আয়ারল্যান্ডবিষয়ক মন্ত্রী হিলারি বেন, ইয়ান মারে স্কটল্যান্ডবিষয়ক মন্ত্রী, জো স্টিভেনস ওয়েলস বিষয়ক মন্ত্রী, অ্যাটর্নি জেনারেল রিচার্ড হারমার কেসি, ল্যাঙ্কাস্টারের ডাচির চ্যান্সেলর প্যাট ম্যাকফ্যাডেন, ড্যারেন জোন্স ট্রেজারির মুখ্য সচিব, লুসি পাওয়েল হাউস অব কমনস নেতা, স্যার অ্যালান ক্যাম্পবেল হাউস অব কমন্সের চিফ হুইপ ও অ্যাঞ্জেলা স্মিথ হাউস অব লর্ডসের নেতা হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।
গত বৃহস্পতিবার দেশটিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪১২ আসনে জয় পেয়েছে লেবার পার্টি। কনজারভেটিভ পার্টি পেয়েছে ১২১ আসন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য কোনো দলের প্রয়োজন হয় ৩২৬ আসন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

কেয়ার হোমের লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে আইনী লড়াই

ল'ম্যাটিক সলিসিটর্সের পক্ষে দৃষ্টান্তমুলক রায়

দেশ রিপোর্ট, ১৭ জুলাই ০২৪ : যুক্তরাজ্যে 'নিউহোপ' নামক একটি কেয়ার কোম্পানীর লাইসেন্স বাতিলের বিরুদ্ধে আইনী লড়াইয়ে দৃষ্টান্তমুলক রায় লাভ করেছে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স। বৃটিশ হাই কোর্টের এই দৃষ্টান্তমূলক রায় কেয়ার কোম্পানি এবং কেয়ারকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আশার সঞ্চার করেছে। রায়ে আদালত নিউ হোপ কেয়ার লিমিটেডকে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

গত ১১ জুলাই শুক্রবার বিকেলে ল'ম্যাটিক সলিসিটর্স ফার্মের পক্ষ থেকে আইনী বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লন্ডন বাংলা প্রেস

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

প্রথম নারী মুসলিম আইনমন্ত্রী হয়ে ইতিহাস গড়লেন শাবানা

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪: যুক্তরাজ্যের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর দায়িত্ব নেওয়া নতুন প্রধানমন্ত্রী লেবার পার্টির নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। শুক্রবার বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা তৃতীয় চার্লস আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন। এর পরপরই তিনি ১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ শুরু করেন। স্টারমার ২০ মন্ত্রী বেছে নিয়ে তাদের দায়িত্ব বন্টন করে দিয়েছেন। এ মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ অর্থমন্ত্রী (চ্যান্সেলর অব একচেকার) পদসহ রেকর্ড ১১টি পদে নারীদের বেছে নিয়েছেন স্টারমার।

এতে প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যের মন্ত্রিসভায় আইন ও

বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন একজন মুসলিম নারী। তার নাম শাবানা মাহমুদ।

শাবানা মাহমুদ যে শুধু যুক্তরাজ্যের প্রথম মুসলিম নারী বিচারমন্ত্রী তাই নয়; তিনি দেশটির ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী যিনি 'লর্ড অব চ্যান্সেলর' নামক

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ঋষি সুনাকের দলের এক্স অ্যাকাউন্ট গায়েব

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪: যুক্তরাজ্যের জাতীয় নির্বাচনে লেবার পার্টির কাছে বিশাল ব্যবধানে হারার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের দলের এক্স অ্যাকাউন্টও। মুছে ফেলা হয়েছে 'টরিস' নামে পরিচিত যুক্তরাজ্যের কনজারভেটিভ পার্টির অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টটি। সোমবার এ ঘটনা ঘটেছে।

পেইজটিতে প্রবেশ করতে গেলে শুধু একটি 'এরর' বার্তা দেখা

যাচ্ছে। এর মানে, অ্যাকাউন্টটি এখন আর সক্রিয় নেই। এমনকি এর মধ্যে একটি বার্তায় 'সামথিং ওয়েন্ট রং' লেখাও দেখা গেছে।

তবে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকসহ তার দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের অ্যাকাউন্ট বহাল তবিয়তেই আছে সাইটটিতে। এছাড়া দলের বিদায়ী প্রধান নেতা সুনাকের

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

জন্মহার কমছে

ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কায় ব্রিটিশ অর্থনীতি

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪: যুক্তরাজ্যে গর্ভধারণের হার জনসংখ্যা ধরে রাখতে প্রয়োজনীয় হারের তুলনায় কমে গেছে। এ পরিস্থিতিতে দেশটির শিক্ষা, কর্মসংস্থান, জনশক্তির মান ও নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে যাচ্ছে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষজ্ঞরা।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ইংলিশ চ্যানেলে নৌকা ডুবে ৪ জনের মৃত্যু

দেশ ডেস্ক, ১৯ জুলাই ২০২৪ : ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ফ্রান্স থেকে যুক্তরাজ্য প্রবেশের চেষ্টাকালে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত চার অভিবাসনপ্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। তবে ৬৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) রাতে ৬৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী বহনকারী নৌকাটি ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে বুলোন-সুর-মের

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk